শিক্ষক সহায়িকা

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ইন্দিরা গান্ধী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

জেনারেল স্যাম মানেকশ
ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান

এডওয়ার্ড কেনেডি
আমেরিকান সিনেটর

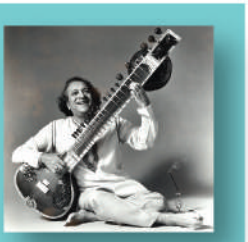

পন্ডিত রবিশঙ্কর
ভারতীয় সেতারবাদক ও সঙ্গীতশিল্পী

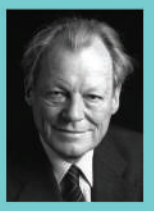

উইলি ব্রান্ট
চ্যান্সেলর
জার্মানি ফেডারেল রিপাবলিক

আলেক্স কোসিজিন
রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী

মার্শাল টিটো
যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট

আঁদ্রে মালরো
ফরাসি লেখক ও রাজনীতিবিদ

জে.এফ.আর. জ্যাকব
ভারতীয় সেনাবাহিনীর
লেফটেন্যান্ট জেনারেল

সিডনি শনবার্গ
আমেরিকান সাংবাদিক

এলেন গিন্সবার্গ
আমেরিকান কবি

সায়মন ড্রিং
ব্রিটিশ সাংবাদিক

উইলিয়াম এ এস অর্ডারল্যান্ড
অস্ট্রেলিয়ান, বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত
মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষক

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী কয়েকজন বিদেশি বন্ধু

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত এবং
২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত শিক্ষক সহায়িকা

শিক্ষক সহায়িকা

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

ষষ্ঠ শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

আবুল মোমেন

অধ্যাপক এম. শহীদুল ইসলাম

অধ্যাপক শরমিন্দ নীলোর্মি

অধ্যাপক স্বাধীন সেন

অধ্যাপক আকসাদুল আলম

ড. দেবাশীষ কুমার কুন্ডু

অধ্যাপক ড. পারভীন জলী

ড. সুমেরা আহসান

মুহাম্মদ রকিবুল হাসান খান

রায়হান আরা জামান

সিদ্দিক বেলাল

উমা ভট্টাচার্য্য

সানজিদা আরা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২২

শিল্পনির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

চিত্রণ

প্রমথেশ দাস পুলক
তামান্না তাসনিম সুপ্তি

প্রচ্ছদ

বিভোল সাহা

গ্রাফিক্স

নূর-ই-ইলাহী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিখন সামগ্রী। এ শিখন সামগ্রীর মধ্যে শিক্ষক সহায়িকার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যেখানে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণি কার্যক্রমকে যৌক্তিকভাবে আরও বেশি আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করা যায় তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমকে শুধু শ্রেণিকক্ষের ভেতরে সীমাবদ্ধ না রেখে শ্রেণির বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুযোগ রাখা হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের। সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) শিক্ষকবৃন্দ এ শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে ষষ্ঠ শ্রেণির শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। আশা করা যায়, প্রণীত এ শিক্ষক সহায়িকা আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ভূমিকা

নতুন পদ্ধতিতে স্বাগতম

শিক্ষার নতুন একটি পদ্ধতিতে আপনাদের স্বাগতম।

সবাই তো জানি, বর্তমান বিশ্ব মানব সভ্যতার জন্য বেশ কয়েকটি বড় বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। একদিকে যেমন জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং কোভিড-১৯ এর মত অতিমারি তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে প্রযুক্তির যে অভিনব ও দ্রুত উন্নয়ন ঘটছে তার ফলে মানুষের সামনে একই সাথে তৈরি হচ্ছে সীমাহীন সম্ভাবনা ও অপরিসীম ঝুঁকি। পরিবেশ ও প্রযুক্তিগত এই পরিবর্তন এত দ্রুত ঘটছে যে মানুষের পক্ষে তার আগের সক্ষমতা দিয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করা কঠিন হয়ে পড়ছে। ফলে এই পরিবর্তনের প্রভাবে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র থেকে শুরু করে সকল প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকেই বদলে দিচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় প্রযুক্তির পরিবর্তনের কারনে উৎপাদন ব্যবস্থায় এখন রোবট, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থেকে শুরু করে অন্যান্য অনেক অত্যাধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে প্রচুর শ্রমিক চাকরি হারাচ্ছে আবার একই সাথে যারা এসব প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জন করছে তাদের জন্য সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন কাজের সুযোগ। এর মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা যার সরাসরি প্রভাব পরছে মানুষের জীবনে। মানুষের এখন আর তাই পুরোনো সক্ষমতা বা যোগ্যতা নিয়ে বসে থাকলে চলছে না। পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে হলে প্রয়োজন হয়ে পড়ছে পুরোনো ধ্যান-ধারণা আর যোগ্যতা কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে সময়োপযোগী যোগ্যতা অর্জন করে পরিবর্তনশীলতার সাথে খাপ খাইয়ে দেশপ্রেম সম্পন্ন যোগ্য বিশ্বনাগরিক হিসেবে বিকশিত হওয়া।

একবিংশ শতাব্দীর বৈশ্বিক এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন বিশ্বনাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যেই প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় থেকে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাক্রম উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষক্রমে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য ৮টি যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের এ যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিত করতে সযোগিতা করা, উপযুক্ত শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনায় শিক্ষকদের কার্যক্রমে সহায়িকাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা প্রত্যাশা করছি। এই শিক্ষাক্রমের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কৌশলকে গুরত্ব প্রদান। কাজেই এ শিক্ষাক্রম অনুসারে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো অর্জনে শিক্ষক কী ভাবে সহযোগিতা দেবেন এবং সামগ্রিকভাবে একটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করতে উদ্যোগী হবেন সে বিষয়ে যতটা সম্ভব বিস্তারিতভাবে আলোচনা দিক নির্দেশনা দেবার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

সূচিপত্র

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের ধারণায়ন	১-১৮
আত্মপরিচয়	১৯-২৮
সক্রিয় নাগরিক ক্লাব	২৯-৩৩
বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে চারপাশ দেখি	৩৪-৫১
বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব	৫২-৫৬
আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ	৫৭-৬৩
বই পড়া ক্লাব	৬৪-৭৬
সামাজিক পরিচয়	৭৭-১০৪
প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো	১০৫-১২৮
প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর আন্তঃসম্পর্ক এবং আমাদের দায়িত্বশীলতা	১২৯-১৪৫
সমাজ ও সম্পদের কথা	১৪৬-১৫২
পরিশিষ্ট	১৫৩-১৬৩

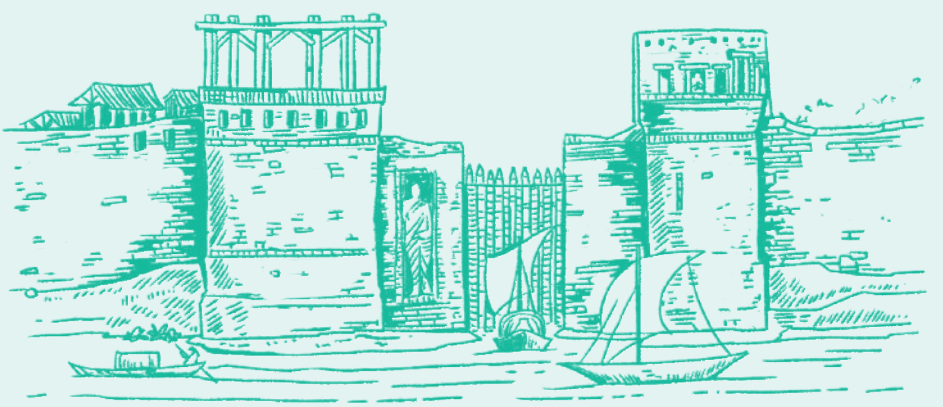

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের ধারণায়ন

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একবিংশ শতাব্দীর একজন বিশ্বনাগরিক হিসেবে ভূমিকা রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক যোগ্যতা সৃষ্টি হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেবার যোগ্যতা অর্জন করবে। প্রকৃতিতে ও সমাজে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা পরিবর্তনের কার্যকারণ ও প্রভাব অনুসন্ধান করতে পারবে। যৌক্তিক অনুসন্ধান পদ্ধতির প্রাথমিক ধারণা কাজে লাগিয়ে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে অনুসন্ধানের

যোগ্যতা অর্জন করবে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জেনে সচেতন নাগরিক হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংবিধানের মূলনীতির আলোকে সামাজিক ন্যায়বিচার নীতি ধারণ করে সম্পদের টেকসই ব্যবহার ও পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে পারবে।

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়টি ক্রস-কাটিং ইস্যু হিসেবে রূপরেখায় নির্ধারিত দশটি মূল শিখনক্ষেত্রের সবগুলোরই নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জনে ভূমিকা রাখলেও, এতে মূলত সমাজ ও বিশ্বনাগরিকত্ব, পরিবেশ ও জলবায়ু এবং জীবন ও জীবিকা শিখন-ক্ষেত্রগুলো অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। এর সাথে বাংলা, ইংরেজি, ডিজিটাল টেকনোলজি, শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়গুলো থেকে অর্জিত যোগ্যতা ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে। যোগ্যতাগুলো সাজানোর সময় আন্তঃবিষয়ক সমন্বয় নিশ্চিত করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রেও এসকল শিখন-ক্ষেত্রের যোগ্যতাসমূহ ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

সামাজিক বিজ্ঞানের বৃহত্তর পরিসরে যে সকল বিষয় (যেমন : ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, আইন ইত্যাদি) অধ্যয়ন করা হয় সেগুলোর মূল বিষয়বস্তুসমূহ বিশ্লেষণ করে আত্মপরিচয়, প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো, পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা- এই চারটি মূল ডাইমেশন নির্ধারণ করা হয়েছে। আর এই চারটি ডাইমেনশনকে ভিত্তি করেই বিষয়ের ধারণায়ন করা হয়েছে।

ধারণায়ন অনুযায়ী একজন শিক্ষার্থী ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান অধ্যয়নের মাধ্যমে প্রকৃতি ও সমাজের বিভিন্ন দৃশ্যমান ও বিমূর্ত কাঠামো এবং এসব কাঠামোর কাজ ও মিথস্ক্রিয়া বিষয়ে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করবে। একই সঙ্গে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর মিথস্ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে নিজস্ব ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগলিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সে তার আত্মপরিচয় অনুসন্ধান করতে সক্ষম হবে। পাশাপাশি সে অনুধাবন করবে যে চারপাশের সকল প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো এবং তাদের ভূমিকা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। এ পরিবর্তনশীলতার ফলে নিয়তই কিছু সম্ভাবনা এবং ঝুঁকি তৈরি হয়, যা প্রকৃতি ও সমাজকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। একজন শিক্ষার্থী এসব ঝুঁকি মোকাবিলা করে সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃতি ও সমাজের পরিবর্তনশীলতায় ইতিবাচক ভূমিকা পালনের যোগ্যতা অর্জন করবে। মানবসভ্যতার বিকাশে সম্পদ একটি অপরিহার্য উপাদান। কাজেই টেকসই উন্নয়নের জন্য পৃথিবীর সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা জরুরি। তাই ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে সম্পদ ব্যবস্থাপনা একটি ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। আলোচ্য চারটি ডাইমেনশনের আলোকে একজন শিক্ষার্থী যে যোগ্যতাসমূহ অর্জন করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে তা সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সামাজিক সম্পর্ক, পরিবেশ ও প্রতিবেশ, টেকসই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য এসকল ক্ষেত্রে চর্চা করার মাধ্যমে সহযোগিতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, পরমতসহিষ্ণুতা, দায়িত্বশীলতা, সংবেদনশীলতা প্রভৃতি মূল্যবোধ ও নৈতিকতা অর্জন করতে পারবে। আর এই সবকিছুর মধ্য দিয়ে যে যোগ্যতা অর্জিত হবে তার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী হয়ে উঠবে জাতীয়তাবোধসম্পন্ন বিশ্বনাগরিক।

সামাজিক বিজ্ঞানের যোগ্যতাসমূহ নির্ধারণ করার জন্য যে চারটি ডাইমেনশন বিবেচনায় নেয়া হয়েছে তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হয়েছে :

আত্মপরিচয়

ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিজের পরিচয় নির্মাণ করা সামাজিক বিজ্ঞানের একটি মূল প্রতিপাদ্য হওয়ায় সকল বিষয়কে সমন্বিতভাবে আয়ত্ত করার জন্য একে একটি ডাইমেনশন হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো

প্রাকৃতিক সামাজিক বিজ্ঞানের সকল বিষয়েরই কেন্দ্রীয় একটি বিষয় হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কাঠামোর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করা। প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের যোগ্যতা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে তাই কাঠামোকে একটি ডাইমেনশন হিসেবে ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রাকৃতিক কাঠামো বলতে সাধারণত প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান ও ব্যবস্থা যেমন : নদী, সাগর, মহাসাগর, পর্বতমালা, মহাদেশ প্রভৃতিকে বোঝানো হয়ে থাকে। অন্য দিকে, সামাজিক কাঠামো বলতে সাধারণত পরিবার, ধর্ম, রীতিনীতি, সংস্কৃতি,গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে বোঝানো হয়।

পরিবর্তনে ইতিবাচক ভূমিকা

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ভিত্তিতে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতার বস্তুনিষ্ঠ প্যাটার্ন অনুসন্ধান করা সামাজিক বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপাদ্য বিষয়। যে কোন পরিবর্তনের ফলেই কিছু সম্ভাবনা ও ঝুঁকি তৈরি হয়। এই ঝুঁকি ও সম্ভাবনা বিবেচনা করে যথাযথ ইতিবাচক ভূমিকা নির্ধারণের যোগ্যতা অর্জন সামাজিক বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। এ বিবেচনায় পরিবর্তনে ইতিবাচক ভূমিকা নির্ধারণকে সামাজিক বিজ্ঞানের যোগ্যতা নির্ধারণের একটি ডাইমেনশন হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ

উন্নয়নের জন্য সম্পদ একটি অপরিহার্য বিষয়। প্রকৃতির সম্পদ সীমিত। প্রকৃতিকে ব্যবহার করে সম্পদের উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও সংরক্ষণ অর্থাৎ সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণকে তাই সামাজিক বিজ্ঞানের একটি ডাইমেনশন হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

নিচের শিখনক্রমের শুরুতে শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী এবং তার নিচে শিখন যোগ্যতাসমূহ বিবৃত হয়েছে। শিখনক্রমের অনেক ক্ষেত্রে একই শিখন যোগ্যতা একাধিক শ্রেণিতে বিবৃত হয়েছে। এসকল ক্ষেত্রে শিখন অভিজ্ঞতার ধরন এবং বিষয়বস্তুর গভীরতা ও কাঠিন্য ব্যবহার করে শ্রেণিভিত্তিক বিস্তৃতি নির্ধারণ করতে হবে।

যোগ্যতার ধারণা:

যোগ্যতা অর্জনকে কেন্দ্র করে নতুন শিক্ষাক্রমে সবকিছুকে সাজান হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যোগ্যতার একটি সাধারণ সংজ্ঞা এতে ধারণ করা হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায়, জ্ঞান, দক্ষতা এবং ইতিবাচক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সমন্বিতভাবে অর্জিত হলে শিক্ষার্থীর মাঝে যোগ্যতা গড়ে উঠে। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষিত বিবেচনায় এই শিক্ষাক্রমে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার উৎস হিসেবে যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিবেচনা করা হয়েছে। ফলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে অভিযোজনের জন্য জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে অর্জিত সক্ষমতাকেই নতুন শিক্ষাক্রমে যোগ্যতা হিসেবে ধারণায়ন করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোন একজন শিক্ষার্থী যখন বই পড়ে গণতন্ত্র কাকে বলে, কত প্রকার ও কি কি তা জানতে পারে, তবে তার জ্ঞান অর্জিত হয়। যদি এই জ্ঞান প্রয়োগ করে কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক চর্চাকে ব্যাখা করতে পারে, তবে তার দক্ষতা অর্জিত হয়। কিন্তু যখন সে গণতন্ত্র সম্পর্কে সব তথ্য জানে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে গণতন্ত্রের চর্চার ধরণ ব্যাখ্যা করতে পারে এবং নিজের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে সুনাগরিকের বৈশিষ্ট্য অর্জন করে তখন তার গণতন্ত্র বিষয়ক যোগ্যতা অর্জিত হয়।

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

সার্বিকভাবে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়টি প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় থেকে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত অধ্যয়ন শেষে একজন শিশু যে যোগ্যতা অর্জন করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে তাই হচ্ছে বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা। এ শিক্ষাক্রমে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য যে বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে

নিম্নলিখিতভাবে-

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশ্বে নিজের অবস্থান, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান ও কাঠামো পর্যালোচনা করে পরিবর্তনশীলতায় ইতিবাচক ভূমিকা এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা অনুশীলন করে একটি উন্নত, নিরাপদ ও টেকসই বাংলাদেশ ও বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্বনাগরিক হিসাবে ভূমিকা রাখতে পারা।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন-শেখানো কৌশল:

শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অর্জনকে নিশ্চিত করার জন্য এই শিক্ষাক্রমে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন-শেখানো কৌশলকে অন্যতম একটি পদ্ধতি হিসেবে নেয়া হয়েছে। এই কৌশল অনুসারে মূলত শিক্ষার্থীরা সরাসরি অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে ধাপে ধাপে নিজের শিখনের দায়িত্ব নিজে পালন করার মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জন করে। শিক্ষক শুধু তাকে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে ও সহায়তা করে তার দায়িত্ব পালন করেন। এই কৌশল অনুসারে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের যোগ্যতা অর্জনের জন্য শিক্ষক প্রথমে এই শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞানের কোনো বিষয়কে নিয়ে প্রশ্ন বা সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য উপায় অনুসন্ধান করে প্রাপ্ত ফলাফল প্রয়োগের অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিত করা যায়।

এই পদ্ধতিতে আরো যে প্রক্রিয়াগুলোর চর্চার সুযোগ রাখা হয়েছে সেগুলো হল: আনন্দময় শিখন, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে ও কাজভিত্তিক বা হাতে কলমে শিখন, প্রজেক্টভিত্তিক, সমস্যাভিত্তিক এবং চ্যালেঞ্জভিত্তিক শিখন, সহযোগিতামূলক শিখন, অনুসন্ধানভিত্তিক শিখন, একক, জোড়া এবং দলগত কাজসহ স্ব-প্রণোদিত শিখনের সংমিশ্রণ, বিষয়নির্ভর না হয়ে প্রক্রিয়া এবং প্রেক্ষাপটনির্ভর শিখন, অনলাইন শিখনের ব্যবহার ইত্যাদি।

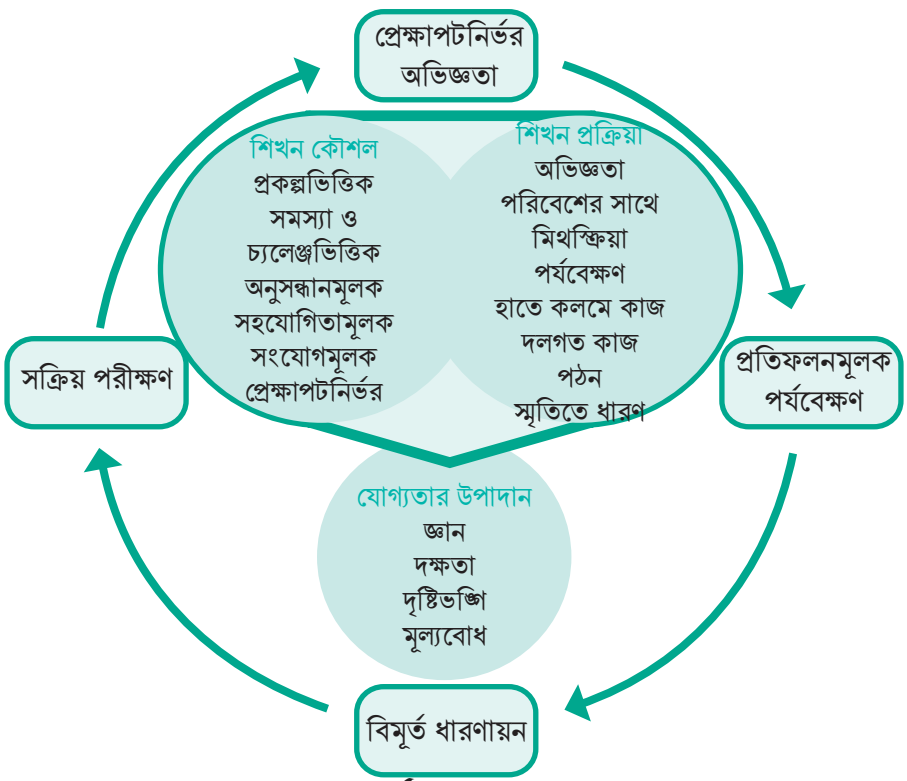

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনকে বোঝানোর জন্য সাধারণভাবে একটি চক্রাকার ছককে ব্যবহার করা হয়। যেখানে চারটি মূল ধাপ অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের শিখন নিশ্চিত হয়।

১. বাস্তব অভিজ্ঞতা: এই ধাপে শিক্ষার্থী বিষয়ভিত্তিক তার বাস্তব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাবে।

২. প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ: এরপর তারা পর্যবেক্ষণ, আলোচনা, অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে আগের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করবে।

৩. বিমূর্ত ধারণায়ন: এই ধাপে শিক্ষার্থীরা কোন একটি সাধারণ ধারণায় বা নিজস্ব ব্যাখ্যায় উপনীত হবে। প্রয়োজনে বিভিন্ন রিসোর্স এর সহযোগিতা নেবে।

৪. সক্রিয় পরীক্ষণ/প্রয়োগ: অর্জিত ধারণা অন্য কোন অভিজ্ঞতায় বা পরিস্থিতিতে ব্যবহার করবে।

শিক্ষকের ভূমিকা

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা শিক্ষকদের। কেবল এতদিনের অভ্যস্ত ভূমিকা একটু বদলে নিতে হবে। আপনারা হলেন এই পদ্ধতির অগ্রপথিক বা অগ্রযাত্রী, শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়কের দায়িত্ব পালন করবেন। শুধু মনে রাখতে হবে ওদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুযোগ যেন কোনোভাবে নষ্ট না হয়। শিক্ষক অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কৌশলের ধাপ অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের কার্যক্রম পরিচালিত করতে পারে তার সহায়তা দেবেন মাত্র। ওদের পথ খুঁজে না পাওয়া দেখে বা কাজের সময় বাঁচানোর বিবেচনা থেকে বা অন্য নানাকারণে আগেই বা মাঝপথে আপনার পক্ষে অভ্যাসবশত কি করতে হবে তা শিক্ষার্থীদের বলে দেওয়ার ইচ্ছা দমানো মুশকিল হতে পারে। কিন্তু তা দমিয়ে রাখতেই হবে। মনে রাখতে হবে সঠিক উত্তর নয় শেখার প্রক্রিয়া শেখাটাই মূল ব্যাপার। শিশুরা নিজেরা অনুসন্ধানের মাধ্যমে ৮টি যোগ্যতা অর্জন করবে। তারা কোন তথ্য বা বিষয়বস্তু যতটা শিখবে তার চেয়ে বেশি শিখবে ঐ বিষয়টা কিভাবে শিখতে হয় তার প্রক্রিয়া-How to learn। কাজেই এখানে পারা বা না পারার বিষয়টা ভিন্নভাবে বুঝতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন সে প্রক্রিয়াটা অনুসরণ করতে পারছে কিনা। আরেকটি বিষয় খেয়াল রাখা দরকার কিছু মৌলিক ধারণা বাদে ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের কোন প্রশ্নেরই একমাত্র আদর্শ উত্তর বা সমাধান নেই। আপনারা প্রয়োজনে তাদের কিছু কিছু ইশারা দেবেন, চিন্তার খোরাক যোগাবেন যেমনটা চলার পথে গাড়ি থেমে গেলে অভিজ্ঞ মানুষের সহযোগিতা নিতে হয়। ওরা জ্ঞানাভিযানে চলতে শুরু করলে আপনার কাজ হবে নজর রাখা, পর্যবেক্ষণ করা, প্রয়োজনে সহায়তা করা, কিন্তু অপ্রয়োজনে নয়। তারপর আছে মূল্যায়নের কাজ। এ নিয়েও আমরা আলোচনা করবো।

আপনারা তো জানেনই প্রত্যেক শিশুই কেবল স্বতন্ত্র মানুষ নয়, স্বকীয় মানুষও। এই স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা মূল্যবান। ফলে ওদের ব্যক্তি পরিচয়হীন একটা দল/শ্রেণি ভাবা ঠিক হবে না, ওদের প্রত্যেকেরই নিজ গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বতন্ত্র পরিচয় আছে। সেটার সাথে শিক্ষকের নিবিড় পরিচয় ঘটা জরুরি, তাতে প্রত্যেকের যোগ্যতার বিকাশ এবং প্রত্যেকের জন্যে যথার্থ ন্যায্য পরিবেশ সৃষ্টি সহজ হয়। সেই সাথে মূল্যয়নও ঠিকভাবে করা সহজ হয়ে যাবে।

শিখন-শেখানো সামগ্রির ব্যবহার:

এই শিক্ষাক্রমে যোগ্যতা অর্জনকে গুরুত্ব দিয়ে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন-শেখানো কৌশলসহ অন্যান্য কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই শিখন-শেখানো সামগ্রি অর্থাৎ এই শিক্ষকদের সহায়িকা, পাঠ্য পুস্তক এবং অন্যান্য সামগ্রীও এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীদের জন্য কাঙ্ক্ষিত শিখন অভিজ্ঞতা অর্জিত হতে পারে । এই সহায়িকাতে প্রতিটি যোগ্যতা অর্জনের জন্য কী ধরণের শিখন অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন হতে পারে তা বিবেচনা করে শিক্ষকদের সহায়তার জন্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি যোগ্যতার শিখন অভিজ্ঞতাকে আবার প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সংখ্যক সেশনে বিভক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। একেকটি সেশন একেক দিন পরিচালিত হবে ধরে নিয়ে শিক্ষক সহায়িকাটি সাজানো হয়েছে। প্রত্যেকটি যোগ্যতার জন্য নির্ধরিত শিখন অভিজ্ঞতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে আপনারা প্রাসঙ্গিক যেসকল তথ্য জানার প্রয়োজন বোধ করতে পারেন সেরকম কিছু প্রাষঙ্গিক তথ্য এই সহায়িকার পরিশষ্টতে সংযুক্ত পাবেন। অবশ্যই সেসব তথ্যই সব চাহিদা পূরণ করার জন্য যথেষ্ট নয়। আপনারা যদি প্রাসঙ্গিক ধারণা ও তথ্য জানার জন্য বিভিন্ন বই, পত্র-পত্রিকা এবং ইন্টারনেটে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে অনুসন্ধান করেন তাহলে সমৃদ্ধ হবেন। শিক্ষার্থীদেরও উৎসাহিত করবেন পাঠ্যপুস্তকের বাইরে নির্ভরযোগ্য অন্যান্য উৎস যেমন বিভিন্ন বই, পত্র-পত্রিকা এবং ইন্টারনেটে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে অনুসন্ধান করার জন্য। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণয়নকৃত পাঠ্যপুস্তকও শিক্ষক সহায়িকার মত একইভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে তাদের বয়োসপোযোগী ভাষা ও ঢং এ। পাঠ্যপুস্তকও আপনাদের শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর জন্য পরিকল্পনা ও করণীয় বুঝতে সহায়তা করবে। আপনারা অবশ্যই সেশন পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি নেবার সময় শিক্ষক সহায়িকার সাথে সাথে পাঠ্যপুস্তকে শিখন অভিজ্ঞতার একই অংশ পড়ে নেবেন।

এই শিক্ষাক্রমের আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আন্তঃবিষয়ক সমন্বয়, অর্থাৎ ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞানের যোগ্যতা অর্জন করার সময় কখনও কখনও অন্যান্য বিষয়ের অর্জিত যোগ্যতা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আবার কখনও এই বিষয়ের যোগ্যতা অন্য বিষয়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে যাবে বা এই বিষয়ের মাধ্যমে অন্য বিষয়ের যোগ্যতার। বিষয়ের ধারণায়নে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন বিষয়টি যে, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়টি সব বিষয়ের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত হলেও, মূলত সমাজ ও বিশ্বনাগরিকত্ব, পরিবেশ ও জলবায়ু এবং জীবন ও জীবিকা শিখন-ক্ষেত্রগুলো অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। এর সাথে বাংলা, ইংরেজি, ডিজিটাল টেকনোলজি, শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়গুলো থেকে অর্জিত যোগ্যতা ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে। যোগ্যতাগুলো সাজানোর সময় এক বিষয়ের সাথে অন্য বিষয়ের মাঝে এই সম্পর্কগুলোর সমন্বয় নিশ্চিত করা হয়েছে। কাজেই আপনারা অবশ্যই আন্তঃসম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলোর যোগ্যতাগুলো বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্য বিষয়ের শিক্ষকদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে শিখন অভিজ্ঞতাগুলো বাস্তবয়নের পরিকল্পনা করবেন। ধরা যাক, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞানের যোগত্যা ইসাবি ৬.৪ এ আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ প্রকল্পটি উপস্থাপনার কথা বলা হয়েছে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে। সেক্ষেত্রে কেউ যদি নাটক, দেয়াল পত্রিকা, গান, নাচ, গল্প বা তথ্যচিত্র নির্মাণ করতে চায় তাহলে তাদের ডিজিটাল টেকনোলজি এবং শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয় থেকে অর্জিত এসব যোগ্যতা ব্যবহার করতে হবে। সেক্ষেত্রে এই তিন বিষয়ের শিক্ষকদের মাঝেও সমন্বিত পরিকল্পনা থাকতে হবে।

এই সব শিখন সামগ্রীই ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য নির্ধারিত ৮টি যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্ভাব্য শিখন অভিজ্ঞতার পরিকল্পনার উদাহরণ। আপনারা এগুলো ব্যবহার করবেন। কিন্তু এগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবেন না। ধীরে ধীরে ধারাণা পরিস্কার হলে আপনারাও নতুন নতুন প্রাসঙ্গিক শিখন অভিজ্ঞতার পরিকল্পনা সাজাবেন। এভাবেই এক সময় আপনারা হয়ে উঠবেন আগামী দিনের মানুষ গড়ার দক্ষ কারিগর।

শিখন মূল্যায়ন করা হবে কেমন করে?

নতুন শিক্ষাক্রমের মূল লক্ষ্যই যেহেতু শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিত করা তাই এতে শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের পরিবর্তে শিখনের মূল্যায়নে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আর তাই মূল্যায়নের অন্যতম কৌশল হিসেবে নেয়া হয়েছে শিখনকালীন মূল্যায়ন। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা যখন যেখানেই শিখন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাবে তখনই তাকে পর্যবেক্ষণ, হাতে কলমের কাজ, রুব্রিক্স প্রভৃতির মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে যে তাদের শিখন হয়েছে কিনা বা কোথায় কোথায় শিক্ষার্থীকে আরো চেষ্টা করতে হবে তা নির্ণয় করা হবে। মূল্যায়নে কোন নম্বর ব্যবহার করা হবে না। বরং একজন শিক্ষার্থীর শিখন কতটুকু হলো তা বর্ণনামূলকভাবে চিহ্নিত করা হবে। শিক্ষকদের জন্য আগে থেকেই তৈরি করা রুব্রিক্স প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার সাথে সংযুক্ত আছে। কাজেই আপনাদের কোন বিস্তারিত বর্ণনা লিখতে হবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধু রুব্রিক্স এর নির্দিষ্ট স্থানে টিক চিহ্ন দিয়ে মূল্যায়ন করা যাবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করে তার নোট আপনাদের লিখে শিক্ষার্থীদের ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে।

এই মূল্যায়ন করার পর শিক্ষার্থী সম্পর্কে আপনারা যা জানতে পারবেন তা দিয়ে কী করবেন?

শিক্ষার্থীদের শিখনের যে তথ্য পাওয়া যাবে সে অনুযায়ী অবশ্যই যে শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি রয়েছে বা যোগ্যতা অর্জিত হয় নি তাদের শিখন নিশ্চিত করার জন্য পুনরায় শিখন অভিজ্ঞতার আয়োজন করবেন। প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য প্রতিটি যোগ্যাতার জন্য নির্ধারিত সেশনের শেষে একটি সেশন অতিরিক্ত রাখা হয়েছে শিখন ঘাটতি দূর করতে ব্যবহার করার জন্য। শিক্ষকদের পাশাপাশি আত্ম মূল্যায়ন, সতীর্থ মূল্যায়ন, অভিভাবক কর্তৃক মূল্যায়ন ও কমিউনিটি মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার সাথে প্রযোজ্য স্থানে মূল্যায়ন নির্দেশনা ও মূল্যায়নের জন্য রুব্রিক্স সংযুক্ত আছে। নির্ধারিত সেশনে যাবার আগে শিক্ষকগণ মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক রুব্রিক্স এর কপি শ্রেণিকক্ষে নিয়ে যাবেন এবং ব্যবহার করবেন। পরিবার ও কমিউনিটির জন্য নির্ধারিত রুব্রিক্স আপনি সেশনের আগেই পৌছে দেবেন যাতে উপযুক্ত সময়ে তারা ব্যবহার করতে পারে।

মূল্যায়নে শিক্ষকের করনীয়:

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দুই ভাবে মূল্যায়ন করবে। প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার সাথে সাথে চলবে "শিখনকালীন মূল্যায়ন" যার মূল উদ্দেশ্য থাকবে শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত ফিডব্যাক দিয়ে তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোতে সাহায্য করা। আরেকটি হল সামষ্টিক মূল্যায়ন, যার মূল উদ্দেশ্য হল এই শ্রেণির এই বিষয়ের জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা গুলো শিক্ষার্থী অর্জন করলো কিনা তার সামগ্রিক বিশ্লেষণ করা। এই সামষ্টিক মূল্যায়ন হবে ৬ মাস এবং ১২ মাস পর। তবে কিছু কিছু শিখনকালীন মূল্যায়ন কার্যক্রমের ফলাফল এই সামষ্টিক মূল্যায়নে যোগ হবে (কাজেই তার রেকর্ড রাখতে হবে)। কোন মূল্যায়ন কার্যক্রম কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে এবং কিভাবে তার রেকর্ড সংসরক্ষন করতে হবে (ছক, বা চেক্লিস্ট, বা রুব্রিক্স ব্যবহার করে) তা শিক্ষক সহায়িকায় উল্লেখ আছে। প্রতি শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন কার্যক্রমে পারদর্শিতা নির্দিষ্ট "পারদর্শিতার নির্দেশক" অনুযায়ী মূল্যায়ন করতে হবে। এই শ্রেণির এই বিষয়ের জন্য মোট ১২ টি পারদর্শিতার নির্দেশক নির্ধারণ করা হয়েছে। এই নির্দেশক গুলো মূল যে ৮টি একক যোগ্যতা রয়েছে সেগুলোকে পরিমাপ করবে। একেকটি একক যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষার্থীকে এক বা একাধিক পারদর্শিতার নির্দেশক অর্জন করতে হয়। প্রতিটি নির্দেশকের জন্য তিনটি স্তর দেয়া আছে- প্রারম্ভিক, বিকাশমান, এবং দক্ষ। শিক্ষার্থী প্রতিটি নির্দেশকে এই তিনটি স্তরের যেকোনো একটি স্তর অর্জন করবে। বিভিন্ন মূল্যান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষক প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য এই ১২ টি পারদর্শিতার নির্দেশকের জন্য প্রারম্ভিক, বিকাশমান, বা দক্ষ যেকোনো একটি স্তর নির্ধারণ করবেন। কি ধরনের বোধগম্যতা, আচরণ, বা পরিবর্তন কোন ধরনের স্তর নির্দেশ করে তা দেয়া আছে- অর্থাৎ প্রতি নির্দেশকের জন্য তিনটি করে স্তরের বর্ণনা দেয়া আছে।

শ্রেণি ভিত্তিক মূল যোগ্যতঃ	প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন পরিবর্তন পর্যালোচনা ও এদের আন্তঃসম্পর্ক উদঘাটন করে কীভাবে বিভিন্ন সামাজিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা কাঠামোগুলো গড়ে উঠে তা অনুসন্ধান করতে পারা এবং এর প্রেক্ষিতে কীভাবে সমাজে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারিত হয় তা অনুসন্ধান করতে পারা; প্রচলিত লিখিত উৎসের বাইরেও বিভিন্ন উৎস অনুসন্ধান করে ইতিহাসের পটপরিবর্তন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান উপলব্ধি করে শ্রদ্ধা ও মমতার সঙ্গে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা।			
শ্রেণি ভিত্তিক একক যোগ্যতা	**পারদর্শিতার নির্দেশক**	**পারদর্শিতার স্তর**		
		প্রারম্ভিক	**বিকাশমান**	**দক্ষ**
৬.১ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের সাপেক্ষে সামাজিক কাঠামো ও এর উপাদানসমূহের পরিবর্তন অন্বেষণ করতে পারা	১। সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন অন্বেষনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপ সমূহ ব্যবহার করতে পারছে।	সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন অন্বেষণে উপযুক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারলেও যথাযথ উপায়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে পারছে না।	সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন অন্বেষণে উপযুক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করে যথাযথ উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পারলেও বিশ্লেষণ করতে পারছে না অথবা বিশ্লেষণ করতে পারলেও ফলাফলে পৌছাতে পারছে না।	সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন অন্বেষণে উপযুক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করে যথাযথ উপায়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে ফলাফল উপস্থাপন করতে পারছে।
	২। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপসমূহ ব্যবহার করার সময় অনুসন্ধান চলাকালে তার কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিফলন করতে পারছে।	অল্প কিছু অনুসন্ধানী কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রতিফলন করতে পারছে।	সকল না হলেও অধিকাংশ অনুসন্ধানী কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রতিফলন করতে পারছে।	সকল অনুসন্ধানী কার্যক্রমের ক্ষেত্রেই প্রতিফলন করতে পারছে।
	৩। প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো এবং এদের আন্তঃ সম্পর্ক অনুসন্ধানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকেই নির্ভরযোগ্য মনে করছে।	শুধু পাঠ্য বইয়ের নির্ধারিত অনুসন্ধানী কার্যক্রমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করার চেষ্টা করছে।	পাঠ্য বইয়ের নির্ধারিত অনুসন্ধানী কার্যক্রমের বাইরেও কিছু কিছু শ্রেণি কার্যক্রমে অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করার চেষ্টা করছে।	পাঠ্য বইয়ের নির্ধারিত অনুসন্ধানী কার্যক্রমের বাইরেও অধিকাংশ শ্রেণি কার্যক্রমে অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করার চেষ্টা করছে।

৬.২ ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে নিজের আত্মপরিচয় ধারণ করা ও সেই অনুযায়ী দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা	১। আত্মপরিচয়ের ব্যক্তিগত উপাদান সমূহ চিহ্নিত করে নিজের ও অন্যের ব্যক্তিগত আত্মপরিচয় বিষয়ে সচেতন হয়ে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে পারছে।	আত্মপরিচয়ের ব্যক্তিগত উপাদান গুলো চিহ্নিত করতে পারলেও নিজের ব্যক্তিগত আত্মপরিচয় নিয়ে গর্ববোধ করতে পারছে না এবং অন্যের ব্যক্তিগত আত্মপরিচয়ের প্রতিও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে পারছে না।	আত্মপরিচয়ের ব্যক্তিগত উপাদান গুলো চিহ্নিত করে নিজের ব্যক্তিগত আত্মপরিচয় নিয়ে গর্ববোধ করতে পারলেও অন্যের ব্যক্তিগত আত্মপরিচয়ের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে পারছে না।	আত্মপরিচয়ের ব্যক্তিগত উপাদান গুলো চিহ্নিত করে নিজের ব্যক্তিগত আত্মপরিচয় নিয়ে গর্ববোধ এবং অন্যের ব্যক্তিগত আত্মপরিচয়ের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে পারছে।
	২। আত্মপরিচয়ের সামাজিক উপাদান সমূহ চিহ্নিত করে নিজের ও অন্যের সামাজিক আত্মপরিচয় বিষয়ে সচেতন হয়ে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে পারছে।	আত্মপরিচয়ের সামাজিক উপাদান গুলো চিহ্নিত করতে পারলেও নিজের সামাজিক আত্মপরিচয় নিয়ে গর্ববোধ করতে পারছে না এবং অন্যের সামাজিক আত্মপরিচয়ের প্রতিও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে পারছে না।	আত্মপরিচয়ের সামাজিক উপাদান গুলো চিহ্নিত করে নিজের সামাজিক আত্মপরিচয় নিয়ে গর্ববোধ করতে পারলেও অন্যের সামাজিক আত্মপরিচয়ের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে পারছে না।	আত্মপরিচয়ের সামাজিক উপাদান গুলো চিহ্নিত করে নিজের সামাজিক আত্মপরিচয় নিয়ে গর্ববোধ এবং অন্যের সামাজিক আত্মপরিচয়ের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে পারছে।
৬.৩ প্রচলিত লিখিত উৎসের বাইরেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান থেকে তথ্য নিয়ে ইতিহাসের পটপরিবর্তনের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারা	ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা অনুসন্ধানে প্রচলিত ও অপ্রচলিত দুই ধরনের উৎস ই ব্যবহার করতে পারছে।	ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা অনুসন্ধানে ব্যবহৃত প্রচলিত ও অপ্রচলিত দুই ধরনের উৎসই চিহ্নিত করতে পারলেও নিজের অনুসন্ধানে তা ব্যবহার করতে পারছে না।	ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা অনুসন্ধানে শুধু প্রচলিত উৎস ব্যবহার করতে পারছে।	ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা অনুসন্ধানে প্রচলিত ও অপ্রচলিত দুই ধরনের উৎসই ব্যবহার করতে পারছে।

৬.৪ লিখিত উৎসের সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান থেকে ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধান করে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান উপলব্ধি করতে পারা	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অনুসন্ধানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান উপলবব্ধি করে কাজের মাধ্যমে দেশের প্রতি মমতা প্রকাশ করতে পারছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অনুসন্ধানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান উপলবব্ধিও করতে পারছে না ও কাজের মাধ্যমে দেশের প্রতি মমতাও প্রকাশ করতে পারছে না।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অনুসন্ধানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান উপলবব্ধি করলেও কাজের মাধ্যমে দেশের প্রতি মমতা প্রকাশ করতে পারছে না।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অনুসন্ধানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান উপলবব্ধি করে কাজের মাধ্যমে দেশের প্রতি মমতা প্রকাশ করতে পারছে।
৬.৫ সামাজিক কাঠামো কীভাবে বিভিন্ন সময় ও ভৌগলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে বিভিন্নভাবে গড়ে ওঠে এবং কাজ করে তা অন্বেষণ করতে পারা।	ভিন্ন ভিন্ন সময় ও ভৌগলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর গঠন ও কার্যকারিতা অনুধাবন করে নিজস্ব পরিসরে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারছে।	**ভিন্ন ভিন্ন সময় ও ভৌগলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোগুলো চিহ্নিত করতে পারলেও গঠন ও কার্যকারিতা অনুধাবন করে নিজস্ব পরিসরে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারছে না।**	ভিন্ন ভিন্ন সময় ও ভৌগলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর গঠন ও কার্যকারিতা অনুধাবন করতে পারলেও নিজস্ব পরিসরে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারছে না।	ভিন্ন ভিন্ন সময় ও ভৌগলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর গঠন ও কার্যকারিতা অনুধাবন করে নিজস্ব পরিসরে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারছে।
৬.৬ সমাজে ব্যক্তির অবস্থান ও তার ভূমিকা বিদ্যমান সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামো দ্বারা কীভাবে নির্ধারিত হয় তা অনুসন্ধান করতে পারা	বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কীভাবে ব্যক্তির অবস্থান ও তার ভূমিকাকে প্রভাবিত করে তা অনুধাবন করতে পারছে।	বিদ্যমান বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোগুলো চিহ্নিত করতে পারলেও ব্যক্তি জীবনে তার প্রভাব অনুধাবন করতে পারছে না।	ব্যক্তির অবস্থান ও তার ভূমিকা নির্ধারণে সামাজিক অথবা রাজনৈতিক কাঠামোর যে কোন একটির প্রভাব অনুধাবন করতে পারছে।	ভূমিকা নির্ধারণে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর প্রভাব অনুধাবন করতে পারছে।

৬.৭ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে এদের আন্তঃসম্পর্ক উদঘাটন করা এবং দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা	১। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে এদের আন্তঃসম্পর্ক উদঘাটন করতে পারছ।	প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন এবং সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের ধরণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করতে পারলেও সামগ্রিক চিত্র এবং উভয়ের আন্তঃসম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারছে না।	প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন এবং সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের ধরণ অনুসন্ধান করতে পারলেও উভয়ের আন্তঃসম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারছে না।	প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন এবং সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের ধরণ অনুসন্ধান করে উভয়ের আন্তঃসম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারছে।
	২। স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনায় নিয়ে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে।	**স্থানীয় ও বৈশ্বিক উভয় প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনা করতে পারলেও প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না।**	**শুধু স্থানীয় প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনায় নিয়ে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে।**	**স্থানীয় ও বৈশ্বিক উভয় প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনায় নিয়ে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে।**
৬.৮ সময় ও অঞ্চল ভেদে সম্পদ ব্যবস্থাপনার কাঠামো কীভাবে গড়ে ওঠে তা অন্বেষণ করতে পারা	সময় ও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি, ও উৎপাদনের সাথে নিযুক্ত মানুষের সম্পর্ক অনুধাবন করতে পারছে।	সময় ও অঞ্চলভেদে শুধুমাত্র বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি চিহ্নিত করতে পারছে।	সময় ও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি চিহ্নিত করতে পারছে, এবং এগুলোর সাথে নিযুক্ত মানুষও সনাক্ত করতে পারছে, তবে এদের মধ্যকার সম্পর্কটি অনুধাবন করতে পারছে না।	সময় ও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি চিহ্নিত করতে পারছে এবং উৎপাদন পদ্ধতির সাথে নিযুক্ত মানুষের সম্পর্ক অনুধাবন করতে পারছে।

সামষ্টিক মূল্যায়নের পরিকল্পনা

পারদর্শিতার নির্দেশক	থিম বা অধ্যায়	শিখন কালীন থেকে তথ্য	৬ মাস পর আলাদা সামষ্টিক মূল্যায়ন	১২ মাস পর আলাদা সামষ্টিক মূল্যায়ন
১। সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন অন্বেষনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপ সমূহ ব্যবহার করতে পারছে।	বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে চারপাশ দেখি	√	× (শিখন কালীন মূল্যায়ন যুক্ত হবে)	√
২। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপসমূহ ব্যবহার করার সময় অনুসন্ধান চলাকালে তার কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিফলন করতে পারছে।		√	× (শিখন কালীন মূল্যায়ন যুক্ত হবে))	× (শিখন কালীন মূল্যায়ন যুক্ত হবে))
৩। প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো এবং এদের আন্তঃ সম্পর্ক অনুসন্ধানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকেই নির্ভরযোগ্য মনে করছে।		√	×	× (শিখন কালীন মূল্যায়ন যুক্ত হবে))
৪। আত্মপরিচয়ের ব্যক্তিগত উপাদান সমূহ চিহ্নিত করে নিজের ও অন্যের ব্যক্তিগত আত্মপরিচয় বিষয়ে সচেতন হয়ে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে পারছে।	**আত্মপরিচয়**	√	× (শিখন কালীন মূল্যায়ন যুক্ত হবে))	√এবং শিখন কালীনমূল্যায়ন যুক্ত হবে)
৫। আত্মপরিচয়ের সামাজিক উপাদান সমূহ চিহ্নিত করে নিজের ও অন্যের সামাজিক আত্মপরিচয় বিষয়ে সচেতন হয়ে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে পারছে।	**সামাজিক পরিচয়**	√	√ (শিখন কালীন মূল্যায়ন যুক্ত হবে))	√ এবং শিখন কালীন মূল্যায়ন যুক্ত হবে)
৬। ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা অনুসন্ধানে প্রচলিত ও অপ্রচলিত দুই ধরনের উৎস ই ব্যবহার করতে পারছে।	আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ	√	√ এবং শিখন কালীন মূল্যায়ন যুক্ত হবে	× (শিখন কালীন মূল্যায়ন যুক্ত হবে))
৭। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অনুসন্ধানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান উপলবব্ধি করে কাজের মাধ্যমে দেশের প্রতি মমতা প্রকাশ করতে পারছে।	আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ	√	√ এবং শিখন কালীন মূল্যায়ন যুক্ত হবে)	×(শিখন কালীন মূল্যায়ন যুক্ত হবে))
৮। ভিন্ন ভিন্ন সময় ও ভৌগলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর গঠন ও কার্যকারিতা অনুধাবন করে নিজস্ব পরিসরে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারছে।	**প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো**	√	√ এবং শিখন কালীন মূল্যায়ন যুক্ত হবে)	√এবং (শিখন কালীন মূল্যায়ন যুক্ত হবে))
৯। বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কীভাবে ব্যক্তির অবস্থান ও তার ভূমিকাকে প্রভাবিত করে তা অনুধাবন করতে পারছে।	**প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো**	√	প্রযোজ্য নয়	√ (শিখন কালীন মূল্যায়ন যুক্ত হবে))
১০। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে এদের আন্তঃসম্পর্ক উদঘাটন করতে পারছ।	প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর অন্তঃ সম্পর্ক এবং আমাদের দায়িত্বশীলতা	√	প্রযোজ্য নয়	√(শিখন কালীন মূল্যায়ন যুক্ত হবে))
১১। স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনায় নিয়ে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে।		√	প্রযোজ্য নয়	√(শিখন কালীন মূল্যায়ন যুক্ত হবে))
১২। সময় ও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি, ও উৎপাদনের সাথে নিযুক্ত মানুষের সম্পর্ক অনুধাবন করতে পারছে।	সমাজ ও সম্পদের কথা	√	প্রযোজ্য নয়	√(শিখন কালীন মূল্যায়ন যুক্ত হবে))
ক্লাব কার্যক্রমের মূল্যায়ন	সক্রিয় নাগরিক ক্লাব, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব, বই পড়া ক্লাব	√	প্রযোজ্য নয়	√এবং (শিখন কালীন মূল্যায়ন যুক্ত হবে))

প্রতি অধ্যায়ে যে বিভিন্ন ধরনের শিখন কার্যক্রম আছে সেগুলোই শিখন কালীন মূল্যায়ন হিসেবে ব্যবহার করবেন শিক্ষক ফিডব্যাক দেয়ার জন্য। ফিডব্যাক এর কিছু নমুনা বিভিন্ন অধ্যায়ের শিখ শিক্ষণ কার্যক্রমের সাথে দেয়া আছে। এছাড়াও কোন শিখন কালীন মূল্যায়ন সামষ্টিকে যোগ হলে তা উল্লেখ করা আছে। আর, কিছু আলাদা সামষ্টিক মূল্যায়নের পরিকল্পনা দেয়া আছে (৬ মাস আর ১২ মাস পরের জন্য)।

শিখন সময়:

এই শিক্ষক সহায়িকাতে প্রতিটি যোগ্যতার শিখন অভিজ্ঞতার প্রতিটি সেশনের জন্য আনুমানিকভাবে সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি সেশন এর ব্যাপ্তী নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৫ মিনিট। এছাড়াও বিদ্যালয়ের বাইরে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কিছু সময় প্রয়োজন হতে পারে। তবে শিক্ষক হিসেবে আপনি পরিস্থিতি বিবেচনায় শিখন নিশ্চিত করার স্বার্থে এই সময় বিন্যাসের সামান্য পরিবর্তন করতে পারেন। তবে খেয়াল রাখা দরকার যে সেটা করতে গিয়ে যাতে সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা যুক্ত করা হয়েছে তার ব্যত্যয় না ঘটে বা শিখন ঘাটতি রয়ে যায়। শিক্ষার্থী যাতে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার জন্য পর্যাপ্ত সময় পায়। নিচে শিক্ষাবর্ষের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল সময়কালের জন্য একটি খসড়া পরিকল্পনা সংযুক্ত করা হলো, শিক্ষক প্রয়োজনাবোধে সেশনের পরিকল্পনায় সামান্য সমন্বয় করতে পারেন।

যোগ্যতার ব্যাখ্যা:

এবারে চলুন ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞানে কোন কোন যোগ্যতাগুলোর অর্জন প্রত্যাশা করা হচ্ছে সেগুলোর সাথে পরিচিত হওয়া যাক। মনে রাখতে হবে, যোগ্যতা অর্জিত হবে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। তাই এটি 'অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যোগ্যতাভিত্তিক শিখন' পদ্ধতি। তাই দেখবেন এখানে যোগ্যতার সাথে সাথে অভিজ্ঞতার ধরণ সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

আমরা প্রথম কয়েকটা বিষয় নিয়ে একটু বিস্তারিত বলব যাতে পরের যোগ্যতাগুলোয় ব্যাখ্যার প্রয়োজন একটু কম হয়।

যোগ্যতা-ইসাবি ৬.১

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের সাপেক্ষে সামাজিক কাঠামো ও এর উপাদানসমূহের পরিবর্তন অন্বেষণ করতে পারা।

নিশ্চয় খেয়াল করেছেন এখানে শিক্ষার্থীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ চাওয়া হয়েছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। সেই সাথে তা ব্যবহারের সদিচ্ছা ও ক্ষমতা।

সেটা ব্যবহার করতে হবে কারণ তার কাছ থেকে যে কাজটা চাওয়া হচ্ছে সেটা তৈরি-পোশাকের মত কোথাও কেনা পাবে না। তাকেই খুঁজে বা অন্বেষণ করে পেতে হবে। এবার প্রশ্ন হল কী অন্বেষণ করবে? অন্বেষণের মূল বিষয় হল -সামাজিক কাঠামো ও এর উপাদানসমূহের পরিবর্তন।

সমাজে পরিবর্তন ঘটে সময়ের প্রবাহের সাথে এবং কাঠামো ও উপাদানের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক পরিবেশের ভূমিকাই প্রধান। ফলে অন্বেষণের সঠিক ফল পেতে হলে কোন সময় এবং কোন ভৌগোলিক অঞ্চল/পরিবেশের

কথা ভাবা হচ্ছে তা আগেই ঠিক করে নিতে হবে।

বোধ হয় সামাজিক কাঠামো এবং এর উপাদান নিয়ে কারো কারো মনে সংশয় থাকতে পারে। বেশ, তাহল এ দুটি বিষয়ও খোলসা করে নেওয়া যাক।

ধরুন যোগাযোগ ব্যবস্থা একটা সামাজিক কাঠামো। এক সময় দাঁড়টানা পাল তোলা নৌকা আর গরু-মহিষের গাড়িই ছিল ভরসা। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে দু'জায়গাতেই অর্থাৎ সড়ক ও নৌপথে কত পরিবর্তন এসেছে সেসব আপনারা ভালোই জানেন।

আবার দেখুন পরিবারও একটি সামাজিক কাঠামো। তাতেও কি সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন আসে নি? এক সময় চাচা-কাকাদের পরিবার নিয়ে বিরাট একান্নবর্তী পরিবার ছিল আমাদের, এখনকার বেশির ভাগই স্বামী-স্ত্রী-সন্তানদের একক পরিবার হচ্ছে, বড়জোর সঙ্গে কারো বৃদ্ধ বাবা-মা থাকেন।

কৃষি আমাদের সমাজের বহুকালের প্রধান অঙ্গ। সময়ের প্রবাহে তাতে কত পরিবর্তন ঘটেছে একবার ভাবুন। পরিবর্তন মানবসমাজের এক অনিবার্য অনুষঙ্গ। তাই পরিবর্তনকে বোঝা এবং ভালো-মন্দ ঠিকভাবে চেনা ও ভালোটি গ্রহণ করা এগিয়ে যাওয়ার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তবে নতুন জিনিস, নতুন কথা, নতুন জ্ঞান অনেক সময়ই সহজে গ্রহণ করে না মানুষ, একেবারে সামাজিকভাবে বয়কট করেছে, এমনও দেখা গেছে। যখন এদেশে ইংরেজরা প্রথম মুদ্রণ যন্ত্র বা ছাপাখানা এনেছিল তখন মুসলিম এবং হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের গোঁড়া মানুষরা এটিকে শয়তানের যন্ত্র বলে মুদ্রিত কাগজ বা বই ছুঁতেও নিষেধ করেছিল! এখন আমরা বই, পত্রিকা বা ছাপানো কাগজপত্র ছাড়া ভাবতেও পারি না। এরকম ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে একরোখা অবস্থান নিলে নিজেকেই ঠকতে হয়। তাই অনুসন্ধান এত জরুরি, তাই পরিবর্তনের বার্তাটা ঠিকমত বোঝা এত গুরুত্বপূর্ণ।

যোগ্যতা-ইসাবি ৬.২

ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে নিজের আত্মপরিচয় ধারণ করা ও সেই অনুযায়ী দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা।

বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে এখানে কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা হলো- আত্মপরিচয় ধারণ করা এবং সে অনুযায়ী দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা।

মানুষ হল পাত্র, সে বাস করে স্থানে, যার বিস্তার ঘটে কালে। তাই স্থান-কাল-পাত্রের প্রসঙ্গ একসাথেই আসে। আবার মানুষ কেবল একটা স্থানে বাস করে না, সে সমাজবদ্ধ প্রাণি এবং সে যা কিছু করে এই যেমন কথা বলা থেকে খাওয়া, তার পোশাক থেকে বিছানা, তার উৎসব-অনুষ্ঠান থেকে আনন্দ-বেদনা প্রকাশের রীতি, তার ধর্ম পালন থেকে আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ ইত্যাদির সমষ্টি হল তার সংস্কৃতি।

আবার আধুনিক কালে সে একটি রাষ্ট্রের নাগরিক, তার যেমন কিছু অধিকার আছে তেমনি তাকে কিছু দায়িত্বও পালন করতে হয়। রাষ্ট্র চলে সংবিধান ও আইনের ভিত্তিতে, অঙ্গ আছে তিনটি, সরকার গঠন ও জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ধরণ আছে। এসব নিয়ে তৈরি হয় একজন নাগরিকের রাজনৈতিক পরিচয়।

একজন তার আত্মপরিচয় জানবে, তবে তা সম্পূর্ণ জানা হবে না যদি নিজের ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ঠিক মত না জানে। একটা গাছ যেমন মাটিতে জন্মায়, মাটি-পানি-হাওয়া

থেকে বাঁচার ও বংশবিস্তারের রসদ পায়, রোদ ও তাপ থেকে পায় খাদ্য তৈরির উপাদান এবং সাথে সাথে মানুষ ও প্রাণিজগতের প্রতি দায়িত্বও পালন করে তেমনি মানুষের রয়েছে বেড়ে ওঠার, ভালো থাকার, ভালো কিছু দেবার যোগ্যতা অর্জনের উপযুক্ত পটভূমি। পটভূমি বা প্রেক্ষাপটের ধারণাই তাকে দায়িত্বশীল আচরণে অনুপ্রাণিত করে। তাই নিজেকে নিজের ভৌগোলিক পরিবেশ, সামাজিক বাস্তবতা, সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং সঠিক রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটেই চিনতে হবে।

যোগ্যতা-ইসাবি ৬.৩

প্রচলিত লিখিত উৎসের বাইরেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান থেকে তথ্য নিয়ে ইতিহাসের পট পরিবর্তনের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারা।

লেখাপড়ার জগতে শেখার জন্যে বই পড়ার ওপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি আমরা, যেন এর বাইরে আর কোনো উৎস বা মাধ্যম থেকে শেখা যায় না। অনেক নিরক্ষর মানুষও কিন্তু জ্ঞানী হতে পারেন। মুঘলদের মধ্যে সবচেয়ে সফল যে বাদশাহ আকবর তিনিও পড়তে লিখতে পারতেন না। কিন্তু রাজকার্য থেকে রণকৌশল, কূটনীতি থেকে শিল্পের সমঝদারিসহ নানা বিষয়ে তাঁর দক্ষতা কম ছিল না। সমাজেও আমরা এমন অনেক অভিজ্ঞ জ্ঞানী মানুষের দেখা পাই যাদের কথা থেকে অনেক কিছুই জানতে পারি, কিন্তু তাঁরা হয়ত লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেও আমরা জ্ঞান অর্জন করতে পারি। মানুষ জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন, নভোথিয়েটার এসবই কিন্তু জ্ঞানার্জনের জন্যেই তৈরি করেছিল। যে প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা বললাম এইমাত্র সেগুলোর সংগ্রহ দেখেও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়। অথচ আমরা এগুলোকে নিছক বিনোদন কেন্দ্র ভাবি — আমাদের ভুল না হলেও ভাবনাটা অসম্পূর্ণ। বিনোদন নিশ্চয় মেলে কিন্তু সেই সঙ্গে জ্ঞানও মেলে। দেখা, পর্যবেক্ষণ করা ইত্যাদি হল জ্ঞানচর্চার প্রক্রিয়া আর তা থেকে যে অভিজ্ঞতা হয় তা জ্ঞানচর্চাকে কেবল সমৃদ্ধ করে না, প্রাণবন্ত করে তোলে।

ঘরের পুরোনো-নতুন যে কোনো জিনিস — তৈজসপত্র, আসবাব, ঘরের সামগ্রী, খাদ্যদ্রব্য, চলার পথের স্থাপনা ও প্রকৃতি কিংবা স্কুলের লাইব্রেরি, ল্যাব কিংবা ঘরের টিভি বা অন্য কোনো মাধ্যম থেকে এবং পরিপার্শ্বের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানা উপাদান থেকে ইতিহাসের পট পরিবর্তনের রূপটা বোঝা যায়।

এই যোগ্যতায় জ্ঞানের উৎসের রদবদল হচ্ছে — প্রচলিত লিখিত উৎস বাদ দিয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান থেকে তথ্য আহরণ করতে হবে। তা করব একটা যোগ্যতা অর্জনের জন্যে, সেটা হল ইতিহাসের পটপরিবর্তনের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারা।

১৯৭১-এ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের পটপরিবর্তন হয়েছিল। সেটা ছিল ইতিবাচক পরিবর্তন। আবার ১৯৭৫ সনে যে পটপরিবর্তন ঘটল তা ছিল নেতিবাচক পরিবর্তন। একটু ভাবলেই কিন্তু লিখিত-ইতিহাস বাদ দিয়ে কী ধরনের উপাদানের ওপর নির্ভর করে ইতিহাসের এ দুই পটপরিবর্তনের কথা জানা যায়, লেখা যায় তা খুঁজে নিতে পারি।

শিক্ষার্থীরা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে তাঁদের অভিজ্ঞতা শুনতে পারে, চলচ্চিত্র দেখতে পারে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে যেতে পারে, নেট থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। তখনকার পোস্টার, পত্রিকা, চিত্রকলা, চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র এমনি অজস্র উপাদান থেকে ইতিহাসের জট খোলা যাবে।

এখানে স্বরূপ কথাটাও গুরুত্বপূর্ণ। পরিবর্তন কেবল বাহ্য বিষয় নয়, তা মানুষের চিন্তাজগতে পরিবর্তন ঘটাতে পারে, জাতীয় জীবনের যাত্রাপথে পরিবর্তন আনতে পারে। কথা হল পরিবর্তন হলেই ব্যক্তি কি তাতে গা

ভাসিয়ে দেবে? বা পরিবর্তনকে একেবারেই অস্বীকার করবে? নাকি ঠিক করতে হবে কতটা নেবে কতটা বাদ দেবে। ১৯৭১ এ জাতি পাকিস্তানের ধর্মীয় জাতীয়তা, প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মান্ধতা, পুঁজিবাদী বিশ্বের লেজুড়বৃত্তি, অগণতান্ত্রিক স্বৈরশাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি পশ্চাৎপদতাকে বাদ দিয়ে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, উদার প্রগতিপন্থী শাসনব্যবস্থা ও সমাজ চেয়েছিল। এ পরিবর্তনের স্বরূপ বুঝে একে আমরা স্বাগত জানিয়েছিলাম। কিন্তু ১৯৭৫ এর পটপরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল বাতিল হওয়া পাকিস্তানি ধারায় ফিরে যাওয়ার জন্যে। এই পরিবর্তনের স্বরূপ উপলব্ধি করলে আমরা কি তা গ্রহণ করতে পারি? আবার ইংরেজ আমলে মুসলমান নেতাদের ইংরেজি ভাষা গ্রহণ না করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত কি ঠিক হয়েছিল? একইভাবে ভাষা শিখব বলে ইংরেজ হওয়ার জন্যে খাদ্য-পানীয়তে ওদের অনুকরণ কি আমি গ্রহণ করব? এসব ভাববার বিষয়।

তাই ইতিহাসের পটপরিবর্তন এবং তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারা এত জরুরি। এতেই একজন মানুষের প্রজ্ঞা, নীতিবোধ, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি গুণাবলির প্রকাশ ঘটে।

যোগ্যতা-ইসাবি ৬.৪

লিখিত উৎসের সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান থেকে ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধান করে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান উপলব্ধি করতে পারা।

আগের যোগ্যতার ধারাবাহিকতায় এবারে এ যোগ্যতাটা বোঝা সহজ হবে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদানের কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। আর লিখিত উৎস তো আমাদের জানা আছে। প্রচলিত লিখিত ও অপ্রচলিত অলিখিত এ দুই উৎসের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর জন্যে কাজটা হল ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধান, তার ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান উপলব্ধি করা। আমরা তো জানিই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল এক অর্থে জনযুদ্ধ। এতে সামরিক বাহিনীর সদস্য থেকে গ্রামের কৃষক, বৃদ্ধ থেকে কিশোর, নারী, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-নিরক্ষর, অভিজাত থেকে অজ্ঞাত-পরিচয় ব্যক্তি অর্থাৎ সর্বস্তরের মানুষ ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে যোগ দিয়েছিলেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্যে প্রাণপণ যুদ্ধ করেছিলেন তাঁরা। ত্যাগে ও বীরত্বে, দুঃখ ও কষ্ট সওয়ার ব্যাপারে কেউই পিছিয়ে ছিলেন না সেদিন। জাতির এমন গৌরবময় অধ্যায়ের কথা সবার সঠিক প্রেক্ষাপটেই জানতে হবে।

যোগ্যতা-ইসাবি ৬.৫

সামাজিক কাঠামো কীভাবে বিভিন্ন সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে বিভিন্নভাবে গড়ে ওঠে এবং কাজ করে তা অন্বেষণ করতে পারা।

এবারে সামাজিক কাঠামোর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতনতা তৈরি হবে। ফলে স্থান ও কাল অর্থাৎ ভৌগোলিক অবস্থান এবং সময় বা কাল অর্থাৎ ইতিহাস এটি গঠনে কীভাবে ভূমিকা পালন করে তা বুঝতে হবে।

ভূগোল, ইতিহাস ছাড়াও পৌরনীতি, সমাজবিজ্ঞান থেকেও সহজেই দৃষ্টান্ত নিয়ে বিষয়টা বোঝা ও বোঝানো সহজ হবে।

খুব বিপরীতধর্মী দৃষ্টান্ত দিয়ে সহজে বিষয়ের প্রাথমিক ধারণা দেওয়া যায়। যদি আমরা বাসস্থান নিয়ে কথা বলি তাহলে মরু ও মেরুর ঐতিহ্যবাহী ঘর অর্থাৎ তাঁবু ও ইগলুর দৃষ্টান্ত দিতে পারি। এদের ভৌগোলিক ভিন্ন প্রেক্ষাপট এবং খাদ্য ও সামাজিক ব্যবস্থার ভিন্নতার কথা বলা যায়। তারপর একালে যে সময়ের সাথে বাসস্থান, জীবনযাত্রায় পরিবর্তন ঘটেছে তার উদাহরণ দেওয়া যায়।

যোগ্যতা-ইসাবি ৬.৬

সমাজে ব্যক্তির অবস্থান ও তার ভূমিকা বিদ্যমান সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামো দ্বারা কীভাবে নির্ধারিত হয় তা অনুসন্ধান করা।

এই যোগ্যতায় ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকা জানা হবে। সামাজিক ভূমিকা জানতে হলে সমাজে তার অবস্থানও বুঝতে হবে। সাধারণত সমাজে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারিত হয় অনেক কারণে। এখানে বিদ্যমান সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামো কীভাবে সমাজে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করে তা অনুসন্ধান করে বুঝতে হবে। একজন সাধারণ নাগরিকের সাথে একজন জনপ্রতিনিধি, মন্ত্রী, প্রশাসকের পার্থক্য, আবার বিত্ত ও সম্পর্কের কারণেও ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকায় যে পার্থক্য ঘটে তা বুঝতে হবে। সমাজবিজ্ঞান ও পৌরনীতি এখানে মুখ্য বিষয়। তবে প্রসঙ্গত অর্থনীতি, জীবন ও জীবিকা ইত্যাদি বিষয়েরও ভূমিকা থাকবে।

যোগ্যতা-ইসাবি ৬.৭

প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে এদের আন্তঃসম্পর্ক উদঘাটন করা এবং দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা।

আগেই শিক্ষার্থীরা প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো ও পরিবেশের কথা জেনেছে। এবারে তাদের দুটো কাজ, প্রথম কাজটা হল পরিবর্তনের আলোকে এদের মধ্যেকার সম্পর্ক বা আন্ত:সম্পর্ক খুঁজে নিতে শিখবে। আর দ্বিতীয় কাজটা হল, সেটা বুঝে নিজের দায়িত্ব ঠিকঠাক পালন করবে। এটাকেই দায়িত্বশীল আচরণ বলা হচ্ছে।

একটা সেতু নদীর (প্রাকৃতিক কাঠামো) ওপর যেমন প্রভাব ফেলে তেমনি আবার জনজীবনে (সামাজিক কাঠামো) যোগাযোগ, অর্থনীতি ইত্যাদিকে প্রভাবিত করে। এভাবে একটি দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষার্থীরাই প্রাসঙ্গিক আরও দৃষ্টান্ত খুঁজে নেবে।

এখানে ভূগোল, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, পৌরনীতি থেকে বিষয় নির্বাচন করার সুযোগ থাকছে।

যোগ্যতা-ইসাবি ৬.৮

সময় ও অঞ্চলভেদে সম্পদ ব্যবস্থাপনার কাঠামো কীভাবে গড়ে ওঠে তা অন্বেষণ করতে পারা।

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন সম্পদ মেলে। খনিজ, কৃষিজ বা কারখানার উৎপাদন কিংবা আজকাল আইটির মাধ্যমেও সৃষ্ট সম্পদ, দক্ষতার ভিত্তিতে মানবসম্পদেরও গুরুত্বের কথা ভাবতে হবে। যে যোগ্যতাটা এ পর্যায়ে অর্জন করতে হবে তার জন্যে উল্লিখিত বিষয়ে কিছু প্রাথমিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এখানে শিক্ষার্থীকে কাজটি সম্পন্ন করতে হবে দুটি ধাপে— প্রথম ধাপে সময় ও অঞ্চল ভেদে সম্পদের বৈচিত্র্য সম্পর্কে জানবে এবং দ্বিতীয় ধাপে সম্পদ ব্যবস্থাপনার কাঠামো কীভাবে গড়ে ওঠে তা জানবে। অবশ্যই সময় ও অঞ্চলের বিভিন্নতার কথা বিবেচনায় রেখে তা জানবে।

শিখন অভিজ্ঞতার বিবরণ

আত্মপরিচয়

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা : ইসাবি ৬.২

ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে নিজের আত্মপরিচয় ধারণ করা ও সেই অনুযায়ী দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা

মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি:

- বহুমাত্রিক আত্মপরিচয়ের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর আত্মমর্যাদাবোধের বিকাশ
- নিজের আত্মপরিচয়ের সাথে সম্পর্কিত সামাজিক ও প্রাকৃতিক কাঠামোর ইতিবাচক বিকাশে ভূমিকা পালন
- বিশ্বের বিভিন্ন সমাজের বৈচিত্র্যপূর্ণ মানুষের প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও সংবেদনশীলতা অর্জন।

আত্মপরিচয়ের কার্ডের খেলা (সেশন-১)

এই সেশনের মাধ্যমে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান ক্লাসে আমরা শিক্ষার্থীদের প্রথমবারের মত স্বাগত জানাবো। অত্যন্ত আন্তরিক ও আনন্দঘন পরিবেশে আমরা অভ্যর্থনার আয়োজন করবো। বছরের শুরুতেই যখন নতুন শিক্ষার্থীরা ক্লাস শুরু করবে, তখন তারা একজন আরেকজনকে ভালো করে চিনবে না বা জানবে না। তারা অচেনা পরিবেশে অচেনা মানুষের মাঝে নিজের মত করে নিজেদের আবিস্কার করতে শুরু করে। সাধারণত তারা চেহারা, পোশাক, বাহ্যিক অবয়ব, কথা বলার ধরণ প্রভৃতি দেখে ঠিক করে যে কে তার বন্ধু হতে পারে কে নয়। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে শিক্ষার্থীরা যাতে পরস্পরকে জেনে বুঝে আন্তরিকতা ও সহমর্মিতার সাথে পরস্পরের বন্ধু হতে পারে সে জন্য শিক্ষার্থীদের দলে বিভক্ত করে তাদের দিয়ে কিছু কার্যক্রম করাবো।

- প্রথমে কয়েকজন শিক্ষার্থীর সহায়তায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটা করে কাগজের কার্ড দেবো।
- তারপর তাদের অনুরোধ করবো যেন তারা নিজের পরিচয় তুলে ধরার জন্য নিজের সম্পর্কে এমন কোনো তথ্য সেখানে লেখে যা তার দিকে শুধু তাকিয়েই কেউ বুঝতে পারবে না। কার্ডে শিক্ষার্থীরা নিজেদের নাম লিখে দিতে পারবে না।
- লেখা শেষ হলে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে সবার কার্ডগুলো সংগ্রহ করে নিজের কাছে রাখবো। সংগৃহীত কার্ড থেকে বেশ কিছু কার্ডের লিখিত পরিচয়ের বর্ণনা পড়ে শোনাবো এবং সবাইকে বর্ণনার সাথে মেলে এমন শিক্ষার্থী খুঁজে বের করতে বলবো তবে ঐ কার্ডটি যার তাকে আগেই নিষেধ করবো যেন সে নিজে থেকে উঠে না দাঁড়ায়। যাতে তার বন্ধুরা তাকে খুঁজে বের করার সুযোগ পায়।
- শিক্ষার্থীরা তখন তাদের মতো করে চিহ্নিত করবে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে তারা একাধিক শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করবে। এতে করে তাদের উপলব্ধি হবে যে তাদের মাঝে পারস্পরিক অনেক মিল রয়েছে এবং বন্ধুদের সম্পর্কে এমন সব তথ্য জানবে যা জানতে হয়তো দীর্ঘদিন সময় প্রয়োজন হতো।
- প্রথম সেশনে সবার আত্মপরিচয়ের কার্ড পড়ে শোনানোর সময় পাওয়া যাবে না। তবে এই কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে প্রতিটি ক্লাসের শুরুতেই অবশিষ্ট কার্ডগুলো থেকে কিছু কার্ড নিয়ে একই ধরণের চর্চা করবো।

আমি কে?

এ পর্যায়ে আমরা ক্লাসের সব শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে বলবো যে এতক্ষণ আমরা যা করলাম তার উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের পরিচয় তুলে ধরা। তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছো আমরা একেক জন নিজেদেরকে একেকভাবে অন্যদের সামনে পরিচিত করাতে চেষ্টা করেছি। একজন মানুষ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এরকম বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে নিজের পরিচয় তুলে ধরে। এসবই আমাদের আত্ম-পরিচয়ের একটা অংশমাত্র। এরকম আরো অনেক বিষয় মিলে একটা সমাজের, জাতির ও মানুষের আত্মপরিচয় গড়ে ওঠে। তোমরা কি জানতে চাও আমাদের আত্মপরিচয় কীভাবে গড়ে উঠেছে? আজ আমরা যে কার্যক্রম শুরু করলাম এর ধারাবাহিকতায় সারা বছর ধরে আমরা আরো অনেক মজার মজার কাজ করবো। এটা একটা অভিযাত্রার মত। এই অভিযাত্রায় আমরা যেমন দেখবো সুদূর প্রাচীনকালে মানুষ কীভাবে প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে জীবন যাপন করেছে, সময়ের সাথে সভ্যতার বিকাশে ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি গড়ে তুলেছে পরিবার, সমাজ, আইন-কানুন, রাষ্ট্র প্রভৃতি। এও দেখব যে ভৌগোলিক পরিবেশের ভিন্নতায় মানুষের অভিযাত্রায় অনেক বৈচিত্র্য তৈরি হয়েছে। আর এসবের মধ্য দিয়েই পূর্ণতা পেয়েছে ভূখণ্ডের মানুষের আত্মপরিচয়। চলো এবার শুরু করা যাক আমাদের এই অভিযাত্রা।

এরপর আমরা বোর্ডে আত্মপরিচয় শব্দটি লিখবো এবং শিক্ষার্থীদের আহ্বান করবো তাদের মত করে শব্দটি ব্যাখ্যা করার জন্য। তাদের ব্যাখ্যা শুনে শিক্ষক তার সারসংক্ষেপ করবেন এবং আলোচনার মাধ্যমে এটা বোঝাবেন যে আত্মপরিচয় হচ্ছে এমন একটি বিষয় যার মাধ্যমে "আমি কে?" এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ কার্ডে নিজেদের সম্পর্কে যা লিখেছে তা এই আত্মপরিচয়েরই অংশবিশেষ মাত্র। আমরা আরো বলবো, আত্মপরিচয়ের ধারণাটিকে আরো গভীরভাবে বোঝার জন্য এখন থেকে আমারা ধাপে ধাপে অনেক মজার মজার কাজ করবো এবং শিখবো।

সেশন-২, ৩ ও ৪

শিক্ষার্থীরা এখন মানুষের আত্মপরিচয়ের মৌলিক উপাদানগুলো চিহ্নিত করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এখন তারা অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে নিচের কাজগুলো করবে এবং আমরা সার্বিকভাবে সহায়তা করবো।

- নিজের আত্মপরিচয় ছক তৈরি করবে। এ কাজে প্রথমে স্বেচ্ছায় কোনো একজন শিক্ষার্থীকে তার নিজের জীবনের গল্প বলার অনুরোধ করবো এবং অন্যদের বলবো সেই গল্প থেকে শিক্ষার্থীটির পরিচিতিমূলক ছক তৈরি করার অনুশীলন করতে। এক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে আমরা তাদের সহযোগিতা করবো।
- দলে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশের ও বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কীর্তিমান কিছু মানুষ, যেমন- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বেগম রোকেয়া, বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন প্রমুখের পরিচয়ের ছক তৈরি করবে। বইতে না দেওয়া থাকলেও চাইলে শিক্ষার্থীরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের জীবনী নিয়েও কাজ করতে পারবে।
- শিক্ষার্থীদের বইতে বিখ্যাত মনীষীদের যে জীবনী দেওয়া আছে সেগুলো তারা পড়বে এবং প্রয়োজনে এগুলোর বাইরেও অন্য নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কাজটি করতে পারে। শ্রেণিকক্ষে তারা প্রথমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী পড়ে সেখান থেকে তার পরিচয়ের ছক তৈরি করা অনুশীলন করবে। তারপর কে কোন বিখ্যাত মনীষীর পরিচিতিমূলক ছক তৈরি করবে তা বাছাই করে অনুশীলন করবে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করবো।
- এই অনুশীলন দুটি সেশন জুড়ে চলবে এবং তারা শ্রেণিকক্ষে অনুশীলনের পাশাপাশি বাড়িতে এসাইনমেন্ট হিসেবেও নিজের ও মনীষীদের পরিচয়ের ছক তৈরি করবে।

বিখ্যাত মনীষীদের পরিচয়ের চার্ট উপস্থাপন (সেশন-৫)

এই সেশনে শিক্ষার্থীরা প্রথমে আবার দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের তৈরি করা আত্মপরিচয়ের ছক দলের সদস্যদের সাথে শেয়ার করবে। তারপর আলোচনার মাধ্যমে দলের সবার মতামতের ভিত্তিতে প্রতিটি দল তাদের মত

করে আত্মপরিচয়ের সাধারণ তালিকা তৈরি করবে। একই সাথে বিখ্যাত মনীষীদের পরিচিতিমূলক ছক নিয়ে আলোচনা করে একটি সাধারণ ধারণায় উপনীত হবে।

এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা বিখ্যাত মনীষীদের পরিচিতি ছক নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা বা বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। এর মাধ্যমে মানুষের আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে তাদের ধারণা আরো গভীর হবে এবং নিজের ব্যক্তিগত পরিচয়ের ব্যাপরে আরো শ্রদ্ধাশীল হবে।

ব্যক্তিগত পরিচয়ের ছক (সেশন-৬)

পূর্বের সেশনের ধারাবাহিকতায় ব্যক্তিগত পরিচয়ের ধারণা আরো সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে নিচে সংযুক্ত ব্যক্তিগত পরিচয়ের ছকটি পূরণ করার জন্য সকল শিক্ষার্থীকে দেবো। শিক্ষাথীরা ছকটি পূরণ করার সাথে সাথে সংযুক্ত প্রশ্নগুলোরও উত্তর দেবে।

এ পর্যায়ে ছক ও প্রশ্নের উত্তরগুলো নিয়ে সকলের অংশগ্রহণে একটি সাধারণ আলোচনার মাধ্যমে ব্যক্তিগত পরিচয় মানুষের শুধুমাত্র দু/একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে নয় বরং তা যে আসলে বহুমাত্রিক এবং এক একজন মানুষের আত্মপরিচয়ের ছক যে এক এক রকমের হওয়াটাই স্বাভাবিক এবং আত্মপরিচয়ের ভিন্নতা সত্তেও যে মানুষ অনেক ভাল বন্ধু হতে পারে, সে ধারণাটি তুলে ধরবেন।

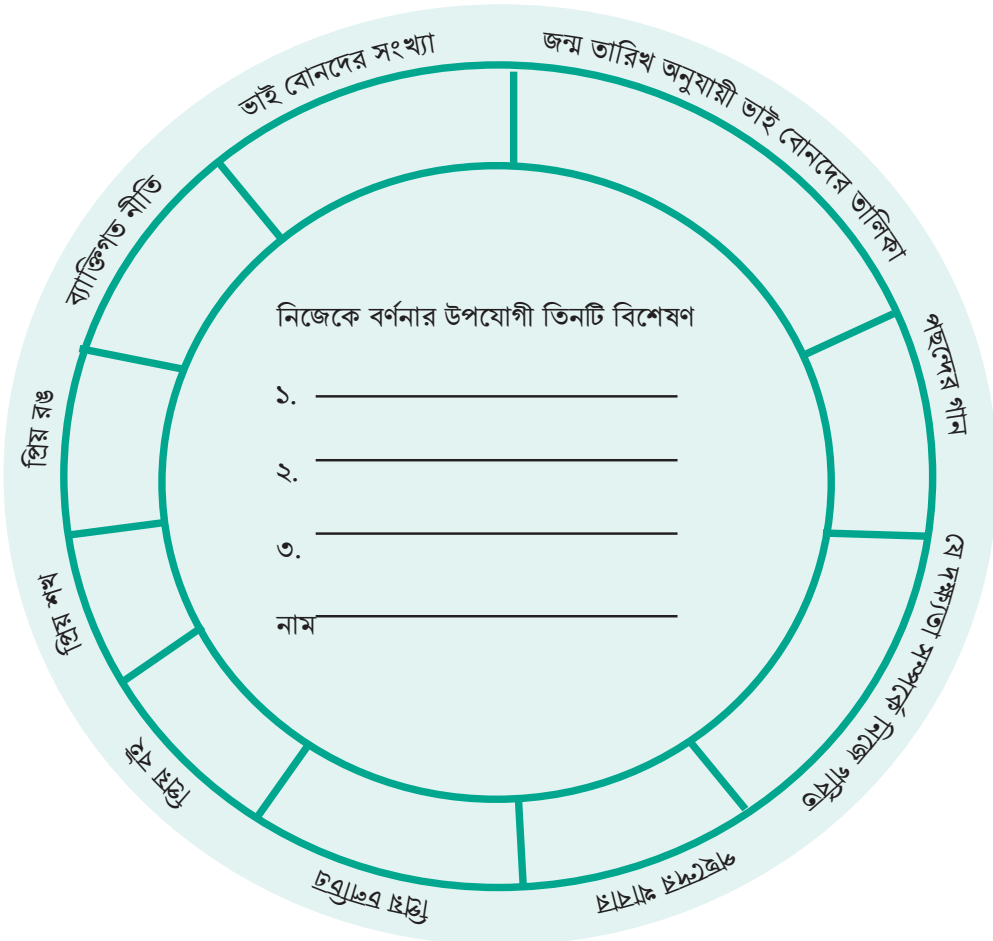

এরপর নিজ নিজ পূরণকৃত ছক ও প্রশ্নের উত্তরগুলো শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে সকলের সামনে উপস্থাপন করবে।

যে ভালুকটি ভালুক ছিল না (সেশন-৭)

এই সেশনে শিক্ষার্থীরা তাদের আত্মপরিচয় অন্যদের দ্বারা কিভাবে সংজ্ঞায়িত (ডিফাইন্ড) বা তৈরি হয় এবং ব্যক্তি ও সমাজের মাঝে সম্পর্ক কী তা অনুধাবন করতে শুরু করবে । সমাজে মানুষ কমিউনিটি, গ্রুপ বা দলের অংশ হয়ে অবস্থান করে। অনেক সময় কমিউনিটি বা গ্রুপগুলো ব্যক্তির পরিচয় গড়ে দিতে ভূমিকা রাখে বা লেবেলিং করে দেয় যা কিনা প্রায়ই ব্যক্তি হিসেবে মানুষ নিজের পরিচয় যে ভাবে নির্ধারণ করতে চায় তা থেকে অনেক ভিন্ন হয়। এই সেশনে "যে ভালুকটি ভালুক ছিল না" নামক গল্পটি (পাঠ্যপুস্তক পৃষ্ঠা নং ১৬) ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তি ও সমাজের মাঝে সম্পর্ক এবং এর মাধ্যমে ব্যক্তির পরিচয় কিভাবে নির্ধরিত হয় তা উপলব্ধিতে সহায়তা করবো। সেশনের শুরুতেই শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলবো যে, আজ এমন একটি বিষয় নিয়ে আমরা কাজ করবো যার মাধ্যমে তোমরা বুঝতে পারবে যে বিভিন্ন সামাজিক উপাদান কিভাবে আমাদের পরিচয়কে প্রভাবিত করে।

ক্লাসে শুরুতেই আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিদের মাঝে যে কোনো একজনের ছবি দেখিয়ে খুব দ্রুত উত্তর দেবার জন্য জিজ্ঞাসা করবো যে উনাকে কি কোনো শব্দ বা তকমা দিয়ে খুব ভালোভাবে বর্ণনা করা যায়? উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যদি বঙ্গবন্ধুর ছবি ব্যবহার করা হয় তাহলে স্বভাবতই উত্তর আসতে পারে জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, ইতিহাসের মহানায়ক প্রভৃতি।

এরপর শিক্ষার্থীদের ভাবতে বলবো যে এরকম একটি শব্দ বা তকমা দিয়ে অন্যরা কি তাদের পরিচয় প্রকাশ করে থাকে? তারপর নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখতে দেবো।

- নিজেকে প্রকাশ করার জন্য তুমি কি শব্দ বা তকমা ব্যবহার করবে?
- বন্ধুরা তোমাকে কী তকমা দেয়?
- তোমাকে প্রকাশ করতে গিয়ে অন্যরা তোমার সম্পর্কে কী শব্দ ব্যবহার করতে পারে বলে তুমি মনে কর?
- এমন কোন শব্দ কি আছে যেটি অন্যরা তোমার সম্পর্কে ধারণা করে বা ব্যবহার করে কিন্তু তুমি মনে কর যে তা তোমার জন্য প্রযোজ্য নয়?

এ পর্যায়ে আমরা বলবো যে আজকের এই সেশনে আমরা একটি গল্প পড়বো যেখানে আমরা জানতে পারবো অন্য মানুষেরা যখন আমাদের উপর কোনো তকমা (লেবেল) এঁটে দেয় তখন কী হয়? সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক অনুধাবন শিশুদের জন্য বেশ জটিল কাজ। "যে ভালুকটি ভালুক ছিল না" গল্পটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কিভাবে সমাজ আমাদের পরিচয় গড়ে উঠতে ভূমিকা রাখে সেটা উপলব্ধিরসুযোগ পাবে।

এরপর শিক্ষার্থীদের মাঝ থেকে কয়েকজনকে স্বেচ্ছায় এসে গল্পটির বিভিন্ন অংশ উচ্চঃস্বরে সকলের উদ্দেশ্যে পড়ে শোনানোর আহ্বান জানাবো। গল্পটি পড়ে শোনানো শুরু হবার আগেই শিক্ষার্থীদের ছবি আঁকার জন্য নিচের ছকটি সরবরাহ করবো। যখন গল্পটি পড়ে শোনানো হবে তখন শিক্ষার্থীরা গল্পের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু অনুযায়ী ছকে ছবি আঁকবে।

শিক্ষার্থীরা গল্পটির প্রতিটি অংশের মূল বক্তব্য এক একটি ছোট বক্সে আঁকবে এবং নিচে শিরোনাম লিখবে।

সমাজ কীভাবে মানুষের পরিচয়কে প্রভাবিত করে (সেশন-৮)

পরবর্তী কার্যক্রম হিসেবে গল্পের ভালুকটির পরিচিতিপত্র তৈরি করতে বলবো। এ কাজটি করার জন্য **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান- অনুশীলন বইয়ে** দেয়া ভালুকের থাবা-চিহ্ন যুক্তটি ছক ব্যবহার করবে। শিক্ষার্থীরা ছকটি ব্যবহার করে ভালুকটি কোন কোন শব্দ দিয়ে নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে পছন্দ করে এবং অন্যরা ভালুকটির পরিচয় হিসেবে কোন কোন বিষয় মনে করে তার তালিকা তৈরি করবে। যে শব্দগুলো ভালুকটি নিজের পরিচয় হিসেবে পছন্দ করে সেগুলো ভালুকের থাবার ভিতরে এবং যে শব্দগুলো অন্যরা ভালুকের উপর আরোপ করতে চায় তা তারা থাবার বাইরে লিখবে। ভালুকের জন্য পরিচয়ের এই ছক তৈরি করার পর শিক্ষার্থীদের গল্পটির অর্থ কী সে বিষয়ে একটি বিতর্ক বা উন্মুক্ত আলোচনায় আহ্বান করবো।

বিতর্ক বা উন্মুক্ত আলোচনাটি সঠিক পথে প্রবাহিত করতে সহায়তা করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নসমূহ প্রয়োজনে জিজ্ঞাসা করতে পারি।

- ভালুকটি নিজের পরিচয় বর্ণনা করতে কোন কোন শব্দ ব্যবহার করতো?
- অন্যরা তার পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে কী কী শব্দ ব্যবহার করতো?
- সময়ের সাথে সাথে কীভাবে ভালুকটির পরিচয় পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল?
- গল্পের লেখক এখানে কী বোঝাতে চেয়েছেন?
- আমাদের পরিচয় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ- আমি আমার পরিচয় সম্পর্কে কী ভাবি তাই না কি অন্যরা আমার সম্পর্কে যা ভাবে তা?

এই বিতর্ক বা আলোচনা সঠিকভাবে সম্পন্ন হলে শিক্ষার্থীরা নিজের পরিচয় সম্পর্কে সচেতন থাকবে এবং অন্য মানুষেরাও পরিচয়কে কিভাবে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি অর্জন করবে। এরপর শিক্ষার্থীদেরকে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে নিচের প্রশ্নগুলো করবো-

- তুমি কি এমন কিছু মনে করতে পারো যখন তোমাকে কেউ কোন লেবেলিং (তকমা) করেছে? তখন তোমার কেমন অনুভূতি হয়েছিল? তুমি ঐ পরিস্থিতিতে কী আচরণ করেছিলে?
- কখনো কি এমন ঘটেছে যে তুমি অন্য কাউকে লেবেলিং/ (তকমা) করেছো? করে থাকলে, কেন করেছিলে?
- তোমার মতে আমরা কেন খুব দ্রুত আরেকজনকে লেবেলিং করি?
- এরপর শিক্ষার্থীদের থেকে উক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করবো।
- বিতর্কের বিষয়-"আমি আমার পরিচয় সম্পর্কে যা ভাবি তাই আমার পরিচায় গড়ে তোলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ-অন্যরা কী ভাবলো তা নয়!"

এরপর সার্বিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সারসংক্ষেপ করে সেশন সমাপ্ত করবো।

রুব্রিক্স : ব্যক্তিগত পরিচয় সংক্রান্ত মূল্যায়নের ছক

মূল্যায়নের বিবরন	কাজ	কে মূল্যায়ন করবে	সম্পূর্ণ অর্জিত হয়েছে ১
১। অন্য চরিত্রের পরিচয় বিশ্লেষণ করতে পারা	রুমানার আত্মপরিচয়ের ছকের মতো অন্য বন্ধুদের পরিচয়ের ছক তৈরি করবে (একক কাজ)	শিক্ষক/বন্ধু/ সতীর্থ	শিক্ষার্থী বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করত পেরেছে অন্তত পক্ষে মূল ৪টি
২। আত্মপরিচয়ের মূল বিষয়গুলো জেনে আত্মপরিচয়পত্র তৈরি করতে পারা	পরিচিতি পত্রে কী কী বিষয় থাকতে পারে তার চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করে একটি পরিচিতি পত্র তৈরি (একক কাজ)	শিক্ষক	মূল তালিকা/শিক্ষকের প্রশ্নের সব গুলো বিষয় পরিচিতি পত্রে এসেছে
৩। নিজের আত্মপরিচয় বিশ্লেষণ করতে পারা	ক) নিজের চরিত্রের জন্য পরিচিতিপত্র তৈরি করা (একক কাজ)	শিক্ষক/বন্ধু (সতীর্থ)	শিক্ষার্থী নিজের সকল মূল বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে পেরেছে
	খ) নিজের আত্ম পরিচয়ের ছক তৈরি করা (একক কাজ)	শিক্ষক	,,
৪। বিখ্যাত ব্যক্তিদের আত্ম পরিচয়ের বিশ্লেষণ করতে পারা	একজন বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনী পড়ে তার জন্য পরিচিতি পত্র তৈরী করা (দলগত কাজ)	সতীর্থ	বিখ্যাত ব্যক্তির মূল বৈশিষ্ট্য সহ কমপক্ষে ১০টি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছে
৫। মানুষের আত্মপরিচয়ে সমাজের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারা	ভালুকের গল্পটি পড়ে ভালুকটি নিজের সম্পর্কে কী ভাবে ও মানুষেরা তাকে কী ভাবে তা ভালুকের থাবার ছবিতে তার পরিচিতি পত্র তৈরি করবে (একক কাজ)	শিক্ষক	ভালুকটির নিজের বৈশিষ্ট্য ও অন্যদের আরোপিত বৈশিষ্ট্য আলাদা করে লিখতে পেরেছে।

আংশিক অর্জিত হয়েছে ২	সাহায্য প্রয়োজন ৩	১	২	৩
- - - - কিন্তু ৩টি বা তার কম	শিক্ষার্থীর সনাক্ত করার জন্য সাহায্য দরকার			
৩ বা তার বেশি বিষয় উল্লেখ করেছে	শিক্ষার্থীর পরিচিতি পর্বে মূল বিষয় গুলো অন্তর্ভূক্ত করার সাহায্য প্রয়োজন (২ বা তার কম) বিষয় উল্লেখ করেছে			
শিক্ষার্থী নিজের অল্প কিছু মূল বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে পেরেছে	শিক্ষার্থীর নিজের মূল বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে সাহায্য প্রয়োজন			
,,	,,			
বিখ্যাত ব্যক্তির মূল বৈশিষ্ট্য সহ/বাদে ১০টির কম তুলে ধরেছে।	২। ৩টি তুলে ধরেছে সাহায্য প্রয়োজন			
ভালুকটির নিজের বৈশিষ্ট্য ও অন্যদের আরোপিত বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছে কিন্তু আলাদা করতে পারেনি	দু ধরনের বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করার জন্যই বিষয়টি সাহায্য প্রয়োজন			

এই মূল্যায়ন ছকের তথ্য ৪ নং নির্দেশকের জন্য ৬ মাস পরবর্তী সামষ্টিক মূল্যায়ন এর জন্য ব্যবহার করুন।

আর এই নির্দেশকের ১২ মাস পরের সামষ্টিক মূল্যায়ন করবো নিচের মূল্যায়ন টুলস ব্যবহার করে।

বিবৃতি	সম্পূর্ণ একমত	একমত	ভিন্নমত	সম্পূর্ণ ভিন্নমত
১। সাদিয়া খুব ভাল ক্রিকেট খেলে, সে কবিতা পড়তে ভালবাসে, তার স্বপ্ন সে একদিন বড় ক্রিকেটার হবে; সাদিয়া পানিতে নামতে খুবই ভয় পায়। প্রিয় রঙ নীল, তারা ৩ বোন, সে ফল খেতে ভালোবাসে-এসব কিছু মিলেই সাদিয়ার পরিচয়।	৪	৩	২	১
২। মানুষের পরিচয় শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।	১	২	৩	৪
৩। নীলার প্রিয় খেলা দাবা আর সাব্বিরের প্রিয় ফুটবল। নীলার মা ডাক্তার আর সাব্বিরের মা আর্টিস্ট। নীলার কোনো ভাই বোন নেই, সাব্বিরের ২ ভাই এক বোন আছে। নীলা খুব ভাল সাতারু, সাব্বিরের পানি খুব ভয়। তাদের পরিচয় অনেক ভিন্ন ভিন্ন হলেও তারা ভাল বন্ধু হতে পারে।	৪	৩	২	১
৪। পরিস্থিতির বা অবস্থানের পরিবর্তনে মানুষের কিছু পরিচয় আলাদাভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।	৪	৩	২	১
৫। আমার ব্যক্তিগত পরিচয় অনেক গুলো বিষয় নিয়ে গঠিত।	৪	৩	২	১
৬। আমার ব্যক্তিগত আত্মপরিচয়ে যে যে বিষয়ই থাকুক না কেন, আমি আমার আত্মপরিচয় নিয়ে গর্ব অনুভব করি।	৪	৩	২	১
৭। সুং মারমা ক্ষুদ্র নৃতাত্বিক গোষ্ঠির এক মেয়ে। সে আমার থেকে দেখতে বেশ ভিন্ন। সে যে খাবার খায় সেটি ও আমি সে খাবার খাই ত থেকে ভিন্ন। সে মারমা ভাষায় কথা বলে। তার সব কিছুর সমন্বয়ে তার যে পরিচয় আমি শ্রদ্ধা করি।	৪	৩	২	১
৮। একজন মানুষের আত্মপরিচয়ে অনেক ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বা বৈশিষ্ট্য থাকাটা ভাল নয়।	১	২	৩	৪
৯। আমাদের শ্রেণিকক্ষে, যে বিজ্ঞান সবচেয়ে পছন্দ করে আবার যে বিজ্ঞান সবচেয়ে অপছন্দ করে দুজনই আমার বন্ধু হতে পারে।	৪	৩	২	১
১০। আমাদের ক্লাসের মীনা প্রায়ই অসুস্থ থাকে বলে তাকে আমরা রুগ্ন মীনা বলে ডাকি। সেতো অসুস্থই তাই তাকে ও নামে ডাকাটা যুক্তিযুক্ত	১	২	৩	৪
১১। মানুষকে কোনো উপাধি/খেতাব/তকমা দেয়ার আগে ভালোভাবে চিন্তা করা উচিৎ।	৪	৩	২	১

এটি শিক্ষ্রথিদের বই এ দেয়া আছে। তারা বই এ করে একদিন সবাই জমা দিতে পারে। অথবা আপনি ফটোকপি করে দিতে পারেন। পৃষ্টা ৩৩- এ দেওয়া ছক প্রত্যেক শিক্ষার্থী আলাদাভাবে পূরণ করবে। শিক্ষক বুঝিয়ে বলবেন যে এটি প্রত্যেক শিক্ষার্থী যা নিজে মনে করে বা বিশ্বাস করে তার ভিত্তিতে টিক চিহ্ন দেবে।

এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা প্রতি বিবৃতির (মোট ১১টি আছে) সাথে "সম্পূর্ণ একমত", "একমত", "ভিন্নমত", নাকি "সম্পূর্ণ ভিন্নমত" কোনটিতে টিক দিয়েছে তার ভিত্তিতে শিক্ষক তাকে একটি নম্বর দিবেন। বিবৃতি ১,৩,৪,৫,৬,৭,৯ এবং ১১ হল ইতিবাচক বিবৃতি। কাজেই এগুলোর ক্ষেত্রে যত বেশি একমত হবে ততই তাদের আত্নপরিচয়ের বিষয়টি তারা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারছে বলা যায়। অন্য দিকে ২, ৮ এবং ১০ নেতিবাচক বিবৃতি। কাজেই এগুলোর প্রতি শিক্ষার্থীরা যত বেশি ভিন্নমত পোষণ করবে ততই তাদের ব্যক্তিগত পরিচয়ের বিকাশ ও উপলব্ধির পরিপক্কতা নির্দেশ করে।

এভাবে প্রতি শিক্ষার্থী একটি নম্বর পাবে। একটি উদাহরণ:

বিবৃতি নং	সম্পূর্ণ একমত	একমত	ভিন্নমত	সম্পূর্ণ ভিন্নমত	প্রাপ্ত পয়েন্ট
১	√				৪
২		√			৩
৩				√	১
৪	√				৪
৫	√				৪
৬			√		২
৭		√			৩
৮				√	৪
৯	√				৪
১০			√		৩
১১		√			৩
মোট প্রাপ্ত পয়েন্ট					৩৬

পারদর্শিতার নির্দেশকের ৪ এর স্তর নির্ধারণ এর রুব্রিক্স:

প্রাপ্ত পয়েন্ট	**অর্জিত স্তর**
১১-২২ পয়েন্ট	প্রারম্ভিক
২৩-৩৪ পয়েন্ট	বিকাশমান
৩৫-৪৪ পয়েন্ট	দক্ষ

সেশন-৯

শিখন ঘাটতি পূরণ

মূল্যায়নের পর শিক্ষার্থীদের যে সকল ক্ষেত্রে শিখন ঘাটতি আছে বলে জানা যাবে, সে শিখন ঘাটতি পূরণের জন্য পুনরায় শিক্ষার্থীদের জন্য অভিজ্ঞতার পরিকল্পনা করবো এবং এই সেশন ব্যবহার করে সেই অভিজ্ঞতার চর্চা করাবো। আবারো শিখন নিশ্চিত করার জন্য মূল্যায়ন করবো।

সেশন- ১০-১২ সক্রিয় নাগরিক ক্লাব

সেশন- ১০-১১

সেশন-৯ এর শেষে আমরা আগেই ঘোষণা দিয়ে রাখবো যে, পরবর্তী সেশনে মাঠে গিয়ে ফুটবল খেলা হবে। এ ব্যাপারে যাতে একটি উৎসাহ উদ্দীপনার পরিবেশ তৈরি হয় সে ব্যবস্থা করবো।

এই সেশনে করণীয়

- সেশনটির প্রথম ২০ মিনিট ব্যয় করবো অধিনায়ক নির্বাচন ও দল গঠনে। অবশিষ্ট সময়ের প্রথম ১৫ মিনিট নিয়ম ছাড়া খেলা এবং শেষ ১৫ মিনিটি নিয়ম মেনে খেলার জন্য ব্যয় করবো।
- খেয়াল রাখবো যাতে ক্লাসের সকল শিক্ষার্থীই কোনো না কোনোভাবে প্রক্রিয়াটির সাথে যুক্ত থাকে। তারপর তাদের আহ্বান করবো যাতে তারা নিজেদের মধ্য থেকে দুই জন অধিনায়কের নাম প্রস্তাব করে। যদি দুই জনের বেশি নাম আসে তাহলে তাদের জিজ্ঞাসা করবো তারা এখন কীভাবে দুইজনকে বাছাই করতে পারে?
- শিক্ষার্থীরা হয়তো অনেক রকম প্রস্তাব দেবে। প্রস্তাবগুলো বোর্ডে লিখবো। খেয়াল রাখবো যদি কেউ ভোটের মাধ্যমে প্রস্তাবিত অধিনায়কদের মধ্য থেকে দুই জনকে বাছাই করার প্রস্তাব দেয় তাহলে দেখবো সেটা অবশ্যই বোর্ডে যেন লেখা হয়। এরপর তাদের আহ্বান জানাবো আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করতে তারা কোন পদ্ধতিতে অধিনায়ক বাছাই করতে চায়। যদি তারা কোনো ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিও বেছে নেয় তাহলে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে সেগুলোর ভাল-মন্দ বিচার করে ভোটের মাধ্যমে অধিনায়ক বাছাই পদ্ধতি গ্রহণের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করবো।
- তারপর ভোটের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অধিনায়ক বাছাইয়ের পুরো কাজটা নিজেরাই করবে। আমরা কেবল পর্যবেক্ষণ করবো এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবো।
- অধিনায়ক নির্বচন হয়ে গেলে দুই অধিনায়ক শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নিজ নিজ দলের খেলোয়াড় বাছাই করবে। আলোচনার মাধ্যমে আমরা তাদেরকে এমনভাবে সচেতন করবো যেন ছেলে-মেয়ে, প্রতিবন্ধী, ধনী-গরিব ও অন্যান্য সক্ষমতার বিচারে সকল শিক্ষার্থী খেলা বা খেলা সংক্রান্ত কোনো না কোনো কাজে সরাসরি যুক্ত থেকে অংশগ্রহণ করতে পারে। বিদ্যালয়ে কো-এডুকেশন পদ্ধতি থাকলে অবশ্যই যাতে দুই দলেই ছেলে-মেয়ে উভয়েই খেলোয়াড় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।
- এরপর শিক্ষার্থীরা খেলার মাঠ বা খেলাধুলার স্থানে যাবে। তখন আমরা শিক্ষার্থীদের বলবো যে, আজ আমরা একটু অভিনব পদ্ধতিতে খেলবো। আজ আমাদের খেলায় কোনো নিয়ম থাকবে না। তবে কেউ কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যথা দিতে পারবে না। তারপর দুই দলকে খেলায় নামিয়ে দেবো।
- যারা সরাসরি খেলায় অংশগ্রহণ করবে না তাদেরও খেলা সংক্রান্ত নানা কাজ দিয়ে প্রক্রিয়াটির সাথে যুক্ত রাখবো। যেমন, রেফারিং, পানি ও খাবার সরবরাহ, শৃঙ্খলা, সাজ-সজ্জা, মাঠ প্রস্তুত প্রভৃতি।
- আরো খেয়াল রাখবো মাঠে যেন ভুলেও কেউ নিয়ম অনুযায়ী খেলতে না পারে। স্বভাবতই খেলাটি ঠিকঠাকভাবে হবে না। একটি বিশৃঙ্খল এবং হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। এবার তাদের থামতে বলবো।
- এবার দল দুটিকে খেলার বাকি অংশটুকু নিয়ম মেনে শেষ করার জন্য বলবো।

সেশন - ১২

এই সেশনে আগের সেশনের ফুটবল খেলার উপর শিক্ষার্থীরা আলোচনা করে উপলব্ধি করবে যে কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য নিয়ম পালন করা একটি অপরিহার্য বিষয়। এই উপলব্ধি নিয়ে তারা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়মের উপস্থিতি খুঁজে বের করবে। সুনাগরিক হবার জন্য নিয়ম পালনের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করে নিয়ম পালনকে অভ্যাসে পরিণত করার জন্য সক্রিয় নাগরিক ক্লাব গঠন করবে।

এই সেশনে করণীয়:

- গত সেশনের ফুটবল খেলা নিয়ে পর্যালোচনা করার জন্য শিক্ষার্থীরা উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবে। উন্মুক্ত আলোচনায় সহযোগিতার জন্য আমরা তাদের নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারি-
    - গতকাল যে আমরা ফুটবল খেললাম সেটা তোমাদের কেমন লাগলো?
    - দুইভাবে খেলেছি আমরা, তাতে খেলায় কোনো পার্থক্য হয়েছে কি? হলে, কী পার্থক্য?
    - এই পার্থক্য কেন তৈরি হয়েছে বলে মনে কর?

শিক্ষার্থীরা যদি বলতে পারে যে, নিয়ম ছাড়া আর নিয়ম মেনে খেলার কারণেই পার্থক্য তৈরি হয়েছে এবং নিয়ম ছাড়া খেলা যায় না। তাহলে প্রশ্ন নিম্নোক্ত করতে হবে—

- নিয়ম কি শুধু খেলাতেই থাকে?
- আর কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা নিয়ম দেখতে পাই? চলো তার একটি তালিকা তৈরি করি।
- কোথায় কী ধরণের নিয়ম রয়েছে?
- নিয়ম না থাকলে ঐসব ক্ষেত্রে কী ধরণের সমস্যা হতে পারে?

- এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা ৫/৬ জনের ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজবে। প্রতিটি দল তাদের প্রাপ্ত ফলাফল সবার সামনে মৌখিকভাবে উপস্থাপন করবে। আমরা তাদের ফলাফল বোর্ডে বা পোস্টার পেপারে লিখে একটি তালিকা তৈরি করবো। এবার শিক্ষার্থীরা এগুলো নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই নিয়ম এবং নিয়ম মানার গুরুত্ব উপলব্ধি করবে। তারা এটাও উপলব্ধি করবে যে তাদের শ্রেণিকক্ষ, বিদ্যালয়, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সবর্ত্রই নিয়মের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এ পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানাবো যে, তারা শ্রেণি কক্ষে, বিদ্যালয়ে এবং সমাজে নিজেরা পালনের জন্য কোনো নিয়ম তৈরি করতে চায় কিনা যাতে সকলের সুবিধা হয়? আলোচনার মাধ্যমে তারা উদ্বুদ্ধ হয়ে দলে বিভক্ত হয়ে শ্রেণি কক্ষে, বিদ্যালয়ে এবং সমাজে পালনের জন্য কতগুলো নিয়ম তৈরি করবে। সবগুলো দলের নিয়ম নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে শ্রেণি কক্ষে, বিদ্যালয়ে এবং সমাজে পালনের জন্য ৩টি আলাদা নিয়মের তালিকা চূড়ান্ত করবে। সারা বছর নিয়মগুলো তারা মেনে চলবে এবং শিক্ষকও। যদি নতুন কোনো নিয়ম যুক্ত করার প্রয়োজন হয় তবে শ্রেণিকক্ষে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে তা যুক্ত করা যাবে। একইভাবে কোনো নিয়ম অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেলে তা বাদ দেওয়া যাবে। যত দিন তারা বিদ্যালয়ে থাকবে ততদিন পরবর্তী ক্লাসগুলোতেও এই নিয়মগুলো, প্রয়োজনে কিছু সংশোধন করে, তারা অনুসরণ করতে পারবে ।

তাদের প্রস্তুতকৃত নীতিমালাসমূহের নমুনা নিচে দেওয়া হলো। এগুলো উদাহরণমাত্র। এগুলো ধারণা পরিস্কার করার জন্য দেয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীরা তাদের মতো করে এসব নিয়ম তৈরি করবে।

শ্রেণিকক্ষে অনুসরণের নিয়মের নমুনা :

১. অন্যের মতামতের ব্যাপারে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবো
২. কেউ যখন কথা বলবে অন্যরা ধৈর্য্য সহকারে শুনবো
৩. নিজের মতামত দেওয়ার আগে হাত তুলে অনুমতি নেবো
৪. কোন বিষয়ে বিরোধ হলে একসাথে বসে আলোচনা করে মীমাংসা করবো
৫. ...
৬. ...

বিদ্যালয়ে অনুসরণের জন্য নিয়মের নমুনা:

১. বিদ্যালয়ে প্রবেশ ও বাহিরে যাবার সময় ধৈর্যের সাথে লাইনে দাঁড়িয়ে পরবো
২. বিদ্যালয় কোনো ভাবেই অপরিচ্ছন্ন করবো না
৩. বিদ্যালয় পরিস্কার রাখতে নিয়মিত দায়িত্ব পালন করবো
৪. ...
৫. ...
৬. ...

পরিবারে ও সমাজে অনুসরণের জন্য নিয়মের নমুনা :

১. নিজের কাজ নিজে করবো
২. অন্যের সমস্যা বা ক্ষতি হয় এমন কাজ করবো না
৩. ...
৪. ...
৫. ...

- এ পর্যায়ে বিদ্যালয়ের বাইরে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়ম মেনে চলার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবো। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবো, নিয়ম পালনে অভ্যস্ত সক্রিয় নাগরিক গড়ে তোলার মত এত বড় কাজটি কি আমরা একা একা করতে পারবো?
- তাদের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে আবার জিজ্ঞাসা করবো সেক্ষেত্রে আমরা কীভাবে কাজ করলে সক্রিয় নাগরিক গড়ে তোলার কাজে বেশি ভূমিকা রাখতে পারবো? তারা যদি উত্তরে বলে যে সবাই মিলে কাজ করলে বেশি ভূমিকা রাখা যাবে, তখন সকল শিক্ষার্থীর সম্মতি নেওয়ার জন্য বলবো -তাহলে আমরা সক্রিয় নাগরিকের গুনাবলি চর্চার জন্য একটি ক্লাব গড়ে তুলতে পারি কিনা, যেখানে সবাই মিলে কাজ করা যাবে?
- ক্লাব গঠনের সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে জিজ্ঞাসা করবো যে তাহলে, আমাদের ক্লাবের কাজ কী হবে?

এরপর নিচের ছবিগুলো সবাইকে দেখিয়ে **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুশীলন বই** থেকে ছবিগুলোতে কোনগুলো নিয়ম মেনে চলার আর কোনগুলো নিয়ম ভাঙার তা আলোচনা করতে বলবো।

- ছবি নিয়ে আলোচনা শেষ হলে বলবো যে এগুলো তো শুধু ট্রাফিক নিয়ম মানা না মানার চিত্র। এসব ছাড়াও কাজের আরো অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। আমরা এবার ৫/৬ জনের দলে ভাগ হয়ে আমাদের সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের কাজ কী হবে তার তালিকা তৈরি করব। প্রতিটি দলের তালিকা উপস্থাপনের পর আলোচনার মাধ্যমে সবার সম্মতিতে ক্লাবের কাজ কী হবে তা শিক্ষার্থীরা চূড়ান্ত করবে।
- এরপর তাদের বলবো কী কাজ করবো তা তো ঠিক করা হলো, চলো এবার আমরা এই কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে করার সুবিধার্থে ক্লাবের একটি কমিটি গঠন করি। শিক্ষার্থীরা দলে বসে কমিটি সম্পর্কিত নিচের বিষয়গুলো আলাচনা করবে-
    - মোট সদস্য সংখ্যা,
    - কী কী পদ/পদবি থাকবে,
    - তাদের কার কী কাজ হবে
    - সাধারণ সদস্য কারা হতে পারবে
    - সাধারণ সদস্যদের অধিকার ও কর্তব্য কী থাকবে
- এগুলোর ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা প্রস্তাবনা তৈরি করবে এবং দলগতভাবে উপস্থাপন করবে। সবাই মিলে আলোচনা করে একটা সাধারণ কাঠামো এবং অধিকার ও দায়িত্বের বিবরণী তারা তৈরি করবে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষককে যাতে উপদেষ্টা হিসেবে কমিটিতে রাখা হয়।
- তাদের জিজ্ঞেস করবো যে তারা তাদের কাজের সুবিধার্থে পরামর্শের জন্য কাউকে পরামর্শক হিসেবে রাখতে চায় কিনা? কেবল তাদের সম্মতির ভিত্তিতেই পরামর্শক রাখা যেতে পারে।
- এরপর শিক্ষার্থীরা ছাত্র পরিষদের মতো করে নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের কমিটি গঠন সম্পন্ন করবে। নতুন কমিটি দ্রুতই তাদের প্রথম মিটিংয়ের তারিখ নির্ধারণ করবে এবং প্রথম সভাতেই তারা পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করবে।
- সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের প্রথম কার্যক্রম হিসেবে শিক্ষক ট্রাফিক আইন নিয়ে ভাবার প্রস্তাব করবো। শিক্ষার্থীরা সম্মত হলে সবাইকে তিনটি দলে বিভক্ত হবার আহ্বান জানাবো।
- প্রথম দল উপযুক্ত ব্যক্তির মাধ্যমে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বই থেকে, অন্যান্য উৎস থেকে ট্রাফিক নিয়ম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে।
- দ্বিতীয় দল ট্রাফিক নিয়মের প্রতীকগুলো সংগ্রহ করবে ও পরিচিতি লিখবে।
- তৃতীয় দল কে সহযোগিতা করবো তারা যাতে এলাকার সড়ক পথে ঘুরে এসে তাদের এলাকার ট্রাফিক ব্যবস্থার বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে পারে। এ কাজে তারা আলোকচিত্র, আঁকা ছবি, বর্ণনা ব্যবহার করবে।
- নির্দিষ্ট দিনে তিনটি দলই নিজ নিজ সংগ্রহ শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে। এ সম্পর্কে অন্যান্যরা মতামত দেবে, সংশোধন বা পরিমার্জন সম্পর্কে পরামর্শ দেবে।
- এভাবে তারা ট্রাফিক নিয়ম সম্পর্কে সচিত্র প্রতিবেদন তৈরি করবে। বর্ণনাসহ ছবি ও ট্রাফিক সংকেতের একটি প্রদর্শনীও তারা আয়োজন করবে।
- প্রর্দশনীতে তারা নিজেরাই বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করে সড়কের ট্রাফিক নিয়ম মেনে মানুষ ও যান চলাচলের বাস্তব চিত্র তুলে ধরবে কেউ হবে গাড়ি কেউ পথচারী, কেউ মোড়ের ট্রাফিক লাইট, কেউবা ট্রাফিক পুলিশ সেজে যথাযথ ভূমিকা পালন করবে। এ কাজে স্কুল ভবনের বারান্দা, ছাদ কিংবা মাঠ বা উঠান ব্যবহার করা যাবে। ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুশীলন বইয়ের ছবির মতো করে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থী রাস্তা তৈরি করবে।

- প্রদর্শনীর আগেই পোস্টার পেপার কেটে বা অন্য কোনো উপযুক্ত উপকরণ ব্যবহার করে লাল, হলুদ ও সবুজ সিগন্যাল বাতিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সাইন যা রাস্তায় চলাচলের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সেগুলো প্রস্তুত করে মহড়া দিয়ে রাখবে। যাতে প্রদর্শনীর দিন কোন রকম সমস্যার তৈরি না হয়।
- একটি সড়ক দুর্ঘটনা, বাজারের একটি দিন বা আসা-যাওয়ার পথে- এইসব বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষক বা উপযুক্ত কারও সহায়তায় নাটক আয়োজন করতে পারে। সম্ভব হলে এ ধরনের কাজের প্রস্তুতির সময় ট্রাফিক বিভাগের কোনো কর্মকর্তা/কর্মীর সহযোগিতা নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। সবসময় সকল কাজে আমরা সহায়তা দেবো।

মূল্যায়ন:

- সক্রিয় নাগারিক ক্লাব সংক্রান্ত কার্যক্রমের মূল্যায়ন বছর শেষে পরিশিষ্টতে সংযুক্ত মূল্যায়নের নির্দিষ্ট ছক ব্যবহার করে সম্পন্ন করা হবে।
- সকল সদস্যকে মূল্যায়ন করবে ক্লাবের সভাপতি/সহসভাপতি/সেক্রেটারি/সচিব
- আত্মমূল্যায়নের ছক ব্যবহার করে সদস্য নিজের কার্যক্রমের মূল্যায়ন নিজে করবে

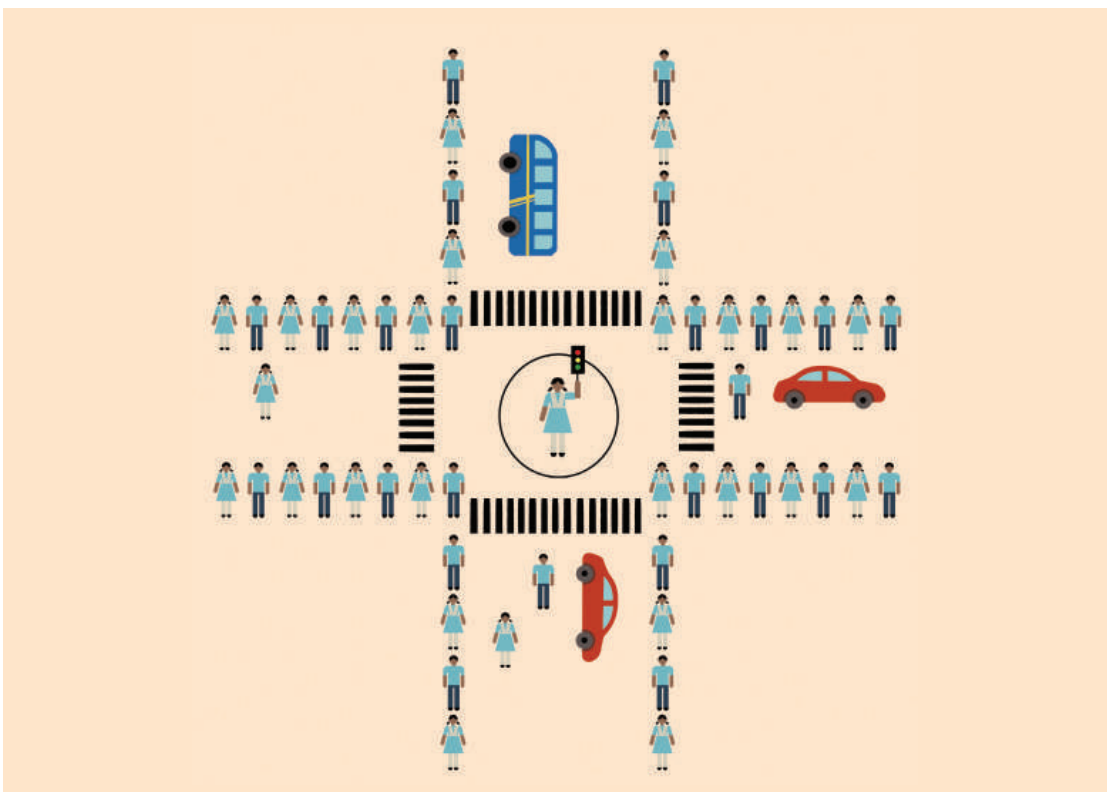

বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে চারপাশ দেখি

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা : ইসাবি ৬.১

সময় ও ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় রেখে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সামাজিক কাঠামো ও এর উপাদানসমূহের পরিবর্তন অন্বেষণে সক্ষমতা।

মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি

সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে পর্যবেক্ষণশীল হবে এবং অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করবে।

সেশন-১৩ অনুসন্ধান কাজে শিক্ষার্থী বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত থাকবে :

সরাসরি অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় যুক্ত করার আগে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ জীবনে অনুসন্ধানমূলক কাজের কী কী ধরনের অভিজ্ঞতা আছে, এবং কী উদ্দেশ্যে তারা সেই অনুসন্ধানী কাজে যুক্ত হয়েছিল সেটা নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করবো। এভাবে অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যে নতুন কিছু নয় এবং এর সাথে আমরা সবাই কম বেশি পরিচিত সেই বিষয়টি তুলে ধরে তাদের জীবনের সাথে এ কাজের সম্পর্ক স্থাপন করে দেবো, এতে তারা এ কাজে উৎসাহিত হবে। এরপর **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুশীলন বই** থেকে বুড়িগঙ্গা নদীর পূর্বের ও বর্তমান ছবি দু'টি দেখিয়ে নিম্নের প্রশ্নগুলো করবো।

প্রশ্ন:
ক) ছবি দুইটিতে কী কী আছে?
খ) কোনো পার্থক্য কি আছে?
গ) তোমাদের কী মনে হয়, কেন এই পার্থক্য ?
ঘ) কোন ছবিটি তুলনামূলকভাবে আগের? কোনটি সাম্প্রতিক? চলো আমরা ছবি দুটো ক্লাসে নিয়ে যাই। হয়ত শিক্ষকও তোমাদের আরও কিছু ছবি দেখাবেন-

এরপর শিক্ষার্থীদের আরো কিছু পরিবর্তনের ছবি "**ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুশীলন বই থেকে** দেখাবো

ছবিগুলো দেখানোর পর আমরা নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারি:

- উপরে বুড়িগঙ্গা নদীর দুটি ছবি দেওয়া আছে। ছবি দুটোতে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ?
- ছবি দুটোতে কি কোনো মিল দেখতে পাচ্ছ? যদি দেখতে পাও, তবে কী কী মিল দেখতে পাচ্ছ?
- ছবি দুটোতে কি কোনো পার্থক্য দেখতে পাচ্ছ? যদি দেখতে পাও, তবে কী কী পার্থক্য দেখতে পাচ্ছ?
- শিক্ষার্থীদের উত্তর থেকে যদি সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তনের বিষয়টি উঠে না আসে তাহলে শিক্ষক তাদের পুনরায় জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে,
- কোন ছবিটি তুলনামূলকভাবে অতীতকালের এবং কোন ছবিটি সাম্প্রতিক কালের বলে মনে হয় এবং কেন?

শিক্ষার্থীরা যদি পরিবর্তন চিহ্নিত করতে না পারে তাহলে আমরা আরো সম্পূরক প্রশ্ন করে পরিবর্তনের বিষয়টি

স্পষ্ট করার চেষ্টা করবো। আর যদি শিক্ষার্থীরা স্পষ্টভাবে পরিবর্তন চিহ্নিত করতে পারে তাহলে তাদের কাছে জানতে চাইবো যে,

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারনা হল পরিবর্তন। ৬ষ্ঠ থেকে পরবর্তী শ্রেণিতে তারা সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন দেশ ও এলাকায় বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তন অনুসন্ধান করবে। একারণে আমরা চাই শিক্ষার্থীরা পরিবর্তন এর ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠুক এবং তার আশে পাশের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করুক, পরিবর্তন নিয়ে চিন্তা করুক। এটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে অনুসন্ধানের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারাবাহিকতায় তাদেরকে কিছু একক কাজ করতে দেব:

পৃষ্ঠা ৪৫ এর ছবি দেখিয়ে তাদেরকেও আশে পাশের বিভিন্ন পরিবর্তনের কথা চিন্তা করতে ও ছবি আকতে বলবো।

একীভূত শিখন-শিক্ষন এর নীতি: ছবি আকতে পারবে না এরকম শিক্ষার্থীদেরকে অন্য উপায়ে পরিবর্তন প্রকাশ করতে দিন। যেমন- মুখে বলে।

ফিডব্যাক ও প্রতিফলন: সবার ছবি আঁকা হলে একজন আরেকজনের টা দেখবে। তারা টাঙ্গিয়ে দিতে পারে। অথবা প্রত্যেকে এক বাক্যে কি পরিবর্তন নিয়ে এঁকেছে তা বলবে। আমরা শিক্ষকেরা তাদের কাজ থেকে যে বিষয় গুলোর প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব তা হল:

- পরিবর্তন কত ধরনের ই না হয়! কত বিচিত্র!

- কিছু পরিবর্তন প্রাকৃতিক, কিছু সামাজিক

- কিছু পরিবর্তন হতে অনেক দিন সময় নেয়, কিছু পরিবর্তন হয় অনেক দ্রুত

- এমন পরিবর্তন আছে যা মানুষ নিজেই করে নেয়, আবার কিছু পরিবর্তনে মানুষের হাত থাকে না

- কিছু পরিবর্তন কে আমরা পছন্দ করি, কিছু পরিবর্তনকে আমরা ক্ষতি হিসেবে দেখি

- তোমাদের এলাকায় তোমরা এরকম কোনো পরিবর্তন দেখতে পাও কি? পেলে কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী ধরণের পরিবর্তন দেখতে পাও?

পৃষ্ঠা-৪৭ এর ছকে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট ভাবে তাদের এলাকার কিছু পরিবর্তন নিয়ে লিখবে। যে যে কয়টা লিখতে পারে। এক্ষেত্রে তাদেরকে বলবো এটা নিয়ে তাদের প্রতিবেশী, মা-বাবা, আর বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের সাথে কথা বলতে। কাজেই তারা ক্লাসে এটি নিয়ে চিন্তা করে কিছু লিখলেও তারা পরে বাসায় ও এটি পূরন করতে পারে। এটি তাদেরকে পরবর্তী অনুসন্ধানের জন্য প্রস্তুত করবে। পরেরদিন সবার কাছ থেকে তারা এলাকার কোন কোন পরিবর্তনের কথা লিখেছে তা জানতে চাইবো। একজনের কথা যেন পুনরাবৃত্তি না হয় তা বলে দেবো। এতে করে সময় বাঁচানো যাবে।

ফিডব্যাক ও প্রতিফলন:

আপাতত তাদেরকে নিজ এলাকা নিয়ে চিন্তা করতে বলব আমরা।

অনেক সোময় শিক্ষার্থীরা এমন কিছু বিষয় লিখতে পারে যা আসলে কোনো পরিবর্তন নয়। যেমন- জেলেদের মাছ ধরা। কোনো কাজে কোন ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে তা জিজ্ঞাসা করবো আমরা।

আবার অনেক সময় তারা পরিবর্তন এর কারণ বলতে পারে। কিন্তু এই পর্যায়ে তাদেরকে প্রথমে পরিবর্তন টি

কি তাতে ফোকাস করুন। যেমন কেউ বলতে পারে খরা, বন্যা। এক্ষেত্রে কোন অবস্থার কি পরিবর্তন হছহে সেটি চিন্তা করতে বলুন। আগে কি অবস্থা ছিল, এখন কিরকম আছে।

কেউ যদি আগের অবস্থা জানে কিন্তু পরের অবস্থ না জানে, অথবা এখনকার অবস্থা জানে কিন্তু পরের অবস্থা না জানে, তবে সেটি তাকে পরের অনুসন্ধানের জন্য অনুসন্ধানী প্রশ্ন হিসেবে রাখতে বলুন। বলুন, "বাহ এটা তো খুব ইন্টারেস্টিং, মজার! কাল থেকে আমরা যে অনুসন্ধানী কাজ করবো, তার জন্য এটি তুলে রাখো"।

এভাবে প্রশ্নোত্তর ও পরিকল্পিত কাজের মধ্য দিয়ে তাদেরকে পরিবর্তন অন্বেষণে আগ্রহী করে তুলতে হবে।

এলাকাভিত্তিক পরিবর্তন অনুসন্ধান প্রকল্প-১:

শিক্ষার্থীরা তাদের এলাকায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন- খাদ্য/ খেলা/ পোশাক/যাতায়াত ব্যবস্থা/ প্রাকৃতিক পরিবেশ/ কৃষি প্রভৃতিতে পরিবর্তন অন্বেষণের জন্য প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করবে। এ কাজে শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে পারে। আমরা সবসময় তাদের সহযোগিতা করবো।

অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন তৈরি করা :

অনুসন্ধান শুরু হয় মূলত প্রশ্ন থেকে যার উত্তর আমরা অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক ধাপ অনুসরণ করে খুঁজে বের করি। অনুসন্ধানের প্রশ্নটি এমন হওয়া দরকার যেন:

১। সেটি অজানা এবং এটি জানার জন্য তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের দরকার। যেমন- কত সালে এলাকার একটি সেতু বা ব্রিজ তৈরি হয়েছিল এটি অনুসন্ধানের জন্য উপযুক্ত প্রশ্ন নয়। বরং সেখানে আগে মানুষ কিভাবে যাতায়াত করত এবং এখন কিভাবে করে সেটি অনুসন্ধানের জন্য ভাল প্রশ্ন।

২। প্রশ্নটি জানার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ থাকা প্রয়োজন। নইলে তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে অনুসন্ধানের। মনে রাখব আমাদের জন্য কোন একটি প্রশ্ন হাস্যকর মনে হতে পারে, বা তুচ্ছ মনে হতে পারে, কিন্তু সেটি শিক্ষার্থীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ও মজার মনে হতে পারে। তাদের আগ্রহ কে আমরা গুরুত্ব দেবো।

৩। পোষণের উত্তর পেতে হলে আমাদের কার কাছে জেতে হবে বা কোথায় জেতে হবে, কী করতে হবে (বই পড়ে, কারও কাছ থেকে শুনে, কোন জাদুঘরে গিয়ে, এলাকা পর্যবেক্ষণ করে ইত্যাদি) সেটি যেরেসেই প্রশ্ন থেকে ধারনা পাওয়া যায়। প্রশ্ন খুব ই জটিল ও ব্যাপক হলে এটি সম্ভব হবে না। যেমন- "আমাদের এলাকার মানুষের জীবন যাত্রার কিরকম পরিবর্তন এসেছে"? এর বদলে "এলাকার মানুষের খাদ্যাভ্যাস, চাষ বাস, বাড়ি ঘর ইত্যাদি নিয়ে তারা প্রশ্ন তৈরি করতে পারে।

৪। প্রশ্নের উত্তর পেতে তাদের যা যা করতে হবে তা কি তাদের পক্ষে করা সম্ভব কিনা তা বিবেচনা করতে হবে। যেমন যদি এজন্য অনেক দূরে যেতে হয়, বা যদি অনেক দামী কিছু কিনতে হয়, বা কোন বিপদজনক পরীক্ষা করতে হয় তবে সেরকম প্রশ্ন তাদেরকে বিবেচনা সাপেক্ষে বাদ দিতে বলব।

৫। তাদের এই অনুসন্ধানটি নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা প্রয়োজন। কারণ এর মধ্য দিয়ে তাদের অনুসন্ধানের সব গুলো ধাপের ধারনা পাওয়া দরকার যেই ধারনা তারা পরবর্তী শিখন অভিজ্ঞতার জন্য ব্যবহার করবে। এজন্য তাদের এই পরিবর্তনের প্রশ্নটি এমন হওয়া প্রয়োজন যেন তার জন্য ১ সপ্তাহের বেশি সময় না লাগে (যে সময়ে তারা তাদের পুরো কাজ শেষে উপস্থাপনা করবে সেটি বিবেচনা করে)।

তাদের প্রশ্ন তৈরি হলে পৃষ্ঠা ৫০ এ দেয়া ছক অনুযায়ী তাদের বিবেচনা করে অনুসন্ধানের জন্য উপযুক্ত প্রশ্ন নির্বাচন করতে বলবো। যখন প্রতি দল একটি করে পরশ অনুসন্ধানের জন্য নির্বাচন করবে, তখন আমরা এই ছক অনুযায়ী তাদের প্রশ্ন যদি অনুসন্ধানের উপযুক্ত না হয় তাহলে তা কিছু পরিমার্জন করে নিতে বলবো অথবা, অন্য একটি উপযুক্ত প্রশ্ন নির্বচনে সাহায্য করব। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যেন প্রশ্ন আসে তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

আমাদের প্রশ্নগুলো কি অনুসন্ধানের উপযোগী? চলো মিলিয়ে দেখি

আমাদের প্রশ্নগুলো কি অনুসন্ধানের উপযোগী? চলো মিলিয়ে দেখি (✓/× দেই)

প্রশ্ন	প্রশ্নটির উত্তর আমরা এখানো জানিনা	প্রশ্নটির উত্তর জানার আগ্রহ আছে আমাদের	প্রশ্নের উত্তর পেতে কী করতে হবে, কার কাছে বা কোথায় যেতে হবে তা বুঝতে পারছি	প্রশ্নটির উত্তর পেতে যা করা দরকার তা আমরা করতে পারবো	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে পাওয়া সম্ভব
১।					
২।					
৩।					
৪।					

সেশন-১৪

অনুসন্ধানের পরিকল্পনার প্রস্তুতি :

- এরপর শিক্ষার্থীরা বাছাই করা প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর অনুসন্ধানের জন্য দলে আলোচনা করে বাস্তবায়নযোগ্য সহজ পরিকল্পনা তৈরি করবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করবে। এই প্রক্রিয়াটি দুই পর্বে করা যাবে। শিক্ষার্থীরা প্রথম পর্বে তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা করবে এবং দ্বিতীয় পর্বে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করবে।
- প্রথম পর্বের পরিকল্পনা করার জন্য তারা নিচের ধরণের ছক ব্যবহার করতে পারে (এটা একটি উদাহরণ মাত্র। আমরা প্রয়োজনে উদ্দেশ্য পূরণের উপযোগী এ ধরণের অন্য কোনো ছকও তৈরি করে ব্যবহার করতে পারি)।

দলের নাম:

দলের সদস্যদের নাম:

১। অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন:

২। প্রশ্নটিতে সন্নিবেশিত মূল বিষয়সমূহ (Key Concepts):

৩। কোথায় বা কার কার কাছে গেলে প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে জানা যাবে:

৪। এজন্য তাকে কী কী প্রশ্ন করতে হবে এবং/বা পর্যবেক্ষণ/ ছবি/ নিদর্শন/ মুদ্রিত উৎস থেকে তথ্য/ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবে:

শিক্ষার্থীরা দলীয় পরিকল্পনা পোস্টারের মাধ্যমে উপস্থাপন করবে।

প্রতিটি দলের পরিকল্পনা শোনার পর শ্রেণির অন্য শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে নিম্নলিখিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিমার্জন করবো ও পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ দেবো।

অনুসন্ধানের ধাপ	বিচার বিশ্লেষণের মানদন্ড
১। অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন:	-চ্যালেঞ্জিং, -বাস্তবায়নযোগ্য -তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণযোগ্য - সুনির্দিষ্ট (যেন ভাব/অর্থগত দ্ব্যর্থতা না থাকে)
২। প্রশ্নটিতে সন্নিবেশিত মূল বিষয়সমূহ (Key Concepts):	-প্রশ্নে সর্বোচ্চ দুইটি বিষয় সন্নিবেশিত থাকবে -বিষয়গুলো সুনির্দিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে তথ্য সংগ্রহের উপযোগী হয়
৩। কোথায় বা কার কার কাছে গেলে প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে জানা যাবে:	-উৎসটি যথার্থ, নির্ভরযোগ্য ও সত্যনিষ্ঠ হতে হবে - উৎসের সহজলভ্যতা গুরুত্বপূর্ণ
৪। এজন্য তাকে কী কী প্রশ্ন বা পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং কোন কোন ছবি/ নিদর্শন/ মুদ্রিত উৎস থেকে তথ্য ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবে:	- প্রশ্নটির উত্তর অন্বেষণে তথ্য সংগ্রহের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত উপকরণটির ব্যবহার -প্রশ্নমালা তৈরি করলে তা হবে সহজবোধ্য ও সংখ্যায় পরিমিত -বিষয়বস্তুর সাথে প্রাসঙ্গিক -পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে তথ্য নথিভুক্ত (জবপড়ৎফ) করার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকবে, যেমন-চেকলিস্ট, ভিডিও ফিল্ড নোট ইত্যাদি।

- বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কাছে আরো পরিস্কার করার জন্য শিক্ষক নিচে যুক্ত পরিকল্পনা বিচার-বিশ্লেষণের ছক-এ ব্যবহৃত পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষার্থীদের বিষয়টি আরো ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবেন।

পরিকল্পনার বিচার-বিশ্লেষণ

অনসন্ধানের ধাপ	বিচারের মানদণ্ড	উদাহরণ
১। অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন	● চ্যালেঞ্জিং (যে প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না, কিন্তু জানতে চাই, কেননা তা আমার বয়সিদের জন্য আকর্ষণীয়) ● বাস্তবায়নযোগ্য ● তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণযোগ্য ● সুনির্দিষ্ট	আগে এই এলাকার মানুষ কী ধরনের খাবার খেতো আর এখন কেমন খাবার খায়? অথবা অতীত ও সাম্প্রতিককালে আমাদের এলাকার খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন হয়েছে কী? হয়ে থাকলে কী পরিবর্তন হয়েছে?
২। প্রশ্নের মধ্যে থাকা মূল বিষয়গুলো (Key Concepts)	● প্রশ্নের মধ্যে সর্বোচ্চ দুইটি মূল বিষয় থাকবে। ● বিষয়টি/গুলো সুনির্দিষ্ট হবে	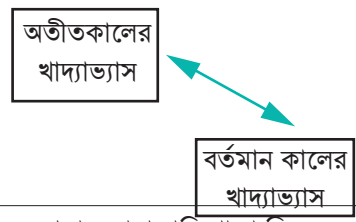
৩। কোথায় বা কার কাছে গেলে প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে জানা যাবে?	● যা জানতে চাচ্ছি তা জানার জন্য এই উৎসটিই যথার্থ হবে। ● এমন হবে যাতে নির্ভর করা যায়। ● সত্যনিষ্ঠ ও সহজলভ্য।	১। আমার কাছাকাছি থাকা তিন বন্ধু (বর্তমান সময়ের খাদ্যাভ্যাস জানার জন্য) ২। আমার দাদি ও বয়স্ক প্রতিবেশী (অতীতের খাদ্যাভ্যাস জানার জন্য)
৪। এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য নির্ধারিত ব্যক্তি/বস্তু/জায়গা ইত্যাদির কাছ থেকে কীভাবে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে?	● যে উপায়ে জানার চেষ্টা করছি সেটিই সবচেয়ে উপযুক্ত উপায়। ● কোনো মানুষের জন্য প্রশ্নমালা তৈরি করলে তা হবে সহজবোধ্য, তা ৫/৬টি প্রশ্নে সীমাবদ্ধ হলে ভালো হয় এবং সেগুলো বিষয়বস্তুর সাথে প্রাসঙ্গিক হতে হবে। ● যদি পর্যবেক্ষণ করি তবে সেক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের ফলাফল কিভাবে লিখে রাখবো বা রেকর্ড করবো তার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা।	এদের সাক্ষাৎকার নেব। সাক্ষাৎকারে বন্ধুদের জন্য প্রশ্নমালা ১। তুমি সাধারণত সকালে কী কী খেয়ে থাকো? ২। তুমি সাধারণত দুপুরে কী কী খাবার খেয়ে থাকো? ৩। তুমি বিকালে নাশতা হিসেবে কী খাবার খাও? ৪। তুমি রাতে কী কী খাবার খাও? বয়স্ক ব্যক্তির জন্য প্রশ্নমালা ১। আপনি যখন ছোট ছিলেন তখন সকালে নাস্তা হিসেবে কী কী খাবার খেতেন? ২। -------দুপুরে----? ৩। ------বিকালে---? ৪। ------রাতে----?

সেশন-১৫-১৮

এই তিনটি সেশনে আগের ক্লাসে তৈরি করা পরিকল্পনার ছক ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা তথ্য সংগ্রহ করবে এবং প্রতিটি ধাপে আমরা সার্বিক সহযোগিতা করবো।

তথ্য সংগ্রহ:

- চূড়ান্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যেক দল আগেই উল্লিখিত উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করবে।
- প্রথম কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমে অভিভাবক ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সিনিয়র শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় দলগুলোকে তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় আমরা সার্বিক সহযোগিতা দেবো।

সেশন-১৯-২০

এই দুই সেশনে শিক্ষার্থীরা সংগ্রহ করা তথ্য বিশ্লেষণ করবে। আমরা বিশ্লেষণের বিভিন্ন ধাপ ব্যবহার করে তাদেরকে তথ্য বিশ্লেষণে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করবো।

তথ্য বিশ্লেষণ:

- শিক্ষার্থীরা প্রাপ্ত তথ্যকে এমনভাবে সাজাবে যেন তারা তাদের অনুসন্ধানের উত্তর খুঁজে পায়। বর্ণনামূলক তথ্য, যেমন- সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য তারা শিক্ষক সহায়িকার পৃষ্ঠা নং ৩৬ এ যুক্ত পরিকল্পনা বিচার বিশ্লেষণের ছকে উল্লিখিত মূলবিষয় বা (Key Concepts) এর ধারণা অনুযায়ী নিজেদের অনুসন্ধানের প্রশ্ন থেকে যে মূল বিষয়বস্তু বের করেছে তার সাথে সম্পর্ক রেখে বিন্যস্ত করবে বা সাজাবে।
- এছাড়া সংখ্যাবাচক তথ্য সহজ উপায়ে হিসাব-নিকাশ করে (যেমন-যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, শতকারা হার, অনুপাত, গড়, ক্রমানুসারে সাজানো প্রভৃতি বয়সোপযোগী গাণিতিক প্রক্রিয়া) অনুসন্ধানে ব্যবহৃত প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করবে।
- এ পর্যায়ে আমরা এই কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত ধারণাগুলো, যেমন- তথ্য, তথ্যের উৎস (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস), তথ্য সংগ্রহের উপকরণ, তথ্য বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ইত্যাদি ধাপগুলো তাদেরই প্রকল্প সম্পাদনের বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্রম থেকে শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরবো।
- শিক্ষার্থীরা তথ্য সংগ্রহ করার পর সেই তথ্য থেকে সব সময় সরাসরি প্রশ্নের উত্তর নাও আশতে পারে। সেটিকে সাজাতে বা কোন হিসাব নিকাশ করতে তাদের দিক নির্দেশনা দিন প্রতি দলে। যেমন- সারণি ব্যবহার করে, দরকার হলে শতকরা বা গড় বের করে, সাক্ষাৎকার থেকে বর্ণনা মূলক তথ্য থেকে মূল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে ও সেগুলো একত্র করতে। এই পর্যায়ে তথ্য বিশ্লেষণ কে আমরা সরল রাখার চেষ্টা করব।

সেশন-২১-২৩

এই দুই সেশনে প্রত্যেকটি দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। উপস্থাপন শেষে আমরা তাদের নির্দিষ্ট ছক ব্যবহার করে মূল্যায়ন করবো। শিক্ষার্থীরা নিজেরা ও প্রদত্ত ছক ব্যবহার করে দিজেদের মূল্যায়ন করবে।

উপস্থাপন:

এরপর নির্বাচিত দল শ্রেণিকক্ষে সকলের উপস্থিতিতে অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া উল্লেখ/ব্যাখ্যা করে নিজ দলের প্রকল্প প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে। এতে তারা বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করবে, যথা - লিখিত রিপোর্ট, পাওয়ার পয়েন্ট, মডেল, ফ্লিপ চার্ট, তথ্যচিত্র, অভিনয়, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, পেইন্টিং, চিত্রকলা, আলোকচিত্র, কমিকস ইত্যাদি। শিক্ষার্থীরা নিজেদের উপস্থাপনায় ন্যূনপক্ষে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করবে, তবে তারা চাইলে অন্যান্য বিষয়ও এর সাথে যুক্ত করতে পারবে। দলগত উপস্থাপনের সময় আমরা নিজেরা এবং অন্যদলের সদস্যরা উপস্থাপনকারীদের অনুসন্ধানের বিষয়ে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করবো। এতে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতির ধাপসমূহ উপলব্ধিতে সংশ্লিষ্ট সকলে উপকৃত হবো।

দলের নাম:
সদস্যদের নাম:

১। অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন:
২। প্রশ্নটিতে সন্নিবেশিত মূল বিষয়সমূহ (Key Concepts):
৩। তথ্যের উৎস:
৪। তথ্য সংগ্রহের উপকরণ:
৫। তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি:
৬। সিদ্ধান্ত গ্রহণ

- **উপস্থাপন শেষে নিচে যুক্ত ছকের মাধ্যমে প্রতিটি দলকে তাদের কাজ সম্পর্কে ভাবার সুযোগ তৈরি করে দেবো যাতে নিজেরা নিজেদের কাজ মূল্যায়ন করতে পারে।**

১. আমি কী কী কাজ করেছি?

---

২. আমার এ কাজটি করতে কেমন লেগেছে?

---

৩. কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম কী? কীভাবে তার সমাধান করেছিলাম?

সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম	যেভাবে সমাধান করেছি/করার চেষ্টা করেছি	ভবিষ্যতে করণীয়

৪. ---------- (আরও কিছু প্রশ্ন তুমি নিজেও যোগ করতে পারো, যা তোমার কাজটিকে বিশ্লেষণে সাহায্য করবে বলে তুমি মনে করো।)

মূল্যায়ন:

শিক্ষার্থীরা যে অনুসন্ধান কাজটি করবে তার উপস্থাপনাকে আমরা নিচের ছকটি ব্যবহার করে মূল্যায়ন করব।

	দক্ষ	বিকাশ মান
অনুসন্ধানের ধাপগুলো সম্পর্কে ধারণা	সবগুলো ধাপ সম্পর্কে সঠিক ধারণা আছে	কিছু কিছু ধাপ সম্পর্কে সঠিক ধারণা আছে।
প্রশ্ন উত্থাপন করা	এমনভাবে প্রশ্ন করতে পারে যাতে- চ্যালেঞ্জিং • বাস্তবায়নযোগ্য • তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণযোগ্য	এক বা দুইটি বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়েছে
তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা	• অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন থেকে মূল বিষয়বস্তু চিহ্নিত করতে সক্ষম • তথ্য সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত উৎস চিহ্নিত করতে পারে • তথ্য সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত উপকরণ বাছাই বা উন্নয়ন করতে পারে	এক বা দুইটি বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়েছে
তথ্য সংগ্রহ	উপকরণ/পদ্ধতি অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে	উপকরণ/পদ্ধতি অনুসরণ করে আংশিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে
বিশ্লেষণ	তথ্যের শ্রেণিকরণ/বিন্যাস ও প্রাথমিক বিশ্লেষণ করতে পারে	আংশিকভাবে তথ্য বিন্যস্ত ও বিশ্লেষণ করতে পারে
সিদ্ধান্ত গ্রহণ	বিশ্লেষণকৃত তথ্য ব্যবহার করে প্রশ্নের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে	সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারে কিন্তু তা প্রশ্নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না
শেয়ারিং	উপযুক্ত মাধ্যম ব্যবহার করে কার্যকরভাবে প্রাপ্ত ফলাফল ও প্রক্রিয়া শেয়ার করতে পারে	উপযুক্ত মাধ্যম ব্যবহার করে শেয়ার করতে পারে কিন্তু কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনে উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে
অংশগ্রহণ ও ভূমিকা/ অংশগ্রহণের ধরণ	কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করা	• অনুসন্ধানের সকল ধাপে অংশগ্রহণ করছে কিন্তু সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন • সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে কিন্তু সকল ধাপে অংশগ্রহণ করেনি

প্রারম্ভিক	শিক্ষকের সহযোগিতার ধরণ (যদি প্রয়োজন থাকে)
ধাপগুলো শিক্ষার্থীর সঠিকভাবে বুঝতে হবে	
অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্নের সবগুলো বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেই দিকনির্দেশনা প্রয়োজন	
সবগুলো ক্ষেত্রেই দিকনির্দেশনা প্রয়োজন	
তথ্য সংগ্রহের জন্য আরো দিকনির্দেশনা প্রয়োজন	
তথ্য বিশ্লেষণে আরো দিকনির্দেশনা প্রয়োজন	
সিদ্ধান্ত গ্রহণে আরো দিকনির্দেশনা প্রয়োজন	
উপযুক্ত মাধ্যম ব্যবহার করে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনে আরো দিকনির্দেশনা প্রয়োজন	
অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপেই দিকনির্দশনা ও প্রেষণা দেয়া প্রয়োজন	

এবার আমরা শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে লাইব্রেরি, ইন্টারনেট ও বই ঘেঁটে অনুসন্ধান বলতে কী বুঝায় তা জানতে সাহায্য করবো। এ প্রক্রিয়াটি গবেষকের কাজ কিনা তা অনুধাবন করতে সহযোগিতা করবো।

এরপর আমরা শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে পাঠ্যপুস্তক, ইন্টারনেট ও অন্যান্য উৎস থেকে তথ্য নিয়ে অনুসন্ধান, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, গবেষণা, সামাজিক অনুসন্ধানের ধাপসমূহ, তথ্য, তথ্যের উৎস, তথ্য সংগ্রহের কৌশল, তথ্য সংগ্রহের উপকরণ, তথ্য বিশ্লেষণ প্রভৃতি ধারণাগুলো ব্যাখ্যা করার কাজটি অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে দেবো।

সহপাঠী মূল্যায়নঃ

পুরো অনুসন্ধানী কাজের প্রক্রিয়ায় একজন শিক্ষার্থী কতটুকু অংশগ্রহণ করছে তা আসলে সেই দলের অন্য শিক্ষার্থীরা ভালো মূল্যায়ন করতে পারবে। শিক্ষার্থীরা হয়ত এ ধরনের সহপাঠী বা সতীর্থ মূল্যায়ন আগে করেনি। তাই তাদের বুঝিয়ে বলবও কি করতে হবে (পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮ এর ছক অনুযায়ী), এবং সঠিক ভাবে মূল্যায়নে উৎসাহিত করবো আমরা। প্রত্যেক দল তাদের দলের প্রত্যেক বন্ধুর বইতে পারদর্শিতার স্তরটি ৬৭-৬৮ পৃষ্ঠায় চিহ্নিত করবে। এটি তারা করবে দলে আলোচনা করে। শিক্ষার্থীদের বলতে হবে এর উদ্দেশ্য বন্ধুকে আরও ভালো কাজ করতে সাহায্য করা।

একজন সাক্ষাৎকার নিচ্ছে, আরেকজন নোট নিচ্ছে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা

গ্রামের ৫ জন গোল হয়ে বসেছে। সাথে ২ জন শিক্ষার্থীও আছে

পর্যবেক্ষণ

সতীর্থ মূল্যায়নের রুব্রিক্স: দলীয় কাজে অংশগ্রহণেল ছক

মূল্যায়নের ক্ষেত্র:----------

নাম: ----------

শিখনের ক্ষেত্র	কাজে অংশগ্রহণের ধরণ		
	পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে	আংশিক অর্জিত হয়েছে	বন্ধুটির আমাদের সাহায্য প্রয়োজন
১. প্রশ্ন উত্থাপন	আমাদের বন্ধুটি দলে ৩টির বেশি চ্যালেঞ্জিং প্রশ্ন উত্থাপর করেছে।	আমাদের বন্ধুটি দলে ২/১টি চ্যালেঞ্জিং প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।	আমাদের বন্ধুটির অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন করতে বেশ সমস্যা হচ্ছে।
২. তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা	তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনায় বন্ধুটি মূল বা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যেমন তথ্য উৎস চিহ্নিত করা, তথ্য সংগ্রহের উপকরণ তৈরি করা।	তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনায় বন্ধুটি অংশগ্রহণ করেছে, মতামত দিয়েছে।	তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনায় বন্ধুর ভবিষ্যতে আরও অংশগ্রহণ আশা করছি।
৩. তথ্য সংগ্রহ	আমাদের বন্ধুটি তথ্য সংগ্রহ সরাসরি অংশগ্রহণ করছে অর্থাৎ সে কোনো না কোনো তথ্য সংগ্রহ করেছে	বন্ধুটি তথ্য সংগ্রহে সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও সাহায্য করেছে যেমন-নোট নিতে রেকর্ড করতে ইত্যাদি	আমাদের বন্ধুটির তথ্য সংগ্রহে আরও সাহায্য আশা করি ভবিষ্যতে
৪. তথ্য বিশ্লেষণ	বন্ধুটি সরাসরি তথ্য বিশ্লেষণ করেছে।	বন্ধুটি তথ্য বিশ্লেষণে সাহায্য করেছে-আইডিয়া দিয়েছে, পরিকল্পনা করেছে, কিছু হিসাব নিকাশ সাহায্য করেছে।	তথ্য বিশ্লেষণে ভবিষ্যতে বন্ধুটির আরও অংশগ্রহণ আশা করছি।
৫. সিদ্ধান্ত গ্রহণ	তথ্য সাজানো গোছানোর পর ফলাফল বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে বন্ধুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যৌক্তিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পেরেছে।	সাজানো তথ্য থেকে আংশিকভাবে সিদ্ধান্তে/ ফলাফলে পৌছাতে পেরেছে, যুক্তি দাড় করাতে সাহায্য করেছে।	বন্ধুটির সিদ্ধান্ত/ফলাফলে পৌছানোর জন্য সাহায্য প্রয়োজন।
৬. প্রতিফলন/ কাজের বিচার বিশ্লেষণ	বন্ধুটি প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপে দলের কাজের বিচার বিশ্লেষন করেছে, দল তাতে উপকৃত হয়েছে, ভুল ত্রুটি বুঝতে পারা গেছে।	বন্ধুটি কিছু ধাপে কাজেও বিচার বিশ্লেষণ করেছে।	বন্ধুটির অনুসন্ধানী কাজে বিচার বিশ্লেষন/প্রতিফলন বিষয়টির দিকে আরও নজর দিতে হবে।
৭. অনুসন্ধানী কাজে সার্বিক অংশগ্রহণ	আমাদের বন্ধুটি পুরো অনুসন্ধানী প্রক্রিয়ায় স্বত:স্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে।	বন্ধুটি কিছু কিছু ধাপে স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেছে অথবা প্রতিটি ধাপেই অংশগ্রহণ করেছে তবে স্বতস্ফূর্ত নয়।	বন্ধুটিকে আমাদের আরও বেশি উৎসাহ দিয়ে দলের কাজে আগ্রহ তৈরি করতে হবে।

পারদর্শিতার নির্দেশক ১ এর ৬ মাস পরের সামষ্টিক মূল্যায়নঃ

[এক্ষেত্রে ৬ মাস এর শেষে দিকে শেষ যে অনুসন্ধানী কাজ শিক্ষারহিরা করবে তার মূল্যায়ন (একই রুব্রিক্স ব্যবহার করে) টি ৬ মাসের পরের সামষ্টিক মূল্যায়ন হিসেবে রেকর্ড করব। সেটি যেকোনো অধ্যায়ের হতে পারে। প্রয়োজন হলে ২ মাস পরের সামষ্টিক মূল্যায়নের গাইডলাইনটি দেখে নেই।]

সেশন-২৪

অনুসন্ধানের প্রতিফলন ও তার মূল্যায়ন:

শুধু শেষে নয় বরং পুরো অনুসন্ধান প্রক্রিয়া চলাকালে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধাপে তাদের ভাবনার প্রতিফলন ঘটাবে। এজন্য তারা প্রত্যেকে একটি করে "অনুসন্ধান ডায়েরি" রাখবে ও তাতে নিচের প্রশ্নসহ তাদের ব্যক্তিগত মতামত, অনুভূতি ও তাদের যা প্রয়োজনীয় মনে হয় তা লিখে রাখবে:

১। এই ধাপে দলে আমরা কী কী করেছি?

২। কাজগুলো করতে কী কী সমস্যায় পড়েছি, কীভাবে তা সমাধান করলাম?

৩। অন্য কোনোভাবে/ বিকল্প উপায়ে কি কাজগুলো করা যেত?

৪। কোন কাজটি করতে আমার সবেচেয়ে ভালো লেগেছে? কেন?

এছাড়াও জার্নালে ও টিজিতে উল্লিখিত ২টি ধাপের জন্য আলাদা তথ্য বক্স থাকতে পারে। পরে শিক্ষার্থীরা এ সকল তথ্যের ভিত্তিতেই তাদের প্রতিবেদন / উপস্থাপনা তৈরি করবে।

এছাড়া পুরো প্রক্রিয়া চলাকালে প্রতি দলের জন্য একটি পোস্টার ক্লাসরুমে টাঙানো থাকতে পারে। শিক্ষার্থীরা যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চায় সে রকম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন লিখবে। (তাদেরকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সমাধান/উত্তর খুঁজতে আগেই উৎসাহিত করবো) শ্রেণিকক্ষে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো ও সবাই মিলে সমাধানের চেষ্টা করবো।

শিক্ষকের জন্য প্রশ্ন

১.

২.

সেশন-২৫

অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া বিষয়ক পর্যালোচনা:

আমরা শিক্ষার্থীদের কাছে গবেষণার মৌলিক ধাপগুলো ব্যাখ্যা করবো। (একাজে পাওয়ার পয়েন্ট/ভিডিও/ পোস্টার ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারি)। এবারে শিক্ষার্থীরা তাদের পুরো কাজের প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করে সেখানে এই ধাপগুলা চিহ্নিত করবে। ধাপ ছাড়াও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শব্দ, যেমন- তথ্য, তথ্য-উৎস ইত্যাদিও ব্যাখ্যা করবো যা শিক্ষার্থীরা তাদের অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় চিহ্নিত করবে।

প্রতিফলন:

অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় প্রতি ধাপে প্রতিফলন খুব জরুরি। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা প্রতি ধাপে কি করলো, কেন করলো, কি সমস্যার সম্মুখীন হলও, তা থেকে পরিত্রাণের জন্য কি করলো, এই কাজ টি আবার করলে তারা কী কী ভিন্ন ভাবে করতো, কাজটি করতে কেমন লেগেছে, নতুন যে যে প্রশ্ন মাথায় এসেছে ইত্যাদি নিয়ে তারা চিন্তা ভাবনা করবে, লিখে রাখবে। এজন্য তারা একটি ডায়েরি তে এগুলো লিখে রাখবে (পৃষ্ঠা ৫৭ তে নমুনা দেয়া আছে)। একে আমরা প্রতিফলন ডায়েরি বা জার্নাল বলতে পারি। তরা নিজেরাও কোনো নাম দিতে পারে। এটি তারা কাগজ সেলাই করে বা স্টেপলার লাগিয়ে বানাতে পারে অথবা কেনা ডায়েরি ব্যবহার করতে পারে। দলে কাজ করলেও প্রতিফলন তারা লিখবে একক ভাবে নিজে নিজে চিন্তা করে। পরে সেটি নিয়ে তারা দলে আলচনা করতে পারে। একই ডায়েরি তারা অন্যান্য অধ্যায়ের/ থিম এর অনুসধানের ক্ষেত্রে, বা অন্য বিষয়ের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে, এমনকি পরের শ্রেণিতেও ব্যবহার করতে পারে।

পারদর্শিতার নির্দেশক-২ ও ৩ এর জন্যঃ

শিক্ষার্থীদের প্রতিফ্লন্মুলন জার্নালের চর্চার প্রমাণ ব্যবহার করবো আমরা ৬ মাস এবং ১২ মাস এর সামষিক মূল্যায়ন রেকর্ডের জন্য। নিচের রুব্রিক্স ব্যবহার করে প্রতি শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করব।

পারদরশিতার নিরদেশক-২ এর জন্য	দক্ষ (৩ পয়েন্ট)	বিকাশমান (২ পয়েন্ট)	প্রারম্ভিক (১ পয়েন্ট)
প্রতিফলন	অনুসন্ধানী কাজের প্রতিফলনে এই প্রক্রিয়ায় তার সবলতা, দুর্বলতা সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারেনি।	অনুসন্ধানী কাজের প্রতিফলনে এই প্রক্রিয়ায় তার সবলতা, দুর্বলতা চিহ্নিত করতে পারলেও পরবর্তীতে করনিয় প্রতিফলিত হয়নি।	অনুসন্ধানী কাজের প্রতিফলনে এই প্রক্রিয়ায় তার সবলতা, দুর্বলতা ও পরবর্তীতে করনিয় উঠে এসেছে।

পারদরশিতার নিরদেশক-৩ এর জন্য	দক্ষ (৩ পয়েন্ট)	বিকাশমান (২ পয়েন্ট)	প্রারম্ভিক (১ পয়েন্ট)
অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারে আগ্রহ	শিক্ষার্থী শুধুমাত্র নির্দেশ করা হলেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে অনুসন্ধান করেছে।	শিক্ষার্থী নির্ধারিত এই কাজ ছাড়াও অন্য কাজেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কিছু কিছু ধাপ অনুসরণ করেছে।	শিক্ষার্থী এই কাজ ছারাও অন্য কাজেও সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ধাপ মেনে অনুসন্ধান করেছে

এছাড়াও প্রতি দল একটি করে পোস্টার টাঙাবে দেয়ালে আর তাতে তাদের অনুসন্ধানী কাজ নিয়ে যে সমস্যা গুলো নিজেরা সমাধান করতে পারছে না সেগুলো লিখে রাখবে। সময় মতন আমরা শিখহকেরা সেগুলো দেখে আলোচনা করে সমাধানের পথ নির্ধারণ করবো। এছাড়া অন্যান্য দলের শিক্ষার্থীদের ও উৎসাহ দেব সাহায্য করার।

	শিখনের মান অর্জিত হয়েছে	শিখনের মান আংশিক অর্জিত হয়েছে	শিখনের মান অর্জনে আরো সহযোগিতা প্রয়োজন	বন্ধুকে সহযোগিতার ধরন (যদি প্রয়োজন থাকে)
প্রশ্ন উত্থাপন করা	এমনভাবে প্রশ্ন করতে পারে যাতে- ● চ্যালেঞ্জিং ● বাস্তবায়নযোগ্য ● তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণযোগ্য	এক বা দুইটি বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়েছে	অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন গুলোর বৈশিষ্ট্যর ক্ষেত্রেই দিকনির্দেশনা প্রয়োজন	
তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা	● অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন থেকে মূল বিষয়বস্তু চিহ্নিত করতে সক্ষম ● তথ্য সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত উৎস চিহ্নিত করতে পারে ● তথ্য সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত উপকরণ বাছাই বা উন্নয়ন করতে পারে	এক বা দুইটি বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়েছে	সব ক্ষেত্রেই দিকনির্দেশনা প্রয়োজন	
তথ্য সংগ্রহ	উপকরণ/পদ্ধতি অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে	উপকরণ/পদ্ধতি অনুসরণ করে আংশিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে	তথ্য সংগ্রহের জন্য আরও দিকনির্দেশনা প্রয়োজন	
বিশ্লেষণ	তথ্যের শ্রেণিকরণ/বিন্যাস ও প্রাথমিক বিশ্লেষণ করতে পারে	আংশিকভাবে তথ্য বিন্যস্ত ও বিশ্লেষণ করতে পারে	তথ্য বিশ্লেষণে আরও দিকনির্দেশনা প্রয়োজন	
সিদ্ধান্ত গ্রহণ	বিশ্লেষণকৃত তথ্য ব্যবহার করে প্রশ্নের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে	সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে কিন্তু তা প্রশ্নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না	সিদ্ধান্ত গ্রহণে আরও দিকনির্দেশনা প্রয়োজন	
শেয়ারিং	উপযুক্ত মাধ্যম ব্যবহার করে কার্যকরভাবে প্রাপ্ত ফলাফল ও প্রক্রিয়া শেয়ার করতে পারে	উপযুক্ত মাধ্যম ব্যবহার করে শেয়ার করতে পারে কিন্তু কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনে উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে	উপযুক্ত মাধ্যম ব্যবহার করে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনে আরও দিকনির্দেশনা প্রয়োজন	
অংশগ্রহণ ও ভূমিকা / অংশগ্রহণের ধরন	কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করা	● অনুসন্ধানের সকল ধাপে অংশগ্রহণ করছে কিন্তু সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন ● সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে কিন্তু সকল ধাপে অংশগ্রহণ করেনি	অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপেই দিকনির্দশনা ও প্রেষণা দেওয়া প্রয়োজন	

সেশন-২৬

অনুসন্ধানের ধাপসমূহ সম্পর্কে গভীর ধারণা:

এছাড়াও প্রতি দল একটি করে সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধান-ভ্রমণের পোস্টার তৈরি করবে। এই জন্য **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুশীলন বই থেকে অনুসন্ধানের ভ্রমণ পথের ছবিতে** যেখানে একেকটি ধাপ হবে একেকটি স্টেশন (ছবি/পিকটোরিয়াল)।

শিক্ষার্থীরা নিচের প্রশ্নগুলোর মত প্রশ্ন করবে। এর ফলে অনুসন্ধানের মূল ধাপ অভিন্ন হলেও যে তা বিভিন্নভাবে করা যায় (যেমন- সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি), এতে বিভিন্ন ধরণের তথ্য পাওয়া যায় (যেমন- সংখ্যা, লেখা, ছবি, ইত্যাদি) এবং বিভিন্নভাবে তথ্যের বিশ্লেষণ করা যায় (যেমন ক্রম অনুযায়ী সাজানো, গড়, অনুপাত, বর্ণনা বা ভাব ইত্যাদি) সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা ধারণা লাভ করবে। শিক্ষার্থীরা ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক দলের পোস্টার দেখবে ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে।

সক্রিয় পরীক্ষণ/প্রয়োগ:

এই অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার সক্রিয় পরীক্ষণের জন্য তারা পরবর্তী যোগ্যতাগুলোর শিখন অভিজ্ঞতাগুলোকে কাজে লাগিয়ে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন নতুন নতুন বিষয়ে অনুসন্ধান চালাবে।

অনুসন্ধানের ভ্রমান পথ:

এই অংশে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন অনুসন্ধনের ধাপ গুলো স্টেশন আকারে দেখাবে (কোন ধাপে কি করেছে তা সংক্ষেপে লিখবে)। সবাই সবারটা দেখবে

ফিডব্যাক :

নিশ্চিত করবো যে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে তথ্য সংগ্রহও, বিশ্লেষণ করলেও, ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খুঁজলেও সব অনুসন্ধানেই মূল ধাপ গুলো এক- এটা শিক্ষার্থীরা অনুধাবন করতে পেরেছে কিনা।

শিক্ষার্থীরা যখন ধাপ গুলোর পরিকল্পনা করবে তখন তাদেরকে প্রথমেই তথ্য, গবেষণা, তথ্য সংগ্রহের উপকরণ, তথ্য বিশ্লেষণ, ফলাফল বা সিধান্ত গ্রহণ এই নাম গুলো বলার দরকার নেই। তাদের কাজের উপস্থাপনার শেষে তাদের কাজএর উদাহরণ দিয়ে অনুসন্ধান, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, গবেষণা, অনুসন্ধানের ধাপ, তথ্য, তথ্য উৎস, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি বা উপকরণ, তথ্য বিশ্লেষণ ইত্যাদি শব্দ গুলো বুঝিয়ে বলবো।

আত্ম মূল্যায়ন:

নিচের দেয়া ছক অনুযায়ী প্রতি শিক্ষার্থী আত্ম মূল্যায়ন করবে। এক্ষেত্রে তাদের সৎ থাকতে উৎসাহিত করুন। বুঝিয়ে বলুন যে ধীরে ধীরে তাদের অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার উন্নয়নের জন্য তাদের নিজেদের বুঝতে হবে তাদের কোনো ধাপ বাদ পরেছে কিনা।

মূল্যায়ন:

আত্মমূল্যায়ন

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণার ধাপ	হ্যাঁ/না
১। অনুসন্ধানের জন্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেছি	
২। অনুসন্ধানের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন উপস্থাপন করেছি	
৩। প্রশ্ন থেকে মূল বিষয়গুলো খুঁজে বের করেছি	
৪। তথ্যের উৎস নির্বাচন করেছি	
৫। তথ্য সংগ্রহের উপকরণ নির্বাচন করেছি	
৬। তথ্য সংগ্রহ করেছি	
৭। তথ্য বিশ্লেষণ করেছি	
৮। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি	

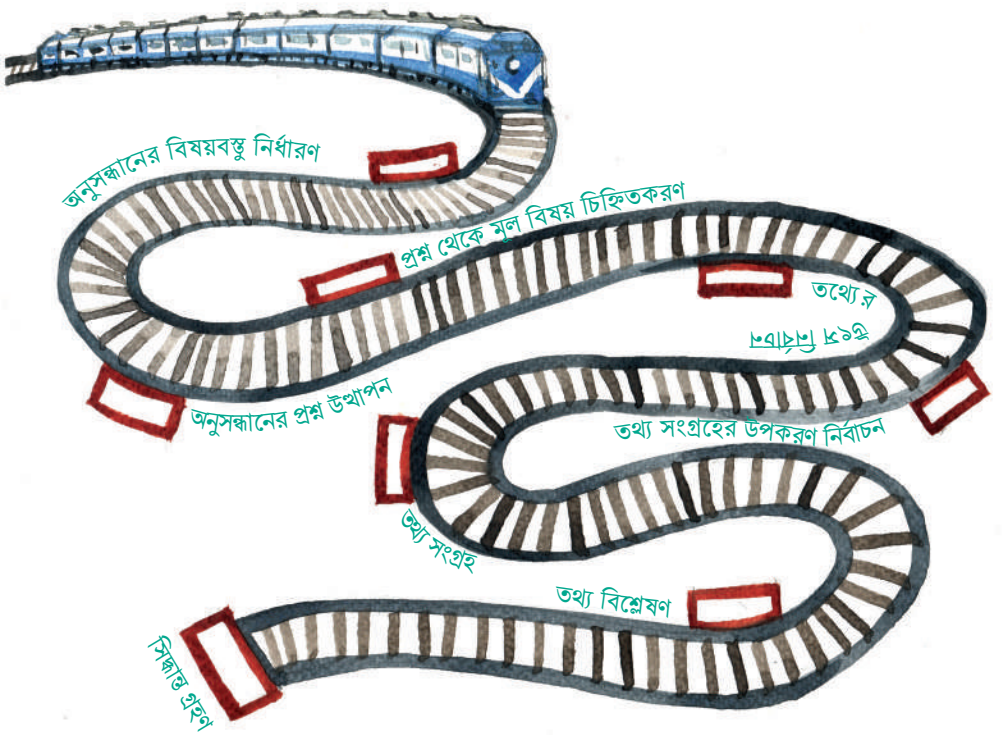

সেশন-২৭

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব

স্কুল ক্লাব বিষয়ক কার্যক্রমসমূহ ধারাবাহিকভাবে না হয়ে অন্যান্য যোগ্যতা বিষয়ক ক্লাস এর মাঝে মাঝে অনুষ্ঠিত হতে পারে যাতে বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কাছে একঘেয়ে বিষয়ে পরিণত না হয়।

বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ ধ্বংসের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা তৈরি:

আমরা শিক্ষার্থীদের বন্য প্রাণী ও পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলার জন্য পরিবেশ দূষণ ও বন্যপ্রাণীর বিলুপ্তী বিষয়ে শিক্ষার্থীদের বয়সোপযোগী তথ্যচিত্র বা ভিডিও বা কোন বই পড়তে দিতে পারি। এসব কোন কিছুই পাওয়া না গেলে বা গেলেও নিচের বন্যপ্রাণির ছবিগুলো দেখিয়ে বলতে পারি (পাঠ্যপুস্তকে যুক্ত বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব সংক্রান্ত অংশটুকু অবশ্যই পড়ে দেখবো) যে-

ময়ূর

হায়েনা

বেঙ্গল ফ্লোরিক্যান

নীল গাই

বনরুই

শ্লথ ভালুক

- ছবির পাখী ও প্রাণীগুলো দেখতে কেমন লাগছে?
- এই প্রাণীগুলো কোন দেশে পাওয়া যায়?

শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবো যে, কেমন হতো যদি এই প্রাণীগুলো আমাদের চারপাশে সবসময় ঘুরে বেড়াতো?

আরো বলবো যে, সেটা হয়তো আর কখনোই সম্ভব হবে না, কেননা এই প্রাণীদের আর বাংলাদেশে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না- বাংলাদেশে এদের আর একটি প্রাণীও বেঁচে নেই-এগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

অথচ অল্প কিছু দিন আগেও এদের অনেকেই বসবাস করতো বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। ধরা যাক ময়ূরের কথা। মাত্র ১০০ বছর আগেও এরা কাক বা শালিখের মত ঘুরে বেড়াতো সাভারসহ সারাদেশের শালবন ও অন্যান্য বনাঞ্চলে।

বলবো- তোমরা কি জানো কেনো এই সুন্দর সুন্দর প্রাণীরা বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল?

উত্তরে শিক্ষার্থীরা যদি কেউ হ্যাঁ বলে তাহলে তার/তাদের ধারণাটা কি তা শুনবো। তারপর বলবো-এবার তাহলে **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুশীলন বই থেকে আরও** কিছু ছবি আমরা দেখি।

জিজ্ঞাসা করবো যে,

- ছবিগুলো দেখে তোমাদের কী মনে হচ্ছে? প্রত্যেকটি ছবির জন্য একটি করে নাম ঠিক করো এবং তোমাদের পাঠ্যপুস্তকে ছবির নিচের শূণ্যস্থানে লিখ (কোন অবস্থাতেই ছবিগুলোর নিচে লেখা নাম শিক্ষার্থীদের দেখাবেন না বা জানাবেন না। তারা যাতে নিজেরা চেষ্টা করে ছবি দেখে ছবির বিষয়বস্তু অনুযায়ী নাম দেবার।
- ছবিতে যা দেখানো হচ্ছে তার সাথে বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হবার কোনো সম্পর্ক তোমরা কি খুঁজে পাও? উত্তর হ্যাঁ হলে, কী সম্পর্ক রয়েছে তা কি বলতো পারো?

এবার বলবো-চলো, এ প্রশ্ন দ'ুটির উত্তর আমরা দলে বিভক্ত হয়ে দলগতভাবে খুঁজে বের করি। এরপর শিক্ষার্থীরা ৫/৬ জনের ছোট ছোট দলে বিভক্ত হবে। শিক্ষার্থীদের সাথে কোনো একটি দলে যুক্ত হয়ে আমরাও তাদের সাথে প্রশ্নটির উত্তর খুঁজবো। শিক্ষার্থীরা দলে ১০ মিনিট আলোচনা করে প্রশ্ন দুটির উত্তর দলগতভাবে উপস্থাপন করবে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব গঠন:

প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবো যে,

- এসব সমস্যার পেছনে কার ভূমিকা রয়েছে?
- এসব সমস্যা দূর করতে হলে কাকে ভূমিকা পালন করতে হবে?

শিক্ষার্থীরা যদি বলে যে, মানুষকেই ভূমিকা পালন করতে হবে। তাহলে তাদেরকে প্রশ্ন করবো যে,

- মানুষ হিসেবে আমাদের কোন দায়িত্ব আছে কিনা?
- আমরা কীভাবে বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে পারি?

বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ সংরক্ষণের মত এত বড় কাজটি কি আমরা একা একা করতে পারবো?

তাদের উত্তরের প্রেক্ষিতে আবার জিজ্ঞাসা করবো সেক্ষেত্রে আমরা কীভাবে কাজ করলে বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে বেশি ভূমিকা রাখতে পারবো? তারা যদি উত্তরে বলে যে সবাই মিলে কাজ করলে বেশি ভূমিকা রাখা যাবে, তখন সকল শিক্ষার্থীর সম্মতি নেওয়ার জন্য বলবো-তাহলে আমরা বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য একটি ক্লাব গড়ে তুলতে পারি কিনা, যেখানে সবাই মিলে কাজ করা যাবে?

ক্লাব গঠনের সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে জিজ্ঞাসা করবো যে তাহলে, আমাদের ক্লাবের কাজ কী হবে?

এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা ইনক্লুসনের নীতিমালা অনুযায়ী দলে বিভক্ত হয়ে তাদের ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের "শ্যামলী" নামের গল্পটি পড়বে। গল্পটি পড়া শেষ হলে তারা নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে দলে আলোচনা করে গল্পটি থেকে উত্তর খুঁজে বের করবে। তাদের বলবো চলো আমরা গল্পটি থেকে এবার নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি।

- শ্যামলী গল্পের শিক্ষার্থীরা তাদের এলাকার সমস্যাটি কীভাবে চিহ্নিত করেছিলো?
- সমস্যাটি সমাধানের জন্য প্রথমে তারা কী করেছিল?
- সমস্যা সমাধানের জন্য তারা কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলো?

শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে তাদের উত্তরগুলো উপস্থাপন করার পর তাদের কাছে জানতে চাইবো যে তারা তাদের ক্লাবের জন্য তাহলে কী ধরণের কাজ নির্ধারণ করতে চায়?

এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা-

আবারো ৫/৬ জনের দলে বিভক্ত হয়ে ক্লাবের কাজ কী হতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি করবে। দলে কাজ করা শেষ হলে প্রত্যেক দল তাদের তালিকা পোস্টার পেপারে বা অন্য কোন মাধ্যম ব্যবহার করে উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনার সময় সকল শিক্ষার্থী আলোচনার মাধ্যমে সবগুলো দলের তালিকা থেকে যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করে বাস্তবায়ন করা সম্ভব এমন কিছু কাজের তালিকা তৈরি করবে যা ক্লাবের সদস্যরা একক ও দলীয়ভাবে সারা বছর ধরে বাস্তবায়ন করবে। নিচে নমুনা হিসেবে কিছু কাজের তালিকা দেয়া হলো। এটা শুধু আমাদের বোঝার সুবিধার্থে উদাহরণ মাত্র। কোনোভাবেই এটা শিক্ষার্থীদের দেখানো যাবে না, তবে খেয়াল রাখবো। যাতে বিষয় সংশ্লিষ্ট মৌলিক কাজগুলো বাদ না যায়। শিক্ষার্থীরা দলে বসে নিজেদের মত করে নিজেদের এলাকার বাস্তবতা অনুযায়ী কাজের ক্ষেত্র চিহ্নিত করবে।

- ফলজ ও বনজ বৃক্ষ রোপন
- বন্য পশুপাখির আবাসস্থল সংরক্ষণ
- নিজের বিদ্যালয় ও আশেপাশের এলাকায় ময়লা- আবর্জনা ব্যবস্থাপনা
- নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন ও পরিবেশ ধ্বংস বন্ধ করতে সরাসরি উদ্যোগ নেয়া

- বন্য পশুপাখি ও পরিবেশ রক্ষায় জনমত তৈরিতে প্রচারণা
- চিড়িয়াখানা, পার্ক, বিশেষ জীব বৈচিত্র্যসম্পন্ন স্থান যেমন বিল, হাওড়, বন, পাহাড় প্রভৃতি পরিদর্শন
- আহত বা বিপদাপন্ন বন্যপ্রাণীদের আশ্রয় দেওয়া ও তাদের লালন-পালন করা
- ব্যবহার্য দ্রব্য, জ্বালানীসহ সকল ধরণের সম্পদের টেকসই ব্যবহার করা ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করা

এবারে তাদের বলবো কী কাজ করবো তা তো ঠিক করা হলো! চলো এবার আমরা ক্লাবের কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে করার সুবিধার্থে ক্লাবের একটি কমিটি গঠন করি। শিক্ষার্থীরা দলে বসে কমিটির গঠন অর্থাৎ

- মোট সদস্য সংখ্যা,
- কী কী পদ/পদবী থাকবে,
- তাদের কার কী কাজ হবে
- সাধারণ সদস্য কারা হতে পারবে
- সাধারণ সদস্যদের অধিকার ও কর্তব্য কী থাকবে

সে বিষয়ে প্রস্তাবনা তৈরি করবে এবং দলগতভাবে উপস্থাপন করবে। সবাই মিলে আলোচনা করে একটা সাধারণ কাঠামো ও অধিকার এবং দায়িত্বের বিবরণী তারা তৈরি করবে। খেয়াল রাখবো যাতে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক যেন উপদেষ্টা হিসেবে কমিটিতে থাকেন।

তাদের বলবো যে তারা তাদের কাজের সুবিধার্থে পরামর্শের জন্য কাউকে পরামর্শক হিসেবে রাখতে চায় কিনা? একমাত্র তাদের সম্মিতির ভিত্তিতেই পরামর্শক রাখা যেতে পারে।

এরপর শিক্ষার্থীরা স্টুডেন্ট কাউন্সিল এর মতো করে নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের কমিটি গঠন সম্পন্ন করবে। নতুন কমিটি দ্রুতই তাদের প্রথম মিটিং এর তারিখ নির্ধারণ করবে এবং প্রথম মিটিংয়ে তারা পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজা শুরু করবে।

মূল্যায়ন:

সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের মত বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাবের কাজের মূল্যায়নও দীর্ঘ সময় নিয়ে করবো। অনেক কাজেরই ফলাফল পেতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। কাজেই কিছু দিন না গেলে ঐসব কাজের সঠিক মূল্যায়ন ভালোভাবে করা যাবে না। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাবের মূল্যায়নও মূলত শিক্ষার্থী নিজে নিজেকে এবং ক্লাবের সভাপতি বা তার পক্ষে কমিটির কোনো প্রতিনিধি নির্দিষ্ট ছক পূরণের মাধ্যমে করবে। পরিশিষ্টতে মূল্যায়নের ছকগুলো দেয়া হলো। ক্লাবের সদস্যদের সাথে বসে আগেই আমরা পরিকল্পনা করে রাখবো বছরের কোন কোন সময়ে মূল্যায়ন করা হবে। মূল্যায়নের সময় উপস্থিত হলে ক্লাবের সদস্যদের মূল্যায়নের ছকগুলো সরবরাহ করবো।

আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা সাবি ৬.৪:

লিখিত উৎসের সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান থেকে ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধান করে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান উপলব্ধি করতে পারা

মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি:

- ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে জাতীয় স্বার্থকে গুরুত্ব দিতে উদ্বুদ্ধ হবে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সামাজিক ঘটনাকে বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা অর্জন করবে।
- মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবারের ভূমিকা অনুধাবন করবে।
- স্থানীয় প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সাথে মুক্তিযুদ্ধের সম্পর্ক অনুসন্ধান করে নিজস্ব প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল হবে।
- অসাম্প্রদায়িক পরিবেশে বিভিন্ন উৎসব উদযাপন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মাঝে আন্তঃসম্পর্ক অনুধাবনের মাধ্যমে সহমর্মিতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ আরো শক্তিশালী হবে।

সারসংক্ষেপ

শিক্ষার্থীগণ নিজ নিজ এলকায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে একটি অনুসন্ধানমূলক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। এ জন্য আমাদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কিছু কাজ সম্পন্ন করতে হবে। আমরা কাজগুলো দলগতভাবে সম্পন্ন করবো। শিক্ষকরা শুধু সহায়কের ভূমিকা পালন করবো। কোন অবস্থাতেই আমরা শিক্ষার্থীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা কাজ করে দেবো না। কাজ করার জন্য শিক্ষার্থীরা পরিবার ও সমাজের বিভিন্ন মানুষের নিকট থেকে মতামত ও তথ্য গ্রহণ করবে। শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজেরাই পরিকল্পনা করবে এবং এরপর পরিকল্পনা অনুসারে ধাপে ধাপে কাজগুলো সম্পন্ন করবে। প্রকল্পের আওতায় শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে আমাদের সহায়তায় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও লজিস্টিকস) নিজ নিজ এলাকায় /লোকালয়ে মুক্তিযুদ্ধকালীন অবস্থা/ ঘটনা/ উল্লেখযোগ্য স্থান/ সমাজের একক ব্যক্তি/পরিবার/দলগতভাবে মানুষের অবদান সম্পর্কে বর্ষীয়ান বা তথ্যজ্ঞ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবে। মুক্তিযুদ্ধকালীন স্থানীয় জনগনের বাস্তব অবস্থা, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং মুক্তিযুদ্ধের আন্তঃসম্পর্ক, অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ, বিভিন্ন উৎসব উদযাপন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মাঝে আন্তঃসম্পর্ক, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও ঘটনাবলী সম্বলিত স্থান বা প্রত্যক্ষদর্শী প্রভৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান পরিচালনা করবে। এ অনুসন্ধান থেকে তারা অনুধাবন করবে কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের সময় খুব সাধারণ মানুষেরা ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে এক এক জন অনন্য সাধারণ মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। পরিবারগুলো তাদের সীমিত সাধ্য নিয়ে কী অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিল। বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিল। আর অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি ও উৎসব কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে সম্পর্কিত তাও অনুধাবন করবে। এসব উপলব্ধি শিক্ষার্থীদের মাঝে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি

নিয়ে কোন সামাজিক ঘটনাকে বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা তৈরি করবে এবং তাদেরকে দেশপ্রেম, অসাম্প্রদায়িকতা, সহনশীলতা ও পরিবেশ সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ করবে। অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও প্রচার করার জন্য তথ্য প্রযুক্তি সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে। কার্যক্রমটি সুষ্ঠুভাবে ও নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিকভাবে আমরা ও শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকলব্ধ জ্ঞানসহ অন্যান্য উৎস যেমন পত্রিকা, বই, ভিডিও, ইন্টারনেটসহ বিভিন্ন মাধ্যম থেকে তথ্য পর্যালোচনা করবে। কী কী উপায়ে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা সম্পর্কে স্থানীয়ভাবে অনুসন্ধান করা যায় সে বিষয়ে দলগত প্রস্তাবনা তৈরি করবে। অনুসন্ধান পরিচালনার জন্য সাক্ষাৎকার সহায়িকা/ তথ্য ফরম (টুলস) নিজেরাই তৈরি করবে, দলের সবাই যার যার পরিবার থেকে মুক্তিযুদ্ধের সময়কালীন তাদের এলাকায় কাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে সে সম্পর্কে তথ্য যোগাযোগের মাধ্যম বের করে আনবে।

পরিবার হবে শিক্ষার্থীদের তথ্য অনুসন্ধানের প্রাথমিক ক্ষেত্র। দলের প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজ নিজ পরিবারে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করে নিজ এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারনা লাভ করবে এবং তাদের কার্যক্রমের বিস্তারিত পরিকল্পনা জানাবে। বিদ্যালয়ে এসে দলের সবার তথ্য বিশ্লেষণ করে আমাদের সামনে উপস্থাপন করবে এবং সম্ভাব্য তথ্যজ্ঞ ব্যক্তির তালিকা নির্ধারন করবে যার কাছ থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাদের অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ করবে।

প্রত্যেকের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন কৌশল ও সময়সীমা, দলীয় ও ব্যক্তিগত দায়িত্ব, চ্যালেঞ্জসমূহ শ্রেণিকক্ষের বিষয় আমাদের কাছে উপস্থাপন করবে এবং ফিল্ড ট্রিপ/অতিথিদের আমন্ত্রণের পূর্বে নিজেদের কর্মকান্ডের রূপরেখা প্রণয়ন করবে।

শিক্ষার্থীরা সাক্ষাৎকার এর জন্য সুবিধাজনক সময় ও স্থান নির্ধারন করবে এবং পূর্ব প্রস্তুতি অনুযায়ী স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিদের কাছ থেকে শিখনফল ভিত্তিক/ পূর্বনির্ধারিত সাক্ষাৎকার সহায়িকা/প্রশ্নপত্রের উত্তর জানার চেষ্টা করবে। সাক্ষাৎকারসমূহ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হওয়ায় প্রাপ্ত প্রতিটি তথ্য হবে মৌলিক ও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন। দলের শিক্ষার্থীরা সকলেই যাতে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করে অবদান রাখতে পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করবো।

সংগৃহীত তথ্য পরিমার্জন ও বিশ্লেষণ করে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করবে। একই সাথে কীভাবে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন করবে সে সিদ্ধান্ত নেবে (পোস্টার, নাটিকা, গান, ভিডিও, বই ইত্যাদি), প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় কোন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থানে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে, অনুষ্ঠান আয়োজনের সার্বিক প্রস্তুতি (যেমন কোথায়, কীভাবে আয়োজন করবে, কাদের দাওয়াত দিবে, নিজেদের কী ধরণের প্রস্তুতি লাগবে) গ্রহণ করতে আমাদের শ্রেণি শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষকের সহায়তা নিবে। যেকোনো জাতীয় (যেমন ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস, ১৪ই এপ্রিল বাংলা নববর্ষ, ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস) দিবসের সাথে মিলিয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিবাবক ও কমিউনিটির ব্যক্তিবর্গের সামনে উপস্থাপন করবে। পরবর্তিতে কীভাবে কোন পর্যায়ে তাদের অর্জিত জ্ঞান, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও গণতান্ত্রিক চেতনা কাজে লাগাবে সে বিষয়ে চূড়ান্ত উপস্থাপনা করবে। পরিকল্পনা, প্রস্তুতি, সাক্ষাৎকার ও উপস্থাপনাসহ সকল পর্যায়ের কাজসমূহ ভিডিওতে ধারণ করে শিক্ষার্থীরা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় তাদের প্রকল্প হিসেবে সংরক্ষণ ও প্রচার করবে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক এসব তথ্য পরবর্তী গবেষণার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও জাতীয়ভাবে সংরক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে।

সেশন-২৮

ধাপ ১: অনুসন্ধানমূলক প্রকল্পভিত্তিক শিখন সম্পর্কে ধারণা

মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের ভূমিকা বিষয়ক এই কাজটি শিক্ষার্থীরা অনুসন্ধানমূলক প্রকল্প পরিচালনার ধাপ অনুসরণ করে করবে। অনুসন্ধানমূলক কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে ইতোমধ্যে আমরা জানতে পেরেছি। এখন আমরা জানার চেষ্টা করবো প্রকল্পভিত্তিক কাজ বিশেষ করে অনুসন্ধানমূলক প্রকল্পভিত্তিক কাজ কীভাবে করা হয়।

এ পর্যায়ে আমরা ক্লাব কার্যক্রম বিষয়ক আলোচনায় "শ্যামলী" নামের গল্পটির বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করে প্রকল্পভিত্তিক কাজের ধারণা দেবো। নিচের প্রশ্নগুলো অনুসরণ করে "শ্যামলী" গল্পে শিক্ষার্থীরা যে পদ্ধতিতে কাজ করেছে তার বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে বের করবে-

- কাজটি করতে তাদের কত সময় লেগেছিল?
- কোন পদ্ধতি তারা অনুসরণ করেছে?
- কাজের ফলাফল কী হয়েছে?
- কারা ঐ কাজের সুফল ভোগ করেছে?

গল্পের শিক্ষার্থীরা প্রথমে সমস্যা চিহ্নিত করেছে, তারপর অনুসন্ধানের ধাপ অনুসরণ করে প্রশ্নের উত্তর বা সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করেছে। কাজটি করতে তাদের তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ সময় লেগেছে। গ্রামবাসী ও বনের পশুপাখীরা এ উদ্যোগের ফলে সরাসরি উপকৃত হয়েছে।

> প্রকল্পভিত্তিক কাজে মূলত সক্রিয় অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমরা কোনো বাস্তব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করি অথবা কোনো চ্যালেঞ্জিং প্রশ্নের উত্তর খুঁজি। এই কাজগুলো তুলনামূলকভাবে দীর্ঘসময় ধরে করে থাকি। অনুসন্ধানমূলক কাজের মাধ্যমে আমরা যে ফলাফল পাই তা সমস্যাটির সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষের কাছে উপস্থাপন করি বা সংশ্লিষ্টরা উপকৃত হতে পারে।

কিন্তু একটা বিষয় আমাদের পরিস্কারভাবে জেনে রাখতে হবে যে, প্রকল্পভিত্তিক কাজ মানেই কিন্তু অনুসন্ধানমূলক কাজ নয় সব সময়। প্রকল্পে অনুসন্ধান থাকতে পারে কিন্তু কোন মডেল তৈরি করা বা কোন কিছু সৃষ্টি করা বা কোন বাস্তব সমস্যার সমাধানও প্রকল্পভিত্তিক কাজ হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, বাগান করা, দেয়াল পত্রিকা তৈরি করা, শহীদ মিনার বা স্মৃতি সৌধের, পাহারপুড় বৌদ্ধ বিহার, সৌর জগৎ প্রভৃতির মডেল তৈরি করা বা কোনো এলাকার মানচিত্র প্রস্তুত করাও প্রকল্পভিত্তিক কাজের উদ্দেশ্য হতে পারে।

পুরো প্রকল্পের কাজ করতে শিক্ষার্থীদের আমরা যেভাবে সহায়তা করবো তা বোঝার জন্য নিম্নের ডায়াগ্রামে কাজের ধাপসমূহ দেখতে পারি (এই ডায়াগ্রাম আমাদের বোঝার সুবিধার্থে)। পরবর্তিতে প্রতিটি ধাপের বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত আছে।

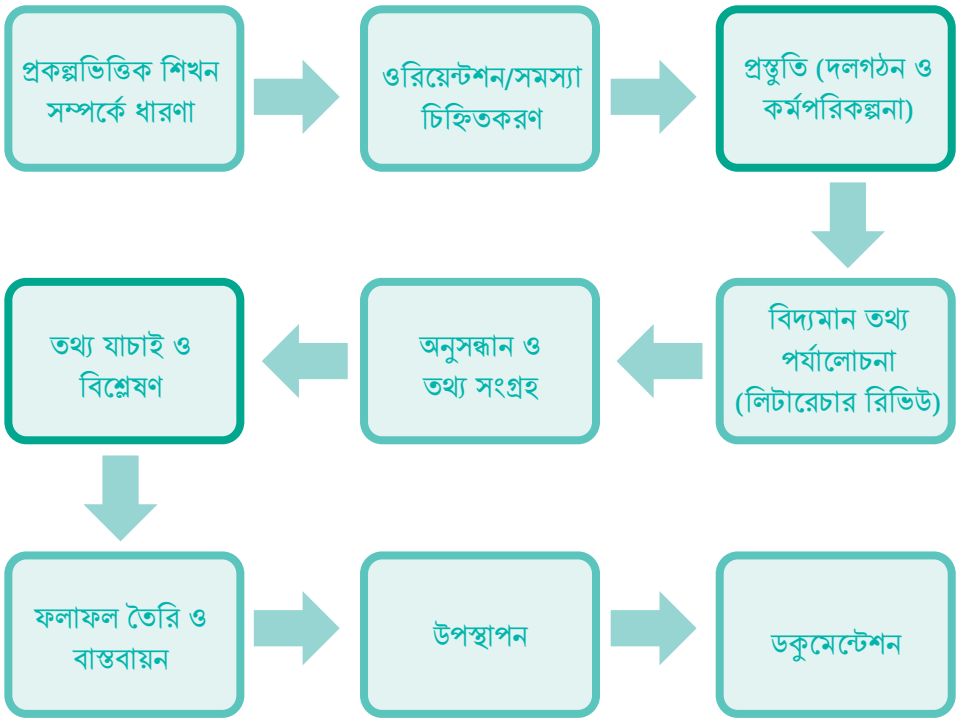

এই পদ্ধতি অনুসরণ করে ভবিষ্যতেও শিক্ষার্থীরা অন্যান্য বিষয় নিয়ে কাজ করবে। আমরা সকলকে তা বুঝিয়ে বলবো।

ধাপ ২: ওরিয়েন্টশন/ সমস্যা চিহ্নিতকরণ

মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের ভূমিকা বিষয়ে এই প্রকল্পভিত্তিক কাজের কোনো একটি শিরোনাম শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে কথোপকথনের মাধ্যমে বের করে আনার জন্য নিচের মত মানসিক পরিবেশ বা প্রেষণা সৃষ্টি করতে পারি (এটি একটি উদাহরণ মাত্র, আমরা নিজেদের মত করে শ্রেণিকক্ষে প্রেষণা সৃষ্টি করতে পারি)

ক) আমাদের দেশ কীভাবে স্বাধীনতা পেয়েছে?

খ) কেনো, কখন এবং কত দিন ধরে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে?

গ) কার নেতৃতে, কীভাবে সংঘটিত হয়েছে?

ঘ) শুধু কি বিখ্যাত মানুষেরাই মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছিলেন? আমাদের মত সাধারণ মানুষেরা কী কোন অবদান রেখেছিলেন? তোমাদের পরিচিত কেউ কি মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ অথবা সহযোগিতা করেছিলেন?

ঙ) উত্তর হ্যাঁ হলে, কী ধরণের ভূমিকা রেখেছিলেন?

এই ধরনের কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে আমরা ক্লাসে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলোচনার পরিবেশ তৈরি করবো। এই প্রসঙ্গে আমরা মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের বীরত্বের কোন ঘটনা বলতে পারি। উদাহরণ হিসেবে একজন শিক্ষকের জবানিতে আলোচনা করা নিচের ঘটনাটি পড়তে পারি, মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষদের অসংখ্য বীরত্বের ঘটনা থেকে এরকম অন্য কোন ঘটনাও আমরা বলতে পারি-

শহীদ আজাদের গল্প

তোমরা হয়তো অনেকে শহীদ আজাদ এর কথা শুনেছো। মুক্তিযুদ্ধের সময় আজাদ ছিল তরতাজা এক তরুণ প্রাণ। কম বয়স হলেও সে ছিল ক্র্যাক-প্ল্যাটুন নামে এক গেরিলা দলের ভীষণ সাহসী এক সদস্য। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর উপর গেরিলা আক্রমন চালাতে বিন্দুমাত্র ভয় পেত না। যুদ্ধের এক পর্যায়ে আজাদ পাকিস্তানী বাহিনীর কাছে ধরা পড়ে যায়। আজাদের মা অনেক খোঁজাখুজি করে জানতে পারেন যে, আজাদকে রমনা থানায় আটকে রাখা হয়েছে। তিনি গিয়ে দেখেন আজাদকে এমনই অত্যাচার করা হয়েছে যে আজাদ উঠে দাড়াতে পারছে না। মাকে দেখে আজাদ বলল যে, পাকিস্তানীরা বলেছে যদি আজাদ তার গেরিলা দলের বাকী সদস্যদের খবর জানায় তাহলে তাকে ছেড়ে দেবে। আজাদের মা তখন আজাদকে বলেন জীবন গেলেও যাতে আজাদ অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের নাম ঠিকানা পাকিস্তানীদের না বলে। আজাদ সম্মত হয়। দীর্ঘ অনাহারে শীর্ণ আজাদ মায়ের কাছে ভাত খেতে চেয়েছিল। আজাদের মা ভাত নিয়ে ফেরৎ এসে আজাদকে আর খুঁজে পান নি কখনো। আজাদের মা এরপর যে ১৪ বছর বেঁচে ছিলেন কখনও আর ভাত খান নি। .....

এ তো গেল এক শহীদ আজাদের কথা। এরকম হাজারো শহীদ আজাদ আমাদের প্রতিটি এলাকায় ছড়িয়ে আছে। আমরা কি কখনও জানবো না আমাদের এলাকায় ছড়িয়ে থাকা এমন বীর শহীদদের কথা? এমন বীর মায়েদের কথা?

..নিশ্চয়ই জানবো। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে জানবো কীভাবে? আমাদের এলাকার এই ইতিহাস তো কোথাও লেখা নেই। আমরা কি শুধু অন্যদের খুঁজে পাওয়া ইতিহাস পড়াতেই সীমাবদ্ধ থাকবো ? না নিজেরাই বিস্মৃতির অতল থেকে হারাতে বসা ইতিহাস খুঁজে বের করে আনবো? কেমন হয়, যদি আমরা আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের ভূমিকা অনুসন্ধান করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যুক্ত করি?

সেশন-২৯

এই সেশনের শুরুতে আমরা শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইতে পারি যে, তাদের অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তারা কী কী জানতে চায়? শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রশ্ন করতে পারে, যেমন- কী ঘটেছিল, পাকিস্তানিরা এই এলাকায় কী অত্যাচার করেছিল? এলাকায় মুক্তিযোদ্ধারা কী করেছিল? সাধারণ মানুষ কী করেছিল? তারা যা যা প্রশ্ন করবে সে সবগুলোকে আমরা নোট করবো এবং আলোচনা শেষে কয়েকটি মূল প্রশ্নে ভাগ করে দিব যেগুলোর উত্তর এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা খুঁজে বের করবে। যেমন-

১। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের উপর কীরকম অত্যাচার হয়েছিল?
২। মুক্তিযোদ্ধারা কীভাবে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল?
৩। সাধারণ মানুষরা কীভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছিল?

- এই পর্যায়ে আমরা শ্রেণিকক্ষে কারো পরিবারের কেউ মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন কিনা তা জিজ্ঞেস করতে পারি। যদি এমন কেউ থাকে তার পরিবারের ঘটনাটি আমরা ক্লাসের বাকি সবার সাথে শেয়ার করতে বলতে পারি।
- এরপর শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবো, যে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এই অঞ্চলে এরকম আরো কত ঘটনা ঘটেছিল সেসব কথা কোথা থেকে জানা যেতে পারে? শিক্ষার্থীদের উত্তরে অনেক কিছু আসতে পারে, যেমন- এলাকার বিভিন্ন বয়স্ক মানুষদের কাছ থেকে, পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যেসব তথ্য আছে সেখান থেকে, স্থানীয় লাইব্রেরী থেকে, ওই সময়ের পত্রপত্রিকা থেকে, ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে ইত্যাদি।
- আমরা তখন জানতে চাইতে পারি, যে এসব উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য সঠিক কিনা কীভাবে জানব। শিক্ষার্থীরা তাদের মত করে উত্তর দেবে, সেখানে একাধিক উৎস থেকে তথ্য যাচাই করার মত উত্তর থাকলে আমরা সেটার উপর জোর দেবো।
- এরপর আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি এই এলাকার ঘটনা যারা জানেন না তাদের জানানোর জন্য আমরা কী করতে পারি। শিক্ষার্থীদের উত্তর নিয়ে কিছুটা আলোচনা করে এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে এই আলোচনার সম্পর্ক স্থাপন করবো।
- এবার এই পুরো আলোচনার ভিত্তিতে এই পুরো কাজটি কীভাবে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবে সে অনুযায়ী ধাপসমূহকে যৌক্তিকভাবে সাজাবো এবং বোর্ডে তার একটি রোড ম্যাপ তৈরি করবো।
- শিক্ষকের বোঝার সুবিধার্থে শুরুতে যেই ডায়াগ্রাম দেয়া হয়েছিল তা ক্লাসে শেয়ার করবেন না। বরং তার আলোকে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মতামত নিয়ে নিয়ে ধাপে ধাপে কাজের পরিকল্পনা সাজাবেন।

সেশন-৩০

ধাপ ৩: প্রস্তুতি (দলগঠন ও কর্মপরিকল্পনা)

- এই পর্যায়ে আমরা শিক্ষার্থীদের দল গঠন করার নির্দেশ দেবো, শিক্ষার্থীদের কাছেই জানতে চাইবো যে কীভাবে দল গঠন করলে নির্দিষ্ট এলাকার মানুষদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সহজ হবে। শিক্ষার্থীরা কাছাকাছি বাসায় থাকে এমন ভাবে দল গঠন করার প্রস্তাব দিতে পারে। যেই মতামতই আসুক, সবার আলোচনার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট নীতি মেনে সিদ্ধান্ত নেব। শিক্ষার্থীরা তাদের বাসস্থানের এলাকা ভিত্তিক/ সংখ্যা ভিত্তিক দল গঠন করবে এবং দলে প্রত্যেকের দায়িত্ব নিশ্চিত করে শিক্ষকের পরামর্শ গ্রহণ করবে।
- প্রতি দলে ৮ থেকে ১০ জন সদস্য থাকতে পারে, পুরো কার্যক্রম দলীয় কাজভিত্তিক হবে এবং সকল শিক্ষার্থী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার নির্ধারিত দলের সাথে কাজ করবে।
- মূল কাজ শুরু করার পূর্বে দীর্ঘমেয়াদি এই কাজে দলের সদস্যরা কী কী নিয়ম-নীতি মেনে চলবে তার একটি তালিকা তৈরি করবে এবং সকলে অনুসরণ করার জন্য একমত হবে। নিচে নমুনা হিসেবে কয়েকটি নিয়ম উল্লেখ করা হলো-

শিক্ষার্থীদের পালনীয় নিয়ম-নীতি

১.	দলের সবার মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে নিজের মতামত যৌক্তিকভাবে দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরা
২.	নিজের মতামত প্রকাশে কখনও কোনো কারণেই দ্বিধা না করা
৩.	অন্যের মতামত শ্রদ্ধার সাথে যৌক্তিক বিচার-বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করা
৪.	দলীয় কাজে ছেলে-মেয়ে ও সক্ষমতার ধরণ নির্বিশেষে দলের সকল সদস্যের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
৫.	সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগেই সাক্ষাৎকারদাতার অনুমতি নেওয়া
৬.	
৭.	
৮.	

আগের ধাপের রোড ম্যাপ অনুযায়ী প্রত্যেক দল নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার জন্য তাদের নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করবে। আমরা কর্ম পরিকল্পনা বিষয়ক ধাপসমূহ প্রতিদলের শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তৈরী করতে সহযোগিতা করবো।

সেশন-৩১

ধাপ ৪: বিদ্যমান তথ্য পর্যালোচনা (লিটারেচার রিভিউ)

যদিও এর আগে অনুসন্ধানমূলক কাজের ক্ষেত্রে যে মৌলিক ধাপগুলোর কথা জেনেছিলাম সেখানে বিদ্যমান তথ্য পর্যালোচনা বা লিটারেচার রিভিউ এর ধাপটি ছিল না, এখানে এই কাজটিতে এই ধাপটি যুক্ত হবে। অনুসন্ধানমূলক কাজের ক্ষেত্রে অনেক সময় বিদ্যমান তথ্য জানা থাকলে নতুন কী তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তা নির্ধারণ করা সহজতর হয়। এই ধাপে আমরা সবগুলো দলের কাছে জানতে চাইবো যে এই অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার যেসব ঘটনা ইতোমধ্যে সংরক্ষণ করা হয়েছে সেসব কোথায় পাওয়া যাবে? যদিও সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পরবর্তী ধাপে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করবে, তবে এই ধাপে বিদ্যমান তথ্য পর্যালোচনা করবে। শিক্ষার্থীরা কেউ কেউ হয়ত বই, পত্রিকা, ডকুমেন্টারি, দলিলপত্র ইত্যাদির উদাহরণ দিতে পারে। তখন আমরা সকল দলকে নির্দেশ দেবো সম্ভাব্য উৎসের তালিকা তৈরি করতে এবং তালিকা অনুযায়ী উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে।

প্রতিটি দল নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে তালিকায় থাকা উৎসসমূহ থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং তথ্য উৎসের তালিকা এবং অনুসন্ধান প্রক্রিয়াসহ তাদের প্রাপ্ত তথ্যাবলি আমাদের সাথে শেয়ার করবে।

আমরা এ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তথ্য কাজের সুবিধার্থের ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুশীলন বইয়ের আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ অংশটুকু অবশ্যই আগেই পড়ে নেবো।

সেশন-৩২

বই পড়া ক্লাব

এই সেশনের কার্যক্রম হিসেবে আমরা শিক্ষার্থীদের বই পড়া ক্লাব গঠনে সহযোগিতা করবো। লাইব্রেরিতে নিয়ে গিয়ে কীভাবে লাইব্রেরিতে বই খুঁজতে হয়, ব্যবহার করতে হয়, লাইব্রেরি ব্যবহারের নিয়ম-নীতি এবং সদস্য হয়ে বই ধার নিতে হয় সে বিষয়গুলো হাত-কলমে দেখিয়ে দেবো।

মূল্যায়ন: এই ধাপের শেষে শিক্ষার্থীদের সতীর্থ মূল্যায়নের রুব্রিক্স (রুব্রিক্স-৪.১) দেবো ও দলের সবার সম্মিলিত সিদ্ধান্তে মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুযায়ী দলের সদস্যদের মূল্যায়ন করতে বলবো। এছাড়া আমরা নিজেরাও এই যোগ্যতার শিখন-শেখানো কার্যাবলী চলাকালীন দলীয় মূল্যায়নের রুব্রিক্স (রুব্রিক্স-৪.২) ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের সবগুলো দলকে মূল্যায়ন করবো।

- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকে বই পড়া ক্লাব সংক্রান্ত অধ্যায়টি সব শেষে যুক্ত থাকলেও শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে সেশন ৩৬ এই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কার্যক্রমের লিটারেচার রিভিউ ধাপের অংশ হিসেবে আমরা বই পড়া ক্লাব গঠনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবো।
- সক্রিয় নাগরিক ক্লাব ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব গঠনের পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের বই পড়া ক্লাব গঠনে সহায়তা করবো।
- ক্লাব গঠন শেষ হলে প্রথম দিন থেকেই শিক্ষার্থীরা বই পড়া ক্লাবের কাজের ধরণ এবং সারা বছরের কাজের পরিকল্পনা করবে এবং আমরা সার্বিক সহযোগিতা করবো।
- প্রথম দিনেই লাইব্রেরিতে (স্কুল/স্থানীয়/থানা/জেলা লাইব্রেরিতে (যদি থাকে) নিয়ে গিয়ে সবাইকে সদস্য করে কীভাবে বই ধার নিতে হয় এবং ফেরৎ দিতে হয় তা শিখিয়ে দেবো। আর যদি স্কুলে বা আশেপাশে কোনো লাইব্রেরী না থাকে তাহলে প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষকগণ ও এলাকার শিক্ষানুরাগী মানুষদের সহযোগিতায় স্কুলের একটি কক্ষে লাইব্রেরি গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করবো বই পড়া ক্লাবের কার্যক্রম হিসেবে। সাথে প্রতি সপ্তাহে বা পনেরো দিনে একটি করে বই পড়ার কর্মসূচি তো থাকবেই।
- এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থা যারা শিশুদের বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে ইতোমধ্যে কাজ করছে বিধি-বিধান মেনে তাদের সহযোগিতাও গ্রহণ করা যেতে পারে।

- বই পড়া ক্লাবের সাথে অন্য সকল বিষয়েরই সম্পৃক্ততা রয়েছে। কাজেই ঐসব বিষয়ের শিক্ষকদের সাথেও আলোচনা করে সমন্বয়ের মাধ্যমে তাদের উপস্থিতি ও ক্লাসের সময় ক্লাবের কাজে যাতে ব্যবহার করা হয় সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করবো। প্রয়োজনে প্রধান শিক্ষকের সহযোগিতা গ্রহণ করবো।

মূল্যায়ন:

- অন্যান্য ক্লাবের অনুরূপভাবে বই পড়া ক্লাবেরও মূল্যায়ন করা হবে। আমরা মূল্যায়ন কাজে ক্লাবের সদস্য ও কমিটিকে সহযোগিতা করবো।
- বই পড়া ক্লাবের মূল্যায়ন ছকসমূহ সরবরাহ করবো।
- বই পড়া ক্লাবসহ অন্যান্য ক্লাব কার্যক্রম মূল্যায়নের ছক পরিশিষ্টতে সংযুক্ত আছে।

সেশন-৩৩-৩৫

ধাপ ৫: অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ

এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা যার যার পরিবারের বয়স্ক স্বজন/প্রতিবেশীদের কাছ থেকে এই অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলী বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করবে। তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রতি দল নিজেরা আলোচনা করে সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা তৈরি করবে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা হলো তথ্য সংগ্রহের একটি উপকরণ। আমরা এতে কিছু প্রশ্ন আগে থেকেই তৈরি করে রাখি যেগুলো সাক্ষাৎকারদাতাদের জিজ্ঞাসা করি। এই প্রশ্নগুলো এমনভাবে তৈরি করতে হয় যেন এগুলোর উত্তর পাওয়া গেলে অনুসন্ধানের মূল প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়।

আমরা সাহায্য করবো না কিন্তু তদারকি করবো। দলের প্রত্যেকে নিজ পরিবার থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে। দলের সব সদস্য তাদের প্রাপ্ত তথ্য একত্র করে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবে। আমাদের

সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য প্রশ্নমালা

অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন	সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা
১। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের উপর কীরকম অত্যাচার হয়েছিল?	১। মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনি কোথায় ছিলেন? ২। তখন আপনার বয়স কত ছিলো? ৩। আপনার জানা মতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কি এই এলাকায় এসেছিলো? ৪। উত্তর হ্যা হলে, তারা কী ধরণের অত্যাচার নিপীড়ন করেছিলো? (উপরের নমুনা অনুসারে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় আরো প্রশ্ন তৈরি করে নিতে পারে।) ৫।.... ৬।..... ৭।...
২। মুক্তিযোদ্ধারা কীভাবে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল?	উপরের নমুনা প্রশ্নের মতো করে শিক্ষার্থীরা তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা তৈরি করে নিতে পারে। ১। ২। ৩। .....
৩। সাধারণ মানুষরা কীভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছিল?	উপরের নমুনা প্রশ্নের মতো করে শিক্ষার্থীরা তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা তৈরি করে নিতে পারে। ১। ২। ৩। .....
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: তারিখ:	

সাথে তাদের প্রাপ্ত তথ্য শেয়ার করবে। এরপর প্রতিটি দলকে বলবো দলের সদস্যদের স্বজনদের ঘটনা থেকে অন্তত একটি বিশেষ ঘটনা দলের পক্ষ থেকে ক্লাসের সবার সাথে শেয়ার করতে।

- প্রতি দলের উপস্থাপনার পর তাদের সংগৃহীত ঘটনাবলীতে যেসব জায়গার উলেখ পাওয়া গেছে সেখান থেকে নতুন তথ্য পাওয়া যায় কিনা তা শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধান করতে বলবো। এই প্রসঙ্গে এই এলাকায় প্রকৃতিগত ও পরিবেশগত কারণে (যেমন- নদী নালা বেশি থাকার কারণে, ইত্যাদি) পাকিস্তানীরা কোন বাধা পেয়েছে কিনা সেই তথ্যও অনুসন্ধান করতে বলবো। শিক্ষার্থীরা উক্ত জায়গাগুলো খুঁজে বের করবে এবং দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেই জায়গা পরিদর্শন করে, প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার নিয়ে কিংবা বর্ষীয়ান ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে। কাজে যাবার আগে তারা আমাদের সাথে দলীয় পরিকল্পনা শেয়ার করবে।
- শিক্ষার্থীদের পরিকল্পনা ফলো আপ করবো এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সকল ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা দিবো। আমরা কোন মতামত চাপিয়ে না দিয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবো এবং প্রয়োজনে কারিগরি (যেমন- তথ্য সংগ্রহের জন্য রেকর্ডার, ক্যামেরা ইত্যাদি) ও প্রশাসনিক (যেমন- কোন জায়গায় প্রবেশ করতে বিশেষ অনুমতি দরকার হলে প্রধান শিক্ষকের পরামর্শক্রমে চিঠি দেয়া) সহায়তা দেবো।
- শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ এলাকায় /লোকালয়ে মুক্তিযুদ্ধকালীন অবস্থা/ ঘটনা/ উলেখযোগ্য স্থান/ সমাজের একক ব্যক্তি/পরিবার/দলগতভাবে মানুষের অবদান সম্পর্কে বর্ষীয়ান বা তথ্যজ্ঞ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবে। মুক্তিযুদ্ধকালীন স্থানীয় জনগনের বাস্তব অবস্থা, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং মুক্তিযুদ্ধের আন্তঃসম্পর্ক, অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ, বিভিন্ন উৎসব উদযাপন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মাঝে আন্তঃসম্পর্ক, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও ঘটনাবলী সম্বলিত স্থান বা প্রত্যক্ষদর্শী প্রভৃতি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবে এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ দলের সদস্যরা নোট করবে। প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে তারা বিভিন্ন প্রতীক, চিহ্ন ব্যবহার করে এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সম্বলিত স্থানসমূহ চিহ্নিত করে মানচিত্র তৈরি করবে।

- **দলের শিক্ষার্থীরা পর্যায়ক্রমে সকলেই যাতে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করে অবদান রাখতে পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করবো।**

মূল্যায়ন : এই ধাপের শেষে আমরা একটা ছোট কুইজের মাধ্যমে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান যাচাই করবো। এই পর্যায়েও শিক্ষার্থীদের সতীর্থ মূল্যায়নের রুব্রিক্স (রুব্রিক্স-৪.১) দেবো ও দলের সবার সম্মিলিত সিদ্ধান্তে দলের সদস্যদের মূল্যায়ন করতে বলবো।

সেশন-৩৬-৩৭

ধাপ ৬: তথ্য যাচাই ও বিশ্লেষণ

- আমরা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তথ্যের সঠিকতা যাচাই কীভাবে করবো তার ধারনা নিবো ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবো। তবে শিক্ষার্থীদের উপর কোন মতামত চাপিয়ে দেবো না।
- শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাই এর মাধ্যমে গ্রহন-বর্জন করে তা বিশ্লেষণ করবে এবং নিজেদের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাই কাজের অভিজ্ঞতাসমূহ শ্রেণিকক্ষে আমাদের ও অন্যান্য দলের সামনে উপস্থাপন করবে।

সেশন-৩৮-৩৯

ধাপ ৭: ফলাফল তৈরি ও উপস্থাপন

- আমরা প্রতিটি দলের কাছে জানতে চাইবো, এই কাজের মধ্য দিয়ে তারা মুক্তিযুদ্ধের যেসব ঘটনা খুঁজে এনেছে সেগুলো কীভাবে তারা অন্যদের জানাতে পারে?
- শিক্ষার্থীরা দলে আলোচনা করে সৃজনশীল ও অভিনব উপায় পরিকল্পনা করতে পারে। যেমন- ফটোবুক, ডকুমেন্টারি, দেয়ালিকা, পোস্টার, লিফলেট, ফটোগ্রাফি বা আঁকা ছবি প্রদর্শনী, বই, নাটক ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রে পুরোপুরি স্বাধীনভাবে তাদের পরিকল্পনা করতে দেবো, শুধু সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ ও ইস্যুসমূহ সম্পর্কে সচেতন থাকবো। আমাদের পরামর্শ নিয়ে দলগুলো তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে এবং কোন জাতীয় দিবসে তা অন্যান্য ক্লাসের শিক্ষার্থীদের সাথে শেয়ার করবে।
- সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও ফিডব্যাক অনুসারে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রকল্পটি উপস্থাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। অতিথি হিসেবে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, অভিবাবক, স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তি / মুক্তিযোদ্ধারা উপস্থিত থাকবেন।
- বিদ্যালয়ে উদযাপিত যেকোনো জাতীয় দিবস যেমন, ৭ই মার্চ, ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস, ২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস, ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস , ১৪ই এপ্রিল ১লা বৈশাখ, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস, ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস প্রভৃতি জাতীয় দিবসের সাথে মিলিয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও কমিউনিটির ব্যক্তিবর্গের সামনে উপস্থাপন করবে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক এসব তথ্য পরবর্তী গবেষণার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বা জাতীয়ভাবে সংরক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ধাপ ৮: মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণের উদ্যোগ

- এরপর আমরা মুক্তিযুদ্ধের এসব স্মৃতি ধরে রাখার স্থায়ী কোন উপায় করা যায় কিনা সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবো। প্রাপ্ত ফলাফলের প্রতিফলন হিসেবে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ এলাকায় “শিক্ষার্থী কর্তৃক নির্মিত মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ”/ বিদ্যমান স্মৃতিস্তম্ভ/সৌধ আধুনিকায়ন / সংরক্ষণ বা পুণঃনির্মাণের নক্সা তৈরীর পরিকল্পনা বা প্রস্তাবনা গ্রহণ করতে পারে এবং এগুলো বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যালয় ও

স্থানীয় প্রশাসনের (উপজেলা বা জেলা) সহযোগিতার আবেদন করতে পারে।

মূল্যায়ন : এই ধাপের শেষে শিক্ষার্থীদের সতীর্থ মূল্যায়নের রুব্রিক্স (রুব্রিক্স-৪.১) দেবো ও দলের সবার সম্মিলিত সিদ্ধান্তে মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুযায়ি দলের সদস্যদের মূল্যায়ন করতে বলবো। এছাড়া আমরা নিজেরাও এই যোগ্যতার শিখন-শেখানো কার্যাবলী চলাকালীন দলীয় মূল্যায়নের রুব্রিক্স (রুব্রিক্স-৪.২) ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের সবগুলো দলকে মূল্যায়ন করবো।

ধাপ ৯ : ডকুমেন্টেশন

দলীয় কাজের বিভিন্ন ধাপের তথ্যসমূহ এবং সারসংক্ষেপ সংরক্ষণ করতে আমরা প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও ফিডব্যাক দিবো। শিক্ষার্থীরা দলীয় কাজের বিভিন্ন ধাপের তথ্যসমূহ, আত্ম-প্রতিফলনের লিখিতরূপ এবং অর্জিত শিখনের সারসংক্ষেপ (ছবি/ভিডিও/লিখিতরূপ/ খসড়া এর হার্ড বা সফট কপি) আমাদের সাহায্য নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংরক্ষণ করবে।

মূল্যায়ন:

ফলাফল তৈরি:

১. প্রকল্প কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে উপরে বর্ণিত পন্থায় যোগ্যতা মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করবো।

২. শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী প্রকল্প কার্যক্রম চলার বিভিন্ন পর্যায়ে রুব্রিক্স ব্যবহার করে মূল্যায়ন করে রেকর্ড সংরক্ষণ করবো।

৩. প্রজেক্ট কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরে যেদিন অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা হবে সেদিন আমরা শিক্ষার্থীদের রুব্রিক্স ৪.১ আবার দেবো এবং পুরো প্রকল্প কার্যক্রম বিবেচনায় নিয়ে দলে আলোচনা করে তা পূরণ করার নির্দেশ দেবো।

৪. শিক্ষার্থীরা আলোচনা করে তাদের দলের সদস্যদের পার্ফরম্যান্সের ভিত্তিতে দলের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে প্রত্যেক সদস্যের ভূমিকাকে ক, খ, গ ও ঘ দিয়ে মূল্যায়ন করবে।

৫. শিক্ষার্থীদের দলীয় পারদর্শিতা মূল্যায়ন করবো রুব্রিক্স ৪.২ এর মাধ্যমে। একটি দলকে যেভাবে মূল্যায়ন করবো তা ঐ দলের সকল শিক্ষার্থীর জন্য প্রযোজ্য হবে।

রুব্রিক্স ৪.১ : শিক্ষার্থী কর্তৃক দলের সদস্যদের পারফরমেন্স মূল্যায়ন

দল নং-

প্রকল্প শিরোনাম:

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	ক	খ	গ
আগ্রহ	প্রজেক্টের কাজ করতে খুবই আগ্রহী। দলের অন্য সদস্যদেরকেও আগ্রহী করতে চেষ্টা করে। দলে নিজের ভূমিকা পালন করে	কাজে খুব একটা আগ্রহী না হলেও নিজের অংশের কাজটুকু মোটামুটি করে রাখে।	প্রজেক্টের কাজে আগ্রহ তৈরি করা প্রয়োজন। অন্যদের সাথে মিলে আরও কাজ করতে হবে।
দলীয় পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ	দলের সিদ্ধান্ত ও কাজের পরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এবং সেই অনুযায়ী নিজের কাজগুলো ঠিকঠাকভাবে পালন করে।	দলের সিদ্ধান্ত ও কাজে সক্রিয় অংশ নেয় না পরিকল্পনায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় না, কাজ একাই করে, দলের অন্যদের সাথে মিলেমিশে নয়।	দলের সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার জন্য বন্ধুটিকে আমরা আরও সাহায্য করবো।
সময় ব্যবস্থাপনা	সময় ঠিক রেখে কাজ করে, সময়মত নিজের কাজ জমা দেয়।	মাঝে মাঝে সময়সীমা মেনে কাজ করে। সবসময় নয়	বন্ধুটি সময় মেনে কাজ জমা দিতে খুবই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।
গণতন্ত্র চর্চা	নিজের বক্তব্য, মতামত, স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করে এবং অন্যদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করে অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলে	দলের মিটিঙে মতামত দেয়ার অথবা অন্যদের কথা বলার সুযোগ দেয়ার অনুশীলন প্রয়োজন
যৌক্তিক অবস্থান	যুক্তি দিয়ে নিজের মতামত দেয়, নিজের ভুল দলের অন্য কেউ দেখিয়ে দিলে সাথে সাথেই শুধরে নেয়। দলের অন্যদের তর্কবিতর্ক হলে তা সমাধানের চেষ্টা করে	তর্কে বা যুক্তিতে হেরে গেলে মেনে নেয়, কিন্তু ভালভাবে নিতে পারে না। অথবা যুক্তিতে হেরে গেলেও অনেক সময় তর্ক চালিয়ে যেতে চায়।	অন্যের যৌক্তিক মতামতকে শ্রদ্ধার সাথে মেনে নিতে, নিজের ভুল স্বীকার করতে আরও চর্চার প্রয়োজন
পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে শ্রদ্ধা করে এবং অন্যের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করে	অন্যদের মতামতে ভিন্নতা থাকলে তা মেনে নিলেও সেই অনুযায়ী নিজের অবস্থান পাল্টাতে চায় না।	ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোতে আরও চর্চার প্রয়োজন অন্যের ভিন্নমত থাকলে তাকে এড়িয়ে যায় কিংবা আক্রমণাত্মকভাবে তর্ক করে

শ্রেণি:

বিষয়:

সময়সীমা:

দলের শিক্ষার্থীদের ক্রম									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	ক	খ	গ
ফিডব্যাক প্রদান	অন্যদের কাজে সাহায্য করে ও কার্যকর, বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দেয়। অন্যের কাজে ভালো দিক, দুর্বল দিক যেমন সনাক্ত করে তেমনি কাজের উন্নয়নের দিক নির্দেশনা দেয়।	শুধুমাত্র অন্যের কাজের বা দুর্বল দিক শনাক্ত করে তবে উন্নয়নের দিকনির্দেশনা শনাক্ত করে তবে উন্নয়নের দিক নির্দেশনা দিতে পারছে না।	অন্যের কাজের জন্য কার্যকর দিকনির্দেশনা/ ফিডব্যাক দেয়ার চর্চা প্রয়োজন
ফিডব্যাক গ্রহণ	অন্যদের সনাক্ত করা ভুল থেকে শিক্ষা নেয় ও আরো ভাল করার চেষ্টা করে	সমালোচনা বা ফিডব্যাক গ্রহণ করে, কিন্তু সে অনুযায়ী কাজের উন্নয়ন করতে পারে না।	অন্যের দেয়া ফিডব্যাককে সহজভাবে নিয়ে সে অনুযায়ী নিজের কাজের উন্নয়নের চর্চা করতে হবে।

দলের সকল শিক্ষার্থীর ক্রমানুযায়ী নাম, রোল ও স্বাক্ষর :

ক্রম	নাম	রোল	স্বাক্ষর
১			
২			
৩			
৪			
৫			
৬			
৭			
৮			
৯			
১০			

দলের শিক্ষার্থীদের ক্রম									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

ক্রম	নাম	রোল	স্বাক্ষর
১১			
১২			
১৩			
১৪			
১৫			
১৬			
১৭			
১৮			
১৯			
২০			

রুব্রিক্স ৪.২: শিক্ষক কর্তৃক দলের কাজের মূল্যায়ন

প্রকল্প শিরোনাম:

ক্রম	ক	খ	গ	
১	প্রজেক্টের মূল উদ্দেশ্য বুঝে প্রাসঙ্গিকভাবে দলীয়ভাবে অভিনব চিন্তার প্রকাশ ঘটাতে পারে।	প্রজেক্টের মূল উদ্দেশ্য বুঝে প্রাসঙ্গিকভাবে সেই অনুযায়ী আইডিয়া প্রস্তাব ও বাস্তবায়ন করতে পারে, তবে আইডিয়ায় নতুনত্ব নেই।	প্রজেক্টের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে, তবে উদ্দেশ্য অর্জনে দলীয় চিন্তার প্রয়োগ না করে শুধুমাত্র প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে।	
২	দলের সবার ভূমিকা ও কাজ সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত এবং প্রজেক্ট চলাকালীন সময়ে তা অনুসরণ করা হয়েছে।	দলের সবার কাজ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হলেও প্রজেক্ট চলাকালীন সময়ে তা মেনে চলেনি	দলের সবার ভূমিকা ও কাজ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়নি তবে সবাই কাজ করেছে	
৩	দলের সকল সিদ্ধান্ত সকলে মিলে আলোচনা করে নিয়েছে।	দলের সবার উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও মূল ভূমিকা কয়েকজন পালন করেছে।	দলের অল্প কয়েকজন সিদ্ধান্ত নিয়ে বাকি সবাইকে জানিয়েছে।	
৪	বাইরের/শিক্ষকের হস্তক্ষেপ ছাড়াই দলের আভ্যন্তরীণ সকল জটিলতা নিরসন করা সম্ভব হয়েছে।	শিক্ষকের সরাসরি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন পড়েনি, তবে পরামর্শ নেয়া হয়েছে।	শিক্ষক সরাসরি দলের সাথে বসে সমস্যা সমাধানের জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন।	
৫	প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহের সময় বিভিন্ন উৎসের সাহায্য নেয় এবং তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের চেষ্টা করে। তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন সততার পরিচয় দেয়।	সংগৃহীত ও উপস্থাপিত তথ্য প্রাসঙ্গিক ও নিরপেক্ষ হলেও একাধিক উৎসের সাহায্য নেয়া হয়নি কিংবা এর নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা হয়নি, তথ্য বিশ্লেষণ দুর্বলতা লক্ষণীয়।	সংগৃহীত তথ্য প্রাসঙ্গিক হলেও পর্যাপ্ত নয়, কিংবা তথ্য বিশ্লেষণ ত্রুটিপূর্ণ, নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে।	
৬	দলীয় উপস্থাপনা নান্দনিক, বৈচিত্র্যময়। উপস্থাপনায় উপকরণের ব্যবহার বৈচিত্র্যময় ও পরিমিত।	উপস্থাপনা নান্দনিক হলেও বিষয়বৈচিত্র্য কম, উপকরণের ব্যবহার যৌক্তিক কিন্তু নতুনত্ব নেই।	উপস্থাপনা গতানুগতিক, উপকরণের ব্যবহার নগন্য।	
৭	নিয়মিতভাবে দলীয় কাজের রেকর্ড দিন তারিখ, কাজের বিবরণসহ রাখা হয়েছে।	দলীয় কাজের বিস্তারিত রেকর্ড রাখা হয়েছে কিন্তু তা অনিয়মিতভাবে।	দলের কাজের রেকর্ড রাখা হলেও তা অসম্পূর্ণ।	

শ্রেণিঃ

বিষয়ঃ **সময়সীমাঃ**

	ঘ	দল				
		১	২	৩	৪	৫
	প্রজেক্টের উদ্দেশ্য পুরোপুরি না বুঝেই শুধুমাত্র প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে।					
	দলের সদস্যদের ভূমিকা পূর্বনির্ধারিত হয়নি, সব সদস্য একইভাবে কাজ করেনি					
	দলের নেতাই এককভাবে সকল সিদ্ধান্ত নিয়েছে।					
	দলের আভ্যন্তরীণ জটিলতা নিরসনে শিক্ষককে দলীয় পরিকল্পনায় সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে					
	মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য উপস্থাপন/দুর্বল ও অসম্পূর্ণ তথ্য উপস্থাপন।					
	উপস্থাপনায় নান্দনিকতার অভাব স্পষ্ট, উপকরণের ব্যবহার নেই অথবা থাকলেও সামঞ্জস্যহীন।					
	দলের রেকর্ডকিপিং অসংলগ্ন ও অনিয়মিত।					

ক্রম	ক	খ	গ
৮	প্রজেক্টের চূড়ান্ত ফলাফল তৈরির সময় বিভিন্ন বিকল্প সিদ্ধান্তসমূহ যাচাই বাছাই করে যৌক্তিক ও প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেয় এবং সিদ্ধান্তের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও সচেতন থাকে।	প্রজেক্টের চূড়ান্ত ফলাফল তৈরির সময় বিভিন্ন বিকল্প সিদ্ধান্তসমূহ বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেও তা প্রমাণসাপেক্ষ নয়, কিংবা গৃহীত সিদ্ধান্তের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন নয়।	প্রজেক্টের চূড়ান্ত ফলাফল তৈরির সময় যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিলেও তা প্রমাণসাপেক্ষ হয় নি এবং বিকল্প সিদ্ধান্তের সম্ভাবনাকে বিবেচনায় আনা হয়নি।
৯	প্রজেক্ট শেষে প্রতিফলনমূলক প্রতিবেদনে এই কার্যক্রম থেকে কী নতুন জ্ঞান/দক্ষতা/ মূল্যবোধ শিখেছে তা সুনির্দিষ্ট করে বলতে পেরেছে এবং অন্যান্য পরিস্থিতিতে তা সাধারণীকরণ করার সক্ষমতা অর্জন করেছে।	প্রজেক্ট শেষে প্রতিফলনমূলক প্রতিবেদনে এই কার্যক্রম থেকে নতুন কী জ্ঞান/দক্ষতা/মূল্যবোধ শিখেছে তা সুনির্দিষ্ট করে বলতে পেরেছে তবে অন্যান্য বাস্তব পরিস্থিতিতে তা কীভাবে সাধারণীকরণ করবে সেটা স্পষ্ট নয়।	এই প্রজেক্টভিত্তিক শিখন কার্যক্রমের মাধ্যমে বেশ কিছু নতুন জ্ঞান/ দক্ষতা/মূল্যবোধ শিখেছে তা বুঝতে পারলেও সেগুলো সুনির্দিষ্ট করে বলতে পারেনি।
১০	দলীয় কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যর্থতা/দুর্বলতা বিশ্লেষণ করে উত্তরণের উদ্যোগ লক্ষ্যণীয়। দলের আত্মপ্রতিফলন প্রতিবেদনে/ উপস্থাপনায় তুলে ধরা হয়েছে।	দলীয় ব্যর্থতা থাকলে তা কাটিয়ে উঠবার নজির রয়েছে। কিন্তু তা বিশ্লেষণ করে সেখান থেকে কিছু শেখার উদ্যোগ নেয়া হয়নি।	ব্যর্থতায়/বিফলতায় হতাশ হবার নজির রয়েছে।

শিক্ষকের নাম :

স্বাক্ষর ও তারিখ :

ঘ	দল				
	১	২	৩	৪	৫
প্রজেক্টের চূড়ান্ত ফলাফল তৈরির সময় গৃহীত সিদ্ধান্তের সপক্ষে যুক্তি দেখাতে পারেনি এবং বিকল্প সিদ্ধান্তের সম্ভাবনাকে বিবেচনায় আনা হয়নি।					
এই প্রজেক্টভিত্তিক শিখন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নতুন কিছু শিখেছে কিনা সেই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা নেই।					
ব্যর্থতা/বিফলতা ঢেকে রাখবার চেষ্টা দেখা গেছে।					

পারদর্শিতার নির্দেশক ৬ ও ৭ এর জন্যঃ

মুক্তিযুদ্ধের প্রজেক্টের মূল্যায়নটি এবং এর সাথে তারা প্রজেক্টে কোন ধরনের তথ্য উৎস ব্যবহার করেছে তার ভিত্তিতে তাদের পারদরশিতার নির্দেশক ৬ ও ৭ এর মূল্যায়ন হবে। এজন্য এই ছক ব্যবহার করে পাওয়া তথ্য শিক্ষার্থীদের ৬ মাস পরের সামষ্টিক মূল্যায়নের রেকর্ড হিসেবে ব্যবহার করা হবে। নিরদেশক-৬ এর জন্য আলদা রুব্রিক্সঃ

পারদর্শিতার নির্দেশকের ৬ এর স্তর নির্ধারণ এর রুব্রিক্স:

অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন উৎসের ব্যবহার	**অর্জিত স্তর**
উৎস চিহ্নিত করেনি	প্রারম্ভিক
শুধু প্রচলিত/আপ্রচলিত উৎস ব্যবহার করেছে	বিকাশমান
প্রচলিত ও আপ্রচলিত উভয় উৎস ব্যবহার করেছে	দক্ষ

সামাজিক পরিচয়

যোগ্যতা - ৬.২ : ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে নিজের আত্মপরিচয় ধারণ করা ও সেই অনুযায়ী দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা

এই যোগ্যতার জন্য সামগ্রিক কার্যাবলীর ধারনাঃ

শিক্ষার্থীদের এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য আমরা প্রথমে শিক্ষার্থীদের সামাজিক পরিচয় ও তার উপাদান অনুসন্ধানের সুযোগ করে দিব। এজন্য প্রথমেই জাতীয় দলের ক্রিকেট, অনূর্দ্ধ ১৯ বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের সাথে ভারত নারী ফুটবল দলের আন্তর্জাতিক ফুটবল- এই খেলা গুলো ব্যবহার করবো। এগুলো দেখে, বা পড়ে শিক্ষার্থীরা কেন বাংলাদেশ দল সমর্থন করে তা নিয়ে চিন্তা করবে, বিদেশি ও দেশি খেলোয়াড়দের সাথে তাদের মিল ও অমিল খুঁজে বের করবে। তারা বুঝবে 'আমরা কিছু ক্ষেত্রে আলাদা হলেও সামাজিক পরিচয়ে একই'। এরপর এই মিল অমিল থেকে তারা সামাজিক পরিচয়ের বিভিন্ন উপাদান গুলো যেমন- ভাষা, দেশ, সংস্কৃতি, ভৌগলিক অবস্থান ইত্যাদি খুঁজে বের করবে।

এরপর শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে সামাজিক পরিচয়ের শুধুমাত্র ৪ টি উপাদান, যথা- নৃগোষ্ঠীগত পরিচয়, ভাষা, সংস্কৃতি এবং ভৌগলিক পরিচয় অনুসন্ধান করবে।

সামাজিক পরিচয় অনুসন্ধান

সামাজিক পরিচয় অনুসন্ধানের কার্যাবলী: সেশন ৪০-৪৫

থিম: জাতীয় দলের ক্রিকেট খেলা

সেশন ৪০: জাতীয় দলের ক্রিকেট খেলা দেখা

থিম: সামাজিক পরিচয়ের জন্য জাতীয় ক্রিকেট দল

সেশন ৪১: মুক্ত ও দলীয় আলোচনা এবং উপস্থাপনা

সেশন ৪২: মিল-অমিলের খেলা

থিম: সামাজিক পরিচয়ের জন্য মেয়েদের ফুটবল

সেশন ৪৩: বাংলাদেশ ও ভারত নারী ফুটবল দলের আন্তর্জাতিক ম্যাচ দেখা ও মুক্ত আলোচনা

সেশন ৪৪: মিল অমিলের খেলা

শিক্ষার্থীদের ধারনা সুদৃঢ়করণ:

সেশন ৪৫: 'সামাজিক পরিচয়ের রেলগাড়ি' খেলা

থিম: জাতীয় দলের ক্রিকেট খেলা

সেশন ৪০: জাতীয় দলের ক্রিকেট খেলা দেখা

এই সেশনে করণীয়:

এই সেশনের জন্য আমরা বাংলাদেশ দলের সাথে অন্য কোনো একটি অস্ট্রেলিয়া/সাউথ আফ্রিকা/নিউজিল্যান্ড/ নেদারল্যান্ডস/ আয়ারল্যান্ড দলের (ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ব্যতীত) আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচকে ব্যবহার করবো। এক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থা এবং স্কুলের রিসোর্স বিবেচনা করে নিচের যেকোনো একটি উপায়ে খেলা উপস্থাপন করবো। প্রথমটি হলে সবচেয়ে ভাল হয়, নাহলে দ্বিতীয়টি, দ্বিতীয়টিও সম্ভব না হলে তৃতীয় উপায়ে উপস্থাপন করবো।

ক) শিক্ষার্থীদের কোনো একটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা দেখতে স্টেডিয়ামে নিয়ে যাবো। আমরাও তাদের সাথে আনন্দঘন পরিবেশে খেলা দেখবো ও উৎসাহ উদ্দীপনা তৈরি করবো।

খ) ক্লাসে বাংলাদেশ ও অন্য যে কোনো দলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার ভিডিও থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ শ্রেণিকক্ষে আন্দঘন পরিবেশে শিক্ষার্থীদের সাথে দেখবো।

গ) যদি পুরোনো সংবাদপত্র বা খেলা বিষয়ক ম্যাগাজিন থেকে ম্যাচ রিপোর্ট পড়তে দেই তাহলে শিক্ষার্থীরা ৫/৬ জনের আলাদা আলাদা দলে বসে ভিন্ন ভিন্ন ম্যাচ রিপোর্ট পড়বে।

- পড়া শেষে শিক্ষার্থীরা প্রতিটি দল থেকে তাদের পড়া ম্যাচের গল্পটা অন্য সবার উদ্দেশ্যে বলবে।
- কোনো শিক্ষার্থী আগে বাংলাদেশ দলের সাথে অন্য কোনো একটি অস্ট্রেলিয়া/সাউফ আফ্রিকা/ নিউজিল্যান্ড/ নেদারল্যানন্ডস/ আয়ারল্যান্ড দলের (ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ব্যতীত) উত্তেজনাপূর্ণ আন্তর্জাতিক খেলা দেখে থাকলে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবে।

**অবশ্যই ক্লাসের আগেই ভিডিও বা পত্রিকা বা ম্যাগাজিনের রিপোর্ট সংগ্রহ করে রাখবো।

খেলা দেখার সময় শিক্ষার্থীরা নিশ্চয়ই বাংলাদেশ দলকে সমর্থন করবে। পরবর্তী সেশনে শিক্ষার্থীদেরকে সুনির্দিষ্ট কাজের মাধ্যমে কেন তারা বাংলাদেশ দলকে সমর্থন করছে তার স্পষ্ট উপলব্ধি তৈরি করানোর চেষ্টা করবো। এভাবে শিক্ষার্থীরা তাদের সামাজিক পরিচয়ের উপাদানগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

থিম: সামাজিক পরিচয়ের জন্য জাতীয় ক্রিকেট দল

এইদিনের ক্লাসে পূর্ববর্তী ক্লাসের (লাইভ/ভিডিও/রিপোর্ট পড়া) দেখা খেলা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আলোচনা করতে উৎসাহিত করবো। শিক্ষার্থীরা খেলা দেখার সময়/ রিপোর্ট নিয়ে কাজ করার সময় কেন বাংলাদেশ দলকে সাপোর্ট করেছে তা বোঝার চেষ্টা করবো (দলগত আলোচনা)। তারা বাংলাদেশ দলের সাথে আমাদের কী কী মিল আছে তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে (মিল অমিলের খেলা)। এই কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে আমাদের সামাজিক পরিচয়ের উপাদানগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

সেশন- ৪১ আলোচনা ও উপস্থাপনা

এই সেশনে করণীয়:

মুক্ত আলোচনা:

মুক্ত আলোচনার জন্য প্রশ্ন
• এর আগের ক্লাসে আমরা যে বাংলাদেশ দলের ক্রিকেট খেলা দেখলাম, তোমাদের সবার কেমন লাগলো? • কখন কী অনুভূতি হয়েছে? খুশি, ভয়, উত্তেজনা, রাগ?কখন- ছক্কা, আউট হওয়া? • তাহলে তোমরা সবাই কোন দল সমর্থন করেছো?

দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপনাঃ

- আমরা বলবো, এখন এসো আমরা কাল যে বাংলাদেশ এবং অস্ট্রেলিয়া/অন্য যে কোনো দলের খেলা (সরাসরি/ভিডিও) দেখলাম বা রিপোর্ট নিয়ে কাজ করলাম সেখানে আমরা সবাই বাংলাদেশ দলকে কেন সমর্থন করলাম তা বোঝার চেষ্টা করি।
- এরপর ৫/৬ জন শিক্ষার্থীকে একত্রে নিয়ে কয়েকটি দল তৈরি করতে সহযোগিতা করবো। দল তৈরি করার সময় ইনক্লুশনের নীতিমালা অনুসরণ করবো। অবশ্যই খেয়াল করবো সব ধরনের সক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরাই যেন দলীয় কাজে সমানভাবে অংশগ্রহণ করে।
- দলে বসে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর আলোচনা করবে।

দলীয় আলোচনার জন্য প্রশ্ন
• কেন এর আগের ক্লাসের খেলা দেখার সময় সবাই বা বেশির ভাগ ই বাংলাদেশ দল সমর্থন করেছো? • কেন তোমাদের এরকম মনে হয়?

**** যদি কেউ বাংলাদেশ দলকে সমর্থন না করে, তখন শিক্ষক ঐ বিষয়ে আলোকপাত করবেন না। বরং বাংলাদেশকে সমর্থন করার কথা যেসব শিক্ষার্থীরা বলবে (বেশিরভাগ শিক্ষার্থী) তাদের কথাকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা এগিয়ে নেবেন।**

- এবারে শিক্ষার্থীরা প্রত্যেক দল সংক্ষেপে তাদের বাংলাদেশ কে সমর্থন করার কারণ অনুভূতি সহ ব্যাখ্যা করবে। শিক্ষার্থীরা যদি উল্লেখ না করে তখন আমরা নিচের বিষয়গুলো নিয়ে তাদের অনুভূতি ও সমর্থন করার সাথে সম্পর্ক জানতে চাইবো। এই উত্তরগুলোর ভুল/শুদ্ধ নেই বরং তাদের অনুভূতির প্রকাশকেই গুরুত্ব দিতে হবে।

শিক্ষকের জন্য দলীয় উপস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়

- খেলোয়াড়দের সাথে শিক্ষার্থীদের কিছু মিল
- তাদের সমর্থনে খেলোয়াড়রা উৎসাহ পায়
- জার্সি ও পতাকার রঙ
- খেলার শুরুতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত- সবার দাঁড়িয়ে যাওয়া
- একাত্মতা-'তারা জিতলে আমরা জিতে যাই। জিতে যায় পুরো বাংলাদেশ'
- ওরা বাংলাদেশের সব মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করে, সব অঞ্চলকে প্রতিনিধিত্ব করে। মাশরাফি নড়াইলের, তামিম চট্টগ্রামের, মুস্তাফিজ সাতক্ষীরার, লিটন দিনাজপুরের। প্রত্যেক বিভাগের মানুষ এই দলের মধ্যে নিজেদেরকে খুঁজে পায়।

সেশন- ৪২ মিল-অমিলের খেলা

এই সেশনে করণীয়:

- দলে কাজ করার সময় শিক্ষার্থীরা **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুসন্ধানী** বই থেকে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ক্রিকেটারদের ছবি দেখবে এবং অন্য আন্তর্জাতিক দলের ক্রিকেটারদের ছবিও সংগ্রহ করে দেখবে।
- এরপর তারা দলীয়ভাবে বাংলাদেশ দলের সাথে নিজেদের মিলগুলো খুঁজে বের করবে ও লিখবে। এবং দলগতভাবে উপস্থাপন করবে।
- আমরা দলীয় উপস্থাপন চলাকালীন ওদের খুঁজে পাওয়া উপাদানগুলোর তালিকা বোর্ডে লিখবো।
- সবগুলো দলের আলোচনা শেষ হওয়ার পর, সামাজিক পরিচয়ের যেসব উপাদান খুঁজে পাবো সেগুলোর সাথে আগে থেকে প্রস্তুতকৃত সামাজিক পরিচয়ের ছক শিক্ষার্থীদের দেখাবো।
- শিক্ষার্থীরা তখন বোর্ডে লেখা ও ছকের লেখা সামাজিক পরিচয়ের বিভিন্ন উপাদানে নিজেদের সাথে বাংলাদেশ জাতীয় পুরুষ ক্রিকেট দলের খেলোয়ারদের মিল এর বিষয়গুলো বুঝবে। সামাজিক পরিচয়ের উপাদানগুলোতে আমরা যে একই রকম তা আলোচনা করবে। সেখান থেকে শিক্ষার্থীরা নিজেদের সামাজিক পরিচয়ের নানামাত্রিক উপাদান খুঁজে পাবে। সেখান থেকে শিক্ষার্থীরা আমরা বোধের ধারণা লাভ করবে।
- এরপর তারা অস্ট্রেলিয়া/অন্য আন্তর্জাতিক দল এর খেলোয়ারদের সাথে মিল-অমিলের ছক তৈরি করবে। এ থেকে তাদের সামাজিক পরিচয়ের উপাদান গুলো স্পষ্ট হবে।

সামাজিক পরিচয়ের ছক

বিষয়	বাংলাদেশ	অস্ট্রেলিয়া/অন্য দল
জাতীয়তা		
সংস্কৃতি		
ভাষা		
ভৌগলিক পরিচয়		
আর্থ-সামাজিক পরিচয়		
খাদ্যাভাস		
নৃগোষ্ঠী		
জাতীয় সঙ্গীত		
জাতীয় পতাকা		
জাতীয় প্রতীক		
ধর্মীয় ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক বিশ্বাস		

থিম: সামাজিক পরিচয়ের জন্য মেয়েদের ফুটবল

এই থিমের জন্য আমরা ক্লাসে অনূর্দ্ধ ১৯ বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের সাথে ভারত নারী ফুটবল দলের আন্তর্জাতিক ফুটবল (২০২১ সালের ২২শে ডিসেম্বরে মুজিববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত যে ম্যাচে বাংলাদেশ জয়ী হয়েছে) ম্যাচটি ব্যবহার করবো। শিক্ষার্থীদেরকে সুনির্দিষ্ট কাজের মাধ্যমে (মুক্ত আলোচনা, দলগত আলোচনা, উপস্থাপনা) কেন তারা খেলোয়ারদের সাথে কিছু বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ দলকে সমর্থন করছে। তার স্পষ্ট উপলব্ধি, তৈরি করানোর চেষ্টা করবো। সবশেষে 'সামাজিক পরিচয়ের রেলগাড়ি' খেলার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের সামাজিক পরিচয়ের উপাদানগুলো নিয়ে ভাবতে ও এ সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি আরো গভীর করতে সাহায্য করবো।

সেশন ৪৩: বাংলাদেশ ও ভারত নারী ফুটবল দলের আন্তর্জাতিক ম্যাচ দেখা ও মুক্ত আলোচনা

এই সেশনে করণীয়:

খেলা দেখা:

ক্লাসে অনূর্দ্ধ ১৯ বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের সাথে ভারত নারী ফুটবল দলের আন্তর্জাতিক ফুটবল (২০২১ সালের ২২শে ডিসেম্বরে মুজিববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত যে ম্যাচে বাংলাদেশ জয়ী হয়েছে) ম্যাচের কিছু চুম্বক অংশের ভিডিও দেখাবো। শিক্ষার্থীরা খেলা উপভোগ করবে। শ্রেণিকক্ষে আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষার্থীদের সাথে খেলা দেখবো। খেলা দেখার সময় শিক্ষার্থীরা নিশ্চয়ই বাংলাদেশ দলকে সমর্থন করবে।

অথবা

শিক্ষার্থীদের ৫- ৬ জনের দল করে পুরোনো সংবাদপত্র বা খেলা বিষয়ক ম্যাগাজিন থেকে অনূর্দ্ধ ১৯ বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের সাথে ভারত নারী ফুটবল দলের আন্তর্জাতিক ফুটবল (যে ম্যাচে বাংলাদেশ জয়ী হয়েছে) ম্যাচ রিপোর্ট পড়তে দেব।

দলগত আলোচনা:

- খেলা দেখতে/ রিপোর্ট পড়ে কার কেমন লাগছে শিক্ষার্থীরা সেগুলো বলবে।
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবো আমরা কোন দলকে সমর্থন করেছি, আমাদের দল কোনটি? কেন আমরা এই দলকে আমাদের দল মনে করছি?
- তখন বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলকে সমর্থন করেছে তার কারনগুলো ব্যাখ্যা করার সময় শিক্ষার্থীরা যেসব কারণে ক্রিকেট দলকে সমর্থন করেছে সেসব কারণ বলার সম্ভাবনাই বেশি।

সেশন ৪৪: মিল অমিলের খেলা

এই সেশনে করণীয়:

- এবার **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুশীলন** বই থেকে 'নারী ফুটবল দলের বিভিন্ন খেলোয়াড়ের ছবি' (ক্লাসরুমের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন খেলোয়াড়দের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে) বের করে দেখাবো ও সবার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আলোচনা করার জন্য শিক্ষার্থীদের আহ্বান করবো।
- এরপর আরো যেসব বৈশিষ্ট্যে নারী ফুটবল দলের সাথে আমাদের কী ধরনের মিল ও অমিল আছে সেগুলো খুঁজে বের করতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবো। শিক্ষার্থীদের ৫-৬ জনের দলে বসে মিল-অমিলগুলো খুঁজে বের করার জন্য একটি ছক সরবরাহ করবো।

মিল-অমিলের ছক

বিষয়/ বৈশিষ্ট্য	কী ধরনের মিল	কী ধরনের অমিল
জাতীয়তা		
সংস্কৃতি		
ভাষা		
ভৌগলিক পরিচয়		
লৈঙ্গিক পরিচয়		
আর্থ-সামাজিক পরিচয়		
খাদ্যাভাস		
নৃগোষ্ঠী		
জাতীয় সঙ্গীত		
জাতীয় পতাকা		
জাতীয় প্রতীক		

- মিল ও অমিল খুঁজে পাওয়ার পর, কিছু বৈশিষ্ট্যে আমরা আলাদা হওয়া সত্ত্বেও আমরা কেন বাংলাদেশ ফুটবল দলকে সমর্থন করছি? চলো কারণগুলো বোঝার চেষ্টা করি।

সেশন-৪৫: 'সামাজিক পরিচয়ের রেলগাড়ি' খেলা

এই সেশনে সামাজিক পরিচয়ের উপাদানগুলো কেমন করে তৈরি হয় এবং কীভাবে কাজ করে শিক্ষার্থীরা তা বুঝতে পারবে। এই সেশনে আমরা শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে সামাজিক পরিচয়ের উপাদানগুলো শনাক্ত করে শ্রেণিকক্ষের বিভিন্নস্থানে টাঙাতে বলবো। শিক্ষার্থীরা রেলগাড়ি খেলার মাধ্যমে সামাজিক উপাদানের কোন উপাদান কীভাবে কাজ করে তা বুঝতে পারবে।

এই সেশনে করণীয়:

- শিক্ষার্থীদের বলব সামাজিক পরিচয়ের বিভিন্ন উপাদানের নাম সাদা কাগজে বা পোস্টার পেপারে লিখে শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন স্থানে টাঙাতে।
- 'সামাজিক পরিচয়ের রেলগাড়ি' খেলার জন্য সবাইকে আহ্বান করবো ও শ্রেণিকক্ষের ভিতর একজনের পিছনে অন্যজনকে দাঁড়াতে বলবো।
- বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে সামাজিক পরিচয়ের কোন উপাদান কীভাবে কাজ করে তা বোঝাবো।

'সামাজিক পরিচয়ের রেলগাড়ি' খেলা

- মনে করো, এশিয়া একাদশ আর অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশের মধ্যে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। তুমি কোন দলকে সমর্থন করবে?

  সম্ভাব্য উত্তরঃ এশিয়া একাদশ।

এবার বলো তাহলে, এক্ষেত্রে তোমাদের সামাজিক পরিচয়ের কোন উপাদান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠছে?

সম্ভাব্য উত্তরঃ ভৌগলিক পরিচয়

সবাই কু ঝিক ঝিক ঝিক... কু ঝিক ঝিক ঝিক....কু ঝিক ঝিক ঝিক বলে চলতে শুরু করলো।

রেলগাড়িটি "ভৌগলিক পরিচয়" স্টেশনে থামবে এবং সবাই মিলে সামাজিক পরিচয়ের উপাদান হিসেবে ভৌগলিক পরিচয় উপাদানটি নিয়ে আলোচনা করেবে।

- এবার তোমাদের কাছে জানতে চাই, আমরা যখন পহেলা বৈশাখ, বৈসু, সাংগ্রাই, বিজু (বৈসাবি) পালন করি তখন সামাজিক পরিচয়ের কোন উপাদান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে?

  সম্ভাব্য উত্তরঃ নৃগোষ্ঠী পরিচয়

কু ঝিক ঝিক ঝিক... কু ঝিক ঝিক ঝিক....কু ঝিক ঝিক ঝিক বলে চলতে শুরু করলো।

রেলগাড়িটি এবার "নৃগোষ্ঠী পরিচয়" স্টেশনে থামবে এবং সবাই মিলে সামাজিক পরিচয়ের উপাদান হিসেবে নৃগোষ্ঠী পরিচয় উপাদানটি নিয়ে আলোচনা করবে।

- পৃথিবীতে নানান ভাষাভাষী মানুষ থাকে। আমরা সবাই জানি ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষার জন্য এদেশের মানুষেরা জীবন দিয়েছিল। এখন ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। প্রত্যেকের মাতৃভাষাই সুন্দর এবং মর্যাদাপূর্ণ। এখন বলোতো, যারা বাংলায় কথা বলে তাদের কী বলা হয়? আর কার কার কী কী ভাষা রয়েছে আমাদের? এটি আমাদের কী পরিচয় বহন করে?

সম্ভাব্য উত্তর: ভাষা

কু ঝিক ঝিক ঝিক... কু ঝিক ঝিক ঝিক....কু ঝিক ঝিক ঝিক বলে চলতে শুরু করলো।

রেলগাড়িটি এবার "ভাষা" স্টেশনে থামবে এবং সবাই মিলে সামাজিক পরিচয়ের উপাদান হিসেবে ভাষা উপাদানটি নিয়ে আলোচনা করেবে।

- মনে করো, তোমাদের কোনো একজন বন্ধু খেলোয়ার হিসেবে অলিম্পিক গেমসে অংশ নিতে গেল। সেখানে তার কোন পরিচয়টা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে?

সম্ভাব্য উত্তর: জাতীয়তা

কু ঝিক ঝিক ঝিক... কু ঝিক ঝিক ঝিক....কু ঝিক ঝিক ঝিক....

রেলগাড়িটি এবার "জাতীয়তা" স্টেশনে থামবে এবং সবাই মিলে সামাজিক পরিচয়ের উপাদান হিসেবে জাতীয়তা নিয়ে আলোচনা করেবে।

- শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে এবং সামাজিক পরিচয়ের সেই উপাদান কীভাবে কাজ করে তা বুঝতে পারবে। সামাজিক পরিচয়ের ঐ উপাদানের নামের স্টেশনে থামতে বলবো। এভাবে বিভিন্ন সামাজিক পরিচয়ের উপাদানের স্টেশনে রেলগাড়ি চলা ও থামার খেলার মাধ্যমে ক্লাস শেষ হবে।

সবাই বুঝবে:

সামাজিক পরিচয়ের সব উপাদানই আমাদের সামাজিক পরিচয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে, সেটা নিশ্চয়ই তোমরা সবাই উপলব্ধি করতে পারছো। অবস্থা, সময় ও প্রেক্ষিত বিবেচনায় এক একটি পরিচয় একেক সময় আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আর ব্যক্তিগত পরিচয়ের এই অংশগুলোই আমাদের সামাজিক পরিচয় তৈরি করে।

নৃগোষ্ঠীগত পরিচয় অনুসন্ধান

নৃগোষ্ঠীগত পরিচয় অনুসন্ধানের কার্যাবলী: সেশন ৪৬-৫৫

থিম: আমাদের নৃগোষ্ঠীগত পরিচয়

সেশন-৪৬ ও ৪৭: দলীয় আলোচনা ও অনুসন্ধান

সেশন-৪৮: দলীয় কাজের উপস্থাপনা

থিম: আমরা একই কেন?: মানুষের উৎপত্তি অনুসন্ধান

সেশন-৪৯: প্রশ্নত্তোর ও প্রাচীন মানবের গল্প পড়া

সেশন-৫০: অনুসন্ধানি কাজ ও উপস্থাপনা: মানুষ এলো কোথা থেকে?

থিম: মানচিত্র আঁকা ও বোঝা

সেশন-৫১: আলোচনা: মানচিত্রের ব্যবহার ও ছবির সাথে এর পার্থক্য

সেশন-৫২: গল্প থেকে মানচিত্র স্কেল সম্পর্কে জানা ও হাতে কলমে চর্চা করা

সেশন-৫৩: বৃহৎ ও ক্ষুদ্র স্কেলের মানচিত্র নিয়ে দলীয় আলোচনা

সেশন-৫৪: গুপ্তধনের মানচিত্র আঁকা ও গুপ্তধন খোঁজা

থিম: অভিবাসন- আদিম মানুষের ছড়িয়ে পড়া

সেশন-৫৫: প্রাচীন মানুষের অভিবাসন অনুসন্ধান ও অভিবাসনের মানচিত্র আঁকা ও বোঝা

থিম: আমাদের নৃগোষ্ঠীগত পরিচয়

এই সেশনে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর ছবি নিয়ে কাজ করবে এবং ছবি নিয়ে কাজ করার মাধ্যমে নৃগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করতে পারবে। শিক্ষার্থীরা আগে শেখা অনুসন্ধানের ধাপ অনুসরণ করে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর পরিচয় সম্পর্কে প্রাথমিকের বই, ইন্টারনেট ও অন্যান্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ধারণা আরো স্পষ্ট করবে। এই কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের নৃগোষ্ঠীগত পরিচয় সম্পর্কে জানবে এবং অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

সেশন- ৪৬ ও ৪৭: দলীয় আলোচনা ও অনুসন্ধান

এই সেশনে করণীয়:

- **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুশীলন** বই থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করবো এটা কাদের ছবি? এবং এদের সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কী জানে? আগে শেখা নৃগোষ্ঠীর ধারণা থেকে শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে।
- ৫/৬ জনের দলে ভাগ করে দেবো।

- শিক্ষার্থীরা দলে বসে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর ছবি দেখে তাদের নামের সাথে বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো সাজিয়ে একটা ছক বানাবে এবং দলে বসে ছকটি পূরণ করবে।
- আগে শেখা অনুসন্ধানের ধাপ অনুসরণ করে, প্রাথমিকের বই, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ের বিভিন্ন অংশ বিশেষত মানুষ কোথা থেকে এলো ও বাংলাদেশের মানুষের পরিচয়ের ইতিহাস: রূপান্তর, বৈচিত্র্য ও সম্মিলন অংশটুকু, ইন্টারনেট ও অন্যান্য উৎস থেকে বিভিন্ন নৃগাষ্ঠীর মানুষের মূল বৈশিষ্ট্য যেমন, পোশাক, লিঙ্গ, বাসস্থান, জাতীয়তা, খাদ্যাভাস অন্যান্য সাংস্কৃতিক উপাদান ইত্যাদি সর্ম্পকে তথ্য সংগ্রহ করে নিজেদের নৃগোষ্ঠীগত পরিচয় সর্ম্পকে স্পষ্ট ধারণা লাভ করবে।

সেশন-৪৮: দলীয় কাজের উপস্থাপনা

এই সেশনে করণীয়:

- শিক্ষার্থীরা নৃগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে করা অনুসন্ধানী কাজ ক্লাসের বিভিন্ন জায়গায় তাদের তৈরি করা পোস্টার পেপার চার্ট টাঙিয়ে/ পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড/কাগজে লিখে নিজের কাজ উপস্থাপন করবে।
- এই কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের নৃগোষ্ঠীগত পরিচয় জানার পাশাপাশি অন্যদের নৃগোষ্ঠীগত পরিচয় জানবে ও শ্রদ্ধা করবে।

আমরা একই কেন?: মানুষের উৎপত্তি অনুসন্ধান

শিক্ষার্থীরা সামাজিক পরিচয়ের মৌলিক উপাদানগুলো চিহ্নিত করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এই সেশনে শিক্ষার্থীরা আমরা কোন কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে দক্ষিণ এশিয়ার মানুষ বিশেষ করে যারা বাংলাদেশী তারা একই কেন তা বোঝার জন্য কাজ করবে। প্রতিটি শিক্ষার্থী নিজেদের নৃগোষ্ঠীগত পরিচয় সম্পর্কে খুব ভালভাবে জানবে ও ইতিবাচক ধারণা লাভ করবে। পাশাপাশি অন্যের নৃগোষ্ঠীগত পরিচয় সম্পর্কেও জানবে ও শ্রদ্ধা করবে।

সেশন-৪৯: প্রশ্নত্তোর ও প্রাচীন মানবের গল্প পড়া

এই সেশনে করণীয়:

- মানুষের উৎপত্তি বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের মানুষ বিশেষ করে আমরা যারা বাংলাদেশী তারা দেখতে একই রকম কেমন করে হলাম সে বিষয়ে প্রশ্ন করবো?

নমুনা প্রশ্ন

- তোমাদের কি জানতে ইচ্ছে হয়, আমরা যারা দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের মানুষ বিশেষ করে বাংলাদেশী তারা একই রকম কেমন করে হলাম!?
- মানুষ কোথা থেকে এলো?

- তারপর **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুশীলন** বই থেকে ছবি দেখিয়ে এইপ জাতীয় প্রাণীদের সবচেয়ে প্রাচীন পুরুষ লুসির ছবি দেখিয়ে গল্প পড়তে দেবো।

লুসি

আফ্রিকা মহাদেশের একটি দেশের নাম ইথিওপিয়া। তরুণ গবেষক ডোনাল্ড জোহানসন ১৯৭৪ সালের ২৪শে নভেম্বর ইথিওপিয়ার হাডর এলাকায় অনেক পুরোনো একটি ফসিল কংকালের গুরুত্বপূর্ণ অংশ খুঁজে পান। পরে গবেষণায় জানা যায়, এটি মানুষের পূর্বসূরী হোমিনিড গোত্রীয়। তার মাথায় মগজ ছিল কম, শরীরের কাঠামোও ছোট ছিল। তবে পায়ের হাড় প্রায় মানুষের মতোই। দুই পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারাসহ হাঁটতে পারাও ছিল তার আয়ত্বে। খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল পাতা, ফল, বীজ, শিকড়, বাদাম ও পোকামাকড়। তার আক্কেল দাঁত থেকে বোঝা যায় এই কংকাল প্রাপ্তবয়স্ক ছিল। আনুমানিক ২১ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। সম্ভবত কম ওজনের কারণেই তার মৃত্যু হয়। নৃবিজ্ঞানীরা হাড়ের কংকাল গবেষণা করে জেনেছেন, এই কঙ্কাল একজন নারীর। এই ফসিল কঙ্কালের বয়স প্রায় ৩.২ মিলিয়ন বছর। যখন এই খননকাজ চলছিল, তখন সারাদিন সেই সময়ের জনপ্রিয় গান 'লুসি ইন দ্য স্কাই উইথ ডায়ামন্ডস' এই গান বাজানো হতো। সেখান থেকেই হোমিনিড নারী কঙ্কালের নাম দেওয়া হলো লুসি।

- এরপর শিক্ষার্থীদেরকে ৫/৬ জনের দলে ভাগ করে মানুষের উৎপত্তি বিষয়ে অ্যাসাইনমেন্ট দেবো।
- অ্যাসাইনমেন্টটি সম্পন্ন করার জন্য ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুসন্ধানী পাঠসহ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বই, ইন্টারনেট, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি ব্যবহার করতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবো।

অ্যাসাইনমেন্ট: মানুষ কোথা থেকে এলো?

দলের নাম:

দলের সদস্যদের নাম:

১. অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন

২. মূল বিষয়

৩. উৎস বা কোথা থেকে উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে

সেশন-৫০: অনুসন্ধানি কাজ ও উপস্থাপনা: মানুষ এলো কোথা থেকে?

এই সেশনে করণীয়:

- শিক্ষার্থীরা কাজের অনুসন্ধান ও উপস্থাপনের পরিকল্পনা করে নেবে।
- শিক্ষার্থীরা দলে বসে **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে** "ইতিহাস জানা যায় কীভাবে" এবং "মানুষ ও সমাজ এলো কোথা থেকে" অংশটি থেকে বিভিন্ন সময়ের মানুষের ছবি নিয়ে কাজ করবে, কোন বৈশিষ্ট্যের মানুষ কোন সময়ের- শিক্ষার্থীরা তা খুঁজে বের করবে।
- তারা ছবি দেখবে, হোমো সেপিয়েনস্, হোমো ইরেকটাস, হোমো নিয়েন্ডারথালিস, হোমো ডেনিসোভিয়ান মানুষের ছবি দেখে প্রতিটি ধরনের মানুষের ভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো বুঝতে চেষ্টা করবে।
- বই ছাড়াও শিক্ষার্থীরা ইন্টারনেট ও অন্যান্য উৎস থেকে সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন সময়ের মানুষের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো অনুসন্ধান করে বিভিন্ন সময়ের মানুষের একটি ফ্লো চার্ট/ অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করবে।
- এরপর শিক্ষার্থীরা আগে শেখা অনুসন্ধানের ধাপ অনুসরণ করে অ্যাসাইনমেন্টের জন্য আরো তথ্য সংগ্রহ করবে।
- পরবর্তী ক্লাসে প্রত্যেক দলই সবার সাথে তাদের তৈরি করা মানুষের বিবর্তনের ফ্লো চার্ট শেয়ার করার জন্য ক্লাসের বিভিন্ন জায়গায় ফ্লোচার্ট টাঙাবে ও উপস্থাপন করবে। চাইলে তারা অন্যান্য বিভিন্ন মাধ্যম যেমন মাটি দিয়ে তৈরি মানুষের মুখের মডেল, আকা স্কেচ, মুখে রঙ করে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাচীন মানব ও হতে পারে।
- এই অ্যাসাইনমেন্ট করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আমরা যে উৎপত্তিগতভাবে একই ধরনের বা একই প্রজাতি থেকে এসেছি তাই আমাদের সামাজিক পরিচয়ে বিশেষ করে শারীরিক বৈশিষ্ট্যে, জাতীয়তা, ভাষা ইত্যাদি নানাধরনের মিল আছে তা বুঝতে পারবে। সেখান থেকে আমরা একই কেন? -সে বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট হবে।

প্রাচীন মানুষের পৃথিবীতে ছড়িয়ে পরা: মানচিত্রে বুঝি

এরপর আমরা মানুষের একস্থান থেকে অন্যস্থানে কোনো কারণে স্থানান্তরিত হওয়া বা অভিবাসিত হওয়া নিয়ে কাজ করবো। পৃথিবীর মানচিত্রে বিভিন্ন রং দিয়ে শিক্ষার্থীরা মানুষের অভিবাসন মানচিত্র আঁকবে ও মানুষের অভিবাসন চিত্র বুঝতে পারবে। এই কাজটি করতে তাদের মানচিত্রের ধারনা, মানচিত্র বোঝা এবং মানচিত্র আকার দক্ষতার প্রয়োজন পরবে। একারণে এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের ৪ টি সেশন মানচিত্রের উপর হবে। এটি শিক্ষার্থীদেরও বুঝিয়ে বলবো।

থিম: মানচিত্র আঁকা ও বোঝা

সেশন-৫১: আলোচনা: মানচিত্রের ব্যবহার ও ছবির সাথে এর পার্থক্য

এই সেশনে শিক্ষার্থীরা মানচিত্র কী এবং রাস্তা ও দিক চেনায় মানচিত্রের ভূমিকা কী তা বুঝতে পারবে। ছবি ও মানচিত্রের মাঝে পার্থক্য করতে পারবে।

এই সেশনে করণীয়:

- শিক্ষার্থীদের কাছে কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইবো। যেমন, শিক্ষার্থীরা কখনো রাস্তা ভুলে গেছে কিনা? নতুন জায়গায় গেলে মানুষ কীভাবে পথ চেনে? কেউ কখনো হারিয়ে গেলে কীভাবে ফিরবে? ইত্যাদি।

- শিক্ষার্থীরা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে উত্তর দেবে।
- এরপর ছবি এবং মানচিত্রের মাঝে পার্থক্য বোঝাতে **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুশীলন বই** থেকে একটি ছবি ও একটি মানচিত্র দেখাবো ও দলে ভাগ করে দেবো।
- দলে বসে শিক্ষার্থীরা ছবি ও মানচিত্রের মাঝে পার্থক্যগুলো খুঁজে বের করবে এবং মানচিত্রের গুরুত্ব বুঝতে পারবে।

দলীয় কাজের জন্য প্রশ্ন

- ১ম ও ২য় ছবি তে কি দেখা যাচ্ছে?
- ছবি দুটির মধ্যে কি কি পার্থক্য দেখা যাচ্ছে?

১ম ছবির উপাদান	২য় ছবির উপাদান
হাতে আঁকা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য	বাংলাদেশের মানচিত্র
গাছপালা, নদী.....	স্কেল, দিক,.....

সেশন-৫২: গল্প থেকে মানচিত্র স্কেল সম্পর্কে জানা ও হাতে কলমে চর্চা করা

- মানচিত্র আঁকার জন্য নির্দিষ্ট স্কেল/পরিমাপ লাগে তা বোঝার জন্য শিক্ষার্থীরা তাদের বই থেকে রাজার আস্তাবলের গল্প পড়বে।

রাজার আস্তাবল

অনেক আগে এক ঘোড়াপ্রেমী রাজকন্যা ছিলো। রাজা ঠিক করলেন, তার একমাত্রকন্যার জন্মদিনে তাকে একটা সুন্দর ঘোড়া উপহার দিয়ে চমক দেবেন। রাজা ঘোড়া কিনে আনার জন্যে লোক পাঠালেন। লোকটি ঘোড়া আনলে রাজা সেটা জন্মদিন পর্যন্ত লুকিয়ে রাখতে বললেন। কিন্তু ঘোড়া রাখার জন্যে তো একটা আস্তাবল চায়, তাই রাজা ঠিক করলেন তিনি নিজেই মাপ নিয়ে ছুতোর ডেকে আস্তাবল বানাবেন যাতে বেশি জানাজানি না হয়।

রাজা আড়াআড়ি আর লম্বালম্বি হেঁটে দেখলেন লম্বায় ২০ পা, পাশে ১০ পা হলে ঘোড়াটার জন্যে উপযুক্ত আস্তাবল হবে। তখন তিনি ছুতোরকে ডেকে আস্তাবল বানাতে বললেন যেটি ২০ ধাপ লম্বা এবং ১০ ধাপ চওড়া।

জন্মদিনে রাজকন্যা ঘোড়া উপহার পেয়ে বেজায় খুশি। যখন সে ঘোড়া রাখতে আস্তাবলে গেল তখন দেখে, ওমা, একি! আস্তাবল তো খুব ছোট! রাজা বিরক্ত হয়ে ছুতারকে ডেকে পাঠালেন, জিজ্ঞেস করলেন এমন হলো কেন? ছুতোরও কিছুই বুঝতে পারছে না, সে বললো রাজা মশাই আমি ঠিক ২০ পা লম্বা ও ১০ পা চওড়া আস্তাবলই বানিয়েছি। রাজা তখন ছুতোরের পায়ের দিকে তাকিয়ে বিষয়টা বুঝতে পারলেন। ছুতোর আকারে ছোট-খাট মানুষ, রাজার পায়ের তুলনায় তার পা খুব ছোট। আর তাই ছুতোরের পায়ের মাপে বানানো আস্তাবল ছোট হয়ে গেছে।

তারপর শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে তাদের শ্রেণিকক্ষের, বোর্ডের এবং জানালার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপতে বলবো (যেগুলো তারা শ্রেণিকক্ষের মানচিত্রে দেখাবে এবং যেগুলো মাপা তাদের পক্ষে সম্ভব)। মেপে তারা তা বোর্ডে লিখবে।

- এবার সবাইকে দলে বসে শ্রেণিকক্ষের মানচিত্র খাতায় আঁকতে বলবো। খাতায় এতোবড় শ্রেণিকক্ষ কীভাবে আঁকা যায় শিক্ষার্থীরা তা নিয়ে প্রথমে তারা দলে আলোচনা করবে। আলোচনার মাধ্যমে মানচিত্র আঁকার জন্য পরিমাপের অনুপাত কীভাবে ঠিক করতে হয় তা বুঝতে পারবে।

দলীয় আলোচনার জন্য প্রশ্ন

- শ্রেণিকক্ষ তো অনেক বড়, এটা কীভাবে মাপ ঠিক রেখে খাতায় আঁকব?
- আমরা যদি মাপের অনুপাত ঠিক রেখে এটিকে একটু ছোটো কল্পনা করে নেই, তাহলে?

** কোনো স্থানের মানচিত্র আঁকার সময় নির্দিষ্ট মাপে ছোট করে আঁকা যায়, তখন শুধু মানচিত্রে স্কেল আকারে পরিমাপটা লিখে দিতে হয়। যেমন

১ সে.মি. = ১ কিলোমিটার ধরা যায়।

- সবাই দলে বসে খাতায় তাদের শ্রেণিকক্ষের মানচিত্র আঁকবে। আঁকা শেষে দলের নাম সহ দেয়ালে টাঙ্গিয়ে দেবে।

বাড়ির কাজ

প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তাদের নিজেদের বাড়ি থেকে স্কুলের পথের মানচিত্র এঁকে নিয়ে আসবে ও বাড়ির কাজ হিসেবে জমা দেবে।

সেশন-৫৩: বৃহৎ ও ক্ষুদ্র স্কেলের মানচিত্র নিয়ে দলীয় আলোচনা

এই সেশনে শিক্ষার্থীরা মানচিত্র দেখা এবং মানচিত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করা শিখবে। মানচিত্রের ছোট ও বড় সংস্কার ব্যবহার করতে পারবে, কোনটার কী সুবিধা তা বুঝতে পারবে।

এই সেশনে করণীয়:

- আমরা ক্লাসে **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুশীলন বই** থেকে দুটি মানচিত্র দেখতে দেবো, প্রথমটি পুরো বাংলাদেশের আর একটি চট্টগ্রাম বিভাগের মানচিত্র।
- শিক্ষার্থীরা ৫/৬ জনের দলে ভাগ হয়ে মানচিত্র দেখবে।
- প্রত্যেক দল চট্টগ্রামের প্রধান প্রধান ভূমিরূপগুলো কোথায় কোথায় আছে তা খুঁজে বের করবে ও খাতায় লিখবে।
- প্রত্যেক দল কী কী ভূমিরূপ খুঁজে পেয়েছে তা উপস্থাপন করবে।
- প্রত্যেকের কাজের অভিজ্ঞতা জানতে চাইবো বিশেষ করে কোন মানচিত্র নিয়ে কাজ করা সহজ হয়েছে তা জানতে প্রশ্ন করবো।

দলীয় আলোচনা সঞ্চালনের জন্য প্রশ্ন

-আচ্ছা এখন বলো কোন মানচিত্র নিয়ে চট্টগ্রাম বিভাগের ভূমিরূপ খোঁজার কাজটি সহজভাবে করতে পেরেছো?

- কেন?

**এজন্য যখন কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকাকে ভালোভাবে দেখতে হয় তখন তাকে একটু বড় করে নিলে কাজটি অনেক সহজ হয়। যেমন আমরা ছবি বা মোবাইলে লেখা ছোটো থাকলে তাকে জুম করে দেখি

- শিক্ষার্থীরা আলোচনার মাধ্যমে বুঝতে পারবে বাংলাদেশের পুরো মানচিত্র নিয়ে কাজ করার চেয়ে শুধু চট্টগ্রাম বিভাগের মানচিত্র নিয়ে কাজ করা সুবিধাজনক। এতে অনেক সুক্ষ বিষয় ও তুলে ধরা যায়। শিক্ষার্থীদের পরের ক্লাসে গুপ্তধন খোজার খেলার কথা বলে আজকের মত বিদায় জানাবো।

সেশন-৫৪: গুপ্তধনের মানচিত্র আঁকা ও গুপ্তধন খোঁজা

এই সেশনে আমরা শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে স্কুলের বিভিন্ন অংশের মানচিত্র আঁকতে বলবো। শিক্ষার্থীরা নিজেদের আঁকা মানচিত্র ব্যবহার করে গুপ্তধন খুঁজে বের করবে। এভাবে শিক্ষার্থীরা মানচিত্র ব্যবহারের প্রায়োগিক দিকগুলো জানতে ও বুঝতে পারবে।

এই সেশনে করণীয়:

- ১ম ধাপে শিক্ষার্থীরা চারটা দলে ভাগ হয়ে যাবে, তাদের স্কুলকে চারটি ভাগে করে তারা মানচিত্র আঁকবে। যেমন একদল শ্রেণিকক্ষ থেকে স্কুলের খেলার মাঠ পর্যন্ত নেবে, ২য় দল মাঠ থেকে লাইব্রেরি পর্যন্ত তার সীমানা ঠিক করবে। এভাবে চারটি পৃথক মানচিত্র প্রথমে দলে বসে এঁকে নেবে।
- ২য় ধাপে প্রত্যেক দলের মানচিত্রে একটা চিহ্ন দেবো যেখানে গুপ্তধন লুকিয়ে রেখেছি।
- ৩য় ধাপে প্রত্যেক দল তাদের মানচিত্রটি অন্য দলের সাথে বদলে নেবে।
- ৪র্থ ধাপে প্রত্যেক দল যে মানচিত্রটি পেয়েছ সেটি অনুসরণ করে গুপ্তধন খুঁজে বের করবে।
- যে দল সবার আগে গুপ্তধন খুঁজে বের করে আনবে সে দল বিজয়ী।

সেশন-৫৫: প্রাচীন মানুষের অভিবাসন অনুসন্ধান ও অভিবাসনের মানচিত্র আঁকা ও বোঝা

এই সেশনে মানুষের একস্থান থেকে অন্যস্থানে অভিবাসিত হওয়ার কারণ খুঁজে বের করতে বলবো। তারপর প্রাচীন মানুষ কোন কোন জায়গা থেকে কোথায় গেল, বাংলাদেশেই বা কীভাবে আসলো সেটা খুঁজে বের করতে বলবো। পৃথিবীর মানচিত্রে বিভিন্ন রং দিয়ে শিক্ষার্থীরা মানুষের অভিবাসন মানচিত্র আঁকবে ও মানুষের অভিবাসন চিত্র বুঝতে পারবে।

এই সেশনের করণীয়:

- আমরা ক্লাসে কিছু প্রশ্ন করবো। যেমন, তোমাদের কার দাদাবাড়ি-নানাবাড়ি কোথায়? কারা আগে কোথায় থাকতো? তাদের বাড়ি সবসময় একই জায়গায় ছিল কিনা?
- যেসব শিক্ষার্থীর বাবা/মা বদলির চাকরি করে তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্কুলে পড়েছে, বিভিন্ন স্থানে থেকেছে তারা সেসব অভিজ্ঞতা বর্ণণা করবে। বা যাদের আদিবাড়ি অন্য জায়গায় তারা কেন, কীভাবে নতুন স্থানে বসবাস করতে এসেছে সেসব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবে।

- এরকম আর কোন কোন কারণে মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে বলতো?

- এসব আলোচনার মাধ্যমে মানুষ যে বিভিন্ন কারণে একস্থান থেকে অন্যস্থানে অভিবাসন করে তা উপলব্ধি করতে পারবে।
- এবারে 'প্রাচীন মানুষ প্রথমে কোথায় ছিল তারপর সময়ের সাথে সাথে কোথায় কোথায় গেল?' তা অনুসন্ধান করে বের করতে বলবো।
- শিক্ষার্থীরা প্রথমে প্রশ্ন বানাবে। প্রশ্নগুলো এমন হবে যা তারা খুজেঁ বের করতে চায় এবং তথ্য সংগ্রহ করে খুঁজে বের করা সম্ভব।

অনুসন্ধানী প্রশ্নের নমুনা

- প্রথম কোন মহাদেশে প্রাচীন মানুষের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে?

- বাংলাদেশে মানুষ এলো কোথা থেকে?

- এবার শিক্ষার্থীদের ৫-৬ জনের ছোট ছোট দলে ভাগ করে দেবো।
- শিক্ষার্থীরা অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার ধাপ অনুসরণ করে প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধান করে লিখবে। তারা **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুসন্ধানী পাঠ**, ইন্টারনেট, এবং অন্যান্য উৎসের সাহায্য নেবে।
- তাদের খাতায় লেখা উত্তর বা স্থানের নামগুলো একটি মানচিত্রে বসাতে বলবো।
- শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর মানচিত্র নিয়ে আদিম মানুষ কোথা থেকে কোথায় গেছে তা চিহ্নিত করার মাধ্যমে আদি মানুষের অভিবাসন মানচিত্র অঙ্কন করবে।

ভৌগলিক পরিচয় অনুসন্ধান

ভৌগলিক পরিচয় অনুসন্ধানের কার্যাবলী: সেশন ৫৬-৫৭

থিম: বিশ্বে আমার অবস্থান

সেশন-৫৬: পারিবারিক পরিভ্রমণ মানচিত্র আঁকা ও বিশ্বে নিজের অবস্থান চিহ্নিত করা

সেশন-৫৭: পাস দ্য গ্লোব খেলা

বিশ্বে আমার অবস্থান

সেশন-৫৬: পারিবারিক পরিভ্রমণ মানচিত্র আঁকা ও বিশ্বে নিজের অবস্থান চিহ্নিত করা

এই সেশনে শিক্ষার্থীরা প্রথমে তারা কোথায় কোথায় বেড়াতে গেছে এবং কোথায় কোথায় যেতে চায় তাদের বাড়ি থেকে সে স্থানগুলো চিহ্নিত করবে। আলাদা আলাদা রং দিয়ে এভাবে শিক্ষার্থীরা তাদের পারিবারিক ভ্রমণমানচিত্র অঙ্কন করবে। এরপর এক কেন্দ্রিক ছোট থেকে বড় বৃত্তাকার কাগজে মহাদেশ থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে নিজের দেশ, বিভাগ, জেলা, এলাকা ও সবচেয়ে ছোট চার্ট পেপারে নিজের বাড়ির ঠিকানা লিখবে, তার ভৌগলিক পরিচয় অনুধাবন করার জন্য।

সেশনের করণীয়:

- প্রথমে শিক্ষার্থীদের তারা কোথায় কোথায় বেড়াতে গেছে বাড়ি থেকে তাদের যাওয়া জায়গাগুলো খুঁজে বের করতে বলবো।
- শিক্ষার্থীরা কোথায় কোথায় যেতে চায় কিন্তু যায়নি এমন জায়গাগুলো চিহ্নিত করবে।
- এবার শিক্ষার্থীরা বাড়িতে বড়দের সহায়তায় এবং অন্যান্য উৎস থেকে তথ্য নিয়ে এই জায়গাগুলো আরো ভালভাবে চিহ্নিত করবে।
- একটি মানচিত্রে শিক্ষার্থীরা তাদের এই পারিবারিক ভ্রমণচিত্র তিন রং দিয়ে চিহ্নিত করবে।
- পারিবারিক ভ্রমণ মানচিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের অভিবাসন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করবে, নিজেদের ভৌগলিক পরিচয় সম্পর্কে সচেতন হবে।
- এরপর শিক্ষার্থীরা বৃত্ত আকারের ছয়টি চার্ট পেপার নিলো। সবচেয়ে বড় বৃত্তে নিজের মহাদেশ এবং ক্রমান্বয়ে নিজের দেশ, বিভাগ, জেলা, এলাকা ও সবচেয়ে ছোট চার্ট পেপারে নিজের বাড়ির চিহ্ন দেবে।
- আমরা বলবো, তোমরা এতসব কাজের মাধ্যমে আরো যে পরিচয় সম্পর্কে জানলে তাকে বলে ভৌগোলিক পরিচয়। কথাটি বলার পর বোর্ডে ভৌগোলিক পরিচয় কথাটি লিখবো।

সেশন-৫৭: পাস দ্য গ্লোব খেলা

এই সেশনে খেলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর মানচিত্রের বিভিন্ন মহাদেশ ও তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানবে ও পৃথিবীর মানচিত্রে নিজের অবস্থান উপলব্ধি করবে।

এই সেশনের করণীয়:

- শিক্ষার্থীদের বলবো **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুশীলন বই থেকে 'আমি এখন মানচিত্রে'** এর ছবি দেখে আজ আমরা মিউজিক্যাল চেয়ার খেলার নিয়ম মেনেই 'পাস দ্য গ্লোব' খেলব।
- শিক্ষার্থীদের প্রথমে গোল হয়ে বসতে বলব।
- একজন হাতে একটি গ্লোব নেবে। তারপর মিউজিক শুরু হবে। গ্লোব টি দু হাতে ধরে পাশের জনকে দিতে হবে।
- এরপর যখন মিউজিক বন্ধ হবে তখন গ্লোবটি যার হাতে থাকবে এবং তার ডান হাতের বুড়ো আঙুলের জায়গাটি চিহ্নিত করতে হবে গ্লোবে এবং সেটির নাম ও কোন মহাদেশে অবস্থিত এবং সেই মহাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য লিখতে হবে। এরপর সে খেলা থেকে সরে যাবে তারপর মিউজিক পুনরায় চালু হলে খেলাটি আবার শুরু হবে।
- একটি জায়গা শুধুমাত্র একবারই আমরা নেব, পুনরায় যদি ওই জায়গা আসে তবে আবার মিউজিক শুরু হবে অর্থ্যাৎ খেলা আবার শুরু হবে।
- এরপর আমরা বলবো এবার খেয়াল করে দেখ, তুমি থাক নির্দিষ্ট একটা বাড়িতে - একটা রাস্তা বা গলির পাশে ছোট্ট একটি ঘরে বা উঁচু বাড়ির ফ্ল্যাটে। কিন্তু সেই তোমার যোগ ঘটে যায় গোটা পৃথিবীর সাথে। ব্যাপারটা যেমন মজার তেমনি গর্বেরও - তাই না?

ভাষাগত পরিচয় অনুসন্ধান

ভাষাগত পরিচয় অনুসন্ধানের কার্যাবলী: সেশন ৫৮-৬২

থিম: আমার ভাষা ও তার বিবর্তন
সেশন-৫৮: ভাষা নিয়ে কুইজ খেলা
সেশন-৫৯: ভাষা মানচিত্র নিয়ে অনুসন্ধানী কাজ ও উপস্থাপনা
সেশ্ন-৬০: সময়ের সাথে ভাষার পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ
সেশন-৬১ ও ৬২: নিজের ভাষার উৎপত্তি অনুসন্ধান ও উপস্থাপন

এই সেশনগুলোতে শিক্ষার্থীরা বাংলাভাষার বিবর্তন ও বিকাশ সম্পর্কে জানবে এবং কীভাবে ভাষা আমাদের সামাজিক পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তা বুঝতে পারবে।

আমার ভাষা ও তার বিবর্তন

সেশন-৫৮: ভাষা নিয়ে কুইজ খেলা

সেশন ৫৮-৬২ এই সেশনগুলোতে শিক্ষার্থীরা ভাষা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ করবে। সেশনগুলোতে শিক্ষার্থীরা আঞ্চলিক ভাষা, ভাষা মানচিত্র এবং সময়ের সাথে ভাষার পরিবর্তন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করবে। এরপর শিক্ষার্থীরা নিজের ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে জানবে ও বুঝতে পারবে।

এই সেশনের করণীয়:

- প্রথমে ক্লাসে ভাষা নিয়ে কুইজ খেলা হবে তা বলবো।
- কুইজের নিয়ম সবাইকে বুঝিয়ে বলবো।

কুইজের নিয়ম
১. প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য হাত উঠাতে হবে। যে আগে হাত উঠাবে সে আগে উত্তর দেয়ার সুযোগ পাবে।
২. প্রথম উত্তরদাতার উত্তর সঠিক না হলে, দ্বিতীয় জন উত্তর দেবে। এভাবে সঠিক উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত আমরা উত্তর শুনবো।
৩. কেউ যদি হাত না তুলে বা সুযোগ পাওয়ার আগেই উত্তর বলে বা কথা বলে তাহলে তার মাইনাস মার্কিং হবে।
৪. যে বা যারা সবচেয়ে বেশি সঠিক উত্তর দেবে সে আজকের কুইজের বিজয়ী হবে।

- বিভিন্ন স্থানের আঞ্চলিক ভাষা বলে কোনটা কোন অঞ্চলের ভাষা তা উত্তর দিতে বলবেন।

মূল কথা- "হতভাগা ছেলে! তোকে কখন থেকে বলছি- গরুটা দুইয়ে দিয়ে বাজারে যা। তা ছেলের কথা শোন, বলে কি না, শীত করছে। ঘাড়'টা ধরে নিয়ে আসব"।

আঞ্চলিক ভাষা-

"পুরা কপাইল্লা পুতাইন রে! তরে কুন বিয়ান কৈচি- গাইডারে ক্ষীরাইয়া বাজার যা। তা পুতাইন কয়, পারতাম না, ডাইয়া ধরচে। ঘাড় ডা ধইরা লৈয়া আইবাম"। (ময়মনসিংহ অঞ্চলের ভাষা)

"ছাইক কপাইলা পোলারে। কি আর কমু? কোন্ হাত হকালে কইচি- গরুডারে পানাইয়া বাজারে যা। এমুন পোলার পোলা! তানি কথা হোনে? কয়, হীতে ধরচে। দ্যাক্, ঘাড় ডা ধইরা লৈয়া আমু"। (ঢাকার ভাষা)

"অতভইগ্যা ফোআরে হইলাম যে, গরুয়া দুইয়ারে বাজারত যা। ফোয়া তো হথা উইনতো ন, হঅজ্জে আআঁর বশশীত গরের। তার গদ্দানত ধরি লৈ আয়"। (চট্টগ্রামের ভাষা)

"পোরাকপাল্যা ছাওয়াল। তোক্ যে বিআনে কচিলাম-গরুডা দোয়ায়া বাজারে যা। তা কুর্যার ক্যুরা শুনবি ক্যা? কতিচে শীত ধরিচে। ঘার ধর্যা নিয়া নিয়া আসফো নে।" (পাবনা অঞ্চলের ভাষা)

"হতোভাগা ছল! তোরে কহনে আমি কলাম, গোড্ডো দুইয়ে দিয়ে বাজারে যা। তা ছল আমার কথাডা নাহি শুনলো? কচ্চে কিনা তার শীত করতিচে। ঘেটী ধইরে নিয়ে আসবো" (খুলনা অঞ্চলের ভাষা)

- এভাবে কুইজ পরিচালনা করার মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানের ভাষার সাথে শিক্ষার্থীদের ইতিবাচকভাবে পরিচয় করাবো।
- ভাষার সাথে ব্যক্তির পরিচয়ের সম্পর্ক আছে তা বুঝিয়ে বলবো।

এই ভাষা আমাদের পরিচয়ের একটি উপাদান। ভাষা শুনে আমরা বুঝি সে কোন অঞ্চলের অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের পরিচয়ে তার ভাষাও গুরুত্বপূর্ণ। এত গেল বাংলা ভাষার নানা রূপ। আমরা যদি আরও দূরে যাই মানে দেশের বাইরের কথা ভাবি তাহলে দেখতে পাবো একেক দেশের মানুষ একেক ভাষায় কথা বলে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি বসবাসের দেশ, জাতীয়তা ও নাগরিকত্বের সাথে ভাষার খুব গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে।

- পরবর্তী ধাপে দেশের গন্ডির বাইরে অর্থাৎ অন্য দেশের ভাষার মধ্যে বৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা করতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবো।
- তারপর সবাইকে **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুশীলন বই** থেকে 'ভাষা মানচিত্র' দেখতে বলবো।

সেশন-৫৯: ভাষা মানচিত্র নিয়ে অনুসন্ধানী কাজ

এই সেশনে করনীয়:

- ভাষা মানচিত্র দেখে শিক্ষার্থীদের কার কি মনে হচ্ছে তা চিন্তা করে অনুসন্ধানী প্রশ্ন তৈরি করে 'বিজ্ঞানের চোখে চারপাশ দেখি' পাঠে শেখা ধাপ অনুসরণ করে তার উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবে।

ভাষা মানচিত্রের জন্য অনুসন্ধানী প্রশ্নের নমুনা

- কোন বিভাগে সব চেয়ে বেশি সংখ্যক আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার দেখা যায় এবং কেন?
- কোন বিভাগে সব চেয়ে কম সংখ্যক আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার এবং কেন?

ভাষা মানচিত্র নিয়ে অনুসন্ধানী কাজের উপস্থাপনা

শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন উপায়ে (পোস্টার পেপারে, কেউ পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড ব্যবহার করে, কেউ কাগজে লিখে) সবার কাজ উপস্থাপন করবে।

সেশন-৬০: সময়ের সাথে ভাষার পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ

এই সেশনে শিক্ষার্থীরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সোনার তরী কবিতার বিভিন্ন সময়ের ভাষায় লেখা কবিতা পড়ে সময়ের সাথে ভাষার পরিবর্তণের রূপ ও ধরণ বুঝতে পারবে। এরপর নিজের ভাষাটা কীভাবে পরিবর্তন হলো এবং কেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ সে অনুসন্ধানী কাজের মাধ্যমে সামাজিক পরিচয়ের অংশ হিসেবে ভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে।

এই সেশনে করণীয়:

- আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থ থেকে সোনারতরী কবিতাটি সংগ্রহ করে রাখবো এবং শ্রেণি কক্ষে শিক্ষার্থীদের দিয়ে পড়াবো। পরবর্তীতে গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের অন্যান্য কবিতাও পড়ে দেখতে উৎসাহিত করবো।

মূল পংক্তি- সোনারতরী', ফাল্গুন, ১২৯৮

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে-

দেখে যেন মনে হয়, চিনি উহারে।

আধুনিক বাংলা (১৮৯২-সম্প্রতিকাল)

গান গেয়ে নাও বেয়ে কে আসে (=আশে) পারে-

দেখে যেন (=জ্যানো) মনে হয়, চিনি ওকে (=ওকে)।।

মধ্যযুগের বাংলা (আনুমানিক ১৫০০ সাধারণ অব্দে)

গান গায়্যা (গাইহ্যা) নাও বায়্যা (বাইহ্যা) কে আশ্যে (আইশে) পারে-

দেখ্যা (দেইখ্যা) জেন্ অ (জেন্হ, জেহেন) মনে হোএ, চিনি

(চিন্ হীয়ে) ওআরে (ওহারে, ওহাকে) ।।

প্রাচীন বাংলা (আনুমানিক ১১০০ সাধারণ অব্দে)

গান গাহিআ নাব্র বাহিআ কে আইশই (আরিশই) পারহি (পালহি)-

দেখিআ জৈহণ মণে (মণহি) হোই চিন্ হিঅই ওহারহি (ওয়াকহি)।

[সূত্র: বাঙ্গালা ভাষা প্রসঙ্গে-শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়]

- শিক্ষার্থীরা দলে বসে বিভিন্ন সময়ের ভাষায় লেখা কবিতাটি পড়বে।
- আমরা নিশ্চিত করবো যেন ভাষা যে সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তণ হচ্ছে শিক্ষার্থীরা যেন তা উপলব্ধি করে।
- এরপর শিক্ষার্থীরা 'নিজের ভাষাটা কীভাবে হলো?' সেটি অনুসন্ধানের মাধ্যমে খুঁজের বের করার চেষ্টা করবে। তার সাথে 'ভাষা কেন গুরুত্বপূর্ণ?' এ বিষয়ে একটি অ্যাসাইনমেন্ট করে নিয়ে আসবে।

সেশন-৬১ ও ৬২: নিজের ভাষার উৎপত্তি অনুসন্ধান ও উপস্থাপন

- শিক্ষার্থীরা আগে শেখা অনুসন্ধানের ধাপ অনুসরণ করে প্রশ্নমালা তৈরি করবে, কাজের পরিকল্পনা করবে, তথ্য সংগ্রহ করবে।
- বড়দের সহায়তা নেবে, ইন্টারনেট ব্যবহার করবে এবং সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে নিজের ভাষার অনুসন্ধান করবে ও ভাষার গুরুত্ব অ্যাসাইনমেন্ট এ তুলে ধরবে।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থী ক্লাসে বিভিন্ন উপায়ে তাদের কাজ উপস্থাপন করবে।

সাংস্কৃতিক পরিচয় অনুসন্ধান

সাংস্কৃতিক পরিচয় অনুসন্ধানের কার্যাবলী: সেশন ৬৩-৬৯

থিম: বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার সংস্কৃতি

সেশন-৬৩ ও ৬৪: সংস্কৃতি নিয় মুক্ত আলোচনা ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের ছক পূরণ সেশন-২৬ নিজ দেশের সংস্কৃতির উপাদান তৈরি ও উপস্থাপনা

সেশন-৬৫ ও ৬৬: দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের সংস্কৃতি অনুসন্ধান

আত্ম পরিচয়ের ধারনা সুদৃঢ়করণ

সেশন-৬৭, ৬৮ ও ৬৯: আত্মপরিচয়ের মেলা

এই সেশন গুলোতে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ঐতিহাসিক ভিত্তিসহ উপলব্ধি করতে পারবে।

সেশন-৬৩ ও ৬৪: সংস্কৃতি নিয়ে মুক্ত আলোচনা ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের ছক পূরণ

এই সেশনে করণীয়:

- প্রথমে আমরা সংস্কৃতি বলতে শিক্ষার্থীরা কী বোঝে তা জানতে চাইবো। শিক্ষার্থীরা তাদের পূর্বজ্ঞান থেকে সংস্কৃতি বলতে তারা কী বোঝে তার উত্তর দেবে।

- এবার **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুসন্ধানী পাঠ** থেকে এ সম্পর্কে দলে ভাগ হয়ে ধারণা গঠন করতে বলবো। সময়ের সাথে আমাদের সংস্কৃতি কীভাবে পরিবর্তন হয়েছে এবং হচ্ছে তা বোঝার চেষ্টা করতে বলবো। এ লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের **অনুসন্ধানী পাঠ** বইয়ের **বাংলাদেশের মানুষের পরিচয়ের ইতিহাস: রূপান্তর, বৈচিত্র্য ও সম্মিলন** অংশটুকু পড়তে বলবো।

- **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুশীলন** বই থেকে সংস্কৃতির পরিবর্তনের ছক দেখিয়ে সময়ের সাথে আমাদের সংস্কৃতি কীভাবে পরিবর্তন হয়েছে, হচ্ছে তা বুঝে ছক পূরণ করতে বলবো।

উপাদান	আগে থেকে ব্যবহার করি	কোন কোন উপাদান নতুন করে যুক্ত হয়েছে
খাদ্য		
বস্ত্র		
বাসস্থান		
পেশা		
যানবাহন		
বিনোদন		

- সংস্কৃতির পরিবর্তনের ছক নিয়ে শিক্ষার্থীরা থিংক-পেয়ার-শেয়ার পদ্ধতিতে কাজ করবে।
- কাজ শেষে বিভিন্ন দল থেকে ছকে কে কী লিখেছে তা শুনবো।
- পরবর্তী কাজের জন্য এবার সংস্কৃতির কিছু নিদর্শন মাটি, কাপড়, কাঠি, ডিমের খোসা বা এমন কোনো উপাদান দিয়ে বানানোর নির্দেশনা দেবো।

সেশন-৬৪ নিজ দেশের সংস্কৃতির উপাদান তৈরি ও উপস্থাপনা

এই সেশনে করণীয়:

- এবার সংস্কৃতির কিছু নিদর্শণ মাটি, কাপড়, কাঠি, ডিমের খোসা বা এমন কোনো উপাদান দিয়ে বানানোর নির্দেশনা শুনে শিক্ষার্থীরা কে কী বানাবে তার পরিকল্পনা করতে শুরু করবে।
- সবাই বাড়িতে গিয়ে বড়দের সাহায্য নিয়ে সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান তৈরি করে স্কুলে নিয়ে আসবে।
- আমরা শিক্ষার্থীদের **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুশীলন বই** থেকে সংস্কৃতির বিভিন্ন নিদর্শনের ছবি দেখতে বলবো।
- তারা তাদের বানানো উপাদানগুলো শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন করবে।

সেশন-৬৫ ও ৬৬: দক্ষিণ এশিয়ার অন্যন্য দেশের সংস্কৃতি অনুসন্ধান

এই সেশনে করনীয়

- শিক্ষার্থীদের ক্লাসে **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুশীলন বই থেকে** দক্ষিণ এশিয়ার সংস্কৃতির কিছু ছবি দেখাবো

দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশের সংস্কৃতি

বই থেকে ছবি দেখিয়ে আমরা জিজ্ঞাসা করবো যে, ছবিতে দেখানো সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো কোন কোন দেশের হতে পারে তা তাদের ধারনা আছে কিনা? জবাবে তারা যদি না বলে, তখন বলবো যে এগুলো দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের কিছু সাংস্কৃতিক উপাদান।

জিজ্ঞাসা করবো যে, তোমরা কি দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে চাও? উত্তরে সবাই হ্যাঁ বললে, বলবো যে, তাহলে চলো আবারো আমরা অনুসন্ধানী পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি জানার জন্য প্রশ্ন তৈরি করি। তাহলে আমাদের এই কাজের নাম কী হতে পারে?

আনাই বলল, 'দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশের সংস্কৃতি' হলে কেমন হয়?

সবাই আগে শেখা অনুসন্ধানের ধাপ অনুসরণ করে দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানবে, ছবি সংগ্রহ করবে। জানা থেকে বিভিন্ন নিদর্শন তৈরি করবে এবং স্কুলে নিয়ে আসবে। বরাবরের মতো শুধু তাদের সহযোগিতা করবো। কোন অবস্থাতেই নিজে করে দেবো না।

সেশন-৬৭-৬৯: আত্ম পরিচয়ের মেলা

শিক্ষার্থীরা এই সেশনে আত্মপরিচয়ের মেলা আয়োজন করবে। মেলায় শিক্ষার্থীরা সামাজিক পরিচয়ের বিভিন্ন উপাদান নিয়ে কাজ করবে। আমরা তাদের মধ্যে মেলা বিষয়ে আগ্রহ তৈরি করবো, উপকরণ দিয়ে সহায়তা করবো।

এই সেশনে করনীয়

- শিক্ষার্থীরা যে দলে পূর্বের ক্লাসে কাজ করেছে সেই একই দলে মেলার আয়োজনে অংশ নেবে। বিভিন্ন ভাবে তাদের আত্মপরিচয়ের বিভিন্ন দিক এবং তাদের কাজগুলো তুলে ধরবে।
- শিক্ষার্থীরা সবার নিয়ে আসা কাপড়ের পুতুল, ডিমের পুতুল, মাটির পুতুলসহ আগে থেকে তৈরি করে রাখা সংস্কৃতির নিদর্শণগুলো স্টলে সাজাবে।
- স্কুল থেকে বিভিন্ন ভাষার বর্ণমালার চার্ট সরবারহ করা হবে।
- শিক্ষার্থীরা দলে বসে কিছু শব্দ যেমন, মা, বিদ্যালয়, ধন্যবাদ এসব শব্দ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কীভাবে লেখে সেসব বর্ণমালা লিখে মেলার জন্য স্টল সাজাবে।
- মেলায় অংশ নেয়ার জন্য শিক্ষার্থীরা বাসা থেকে বিভিন্ন খাবার (পিঠা, পায়েস ইত্যাদি) নিয়ে আসতে পারে।
- স্টলে সাজানো যায় দক্ষিণ এশীয় সংস্কৃতির নিদর্শণ সেখানে ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশের সাংস্কৃতিক নিদর্শণ (বানানো অথবা সত্যি) দিয়ে।
- আরেকটা স্টলে রাখবে ক্লাসের সবার তৈরি করা মানচিত্র। বাড়ি থেকে তাদের স্কুল নিয়ে তৈরি করা মানচিত্রগুলো। আরও থাকেব পারিবারিক পরিভ্রমণ মানচিত্রও।

মেলা পরিদর্শনের নিয়ম

- মেলার দিন ৫/৬ জনের মধ্যে ২ জন করে শিক্ষার্থী স্টলে থাকবে এবং স্কুলের সব শিক্ষক, অন্যক্লাসের শিক্ষার্থী ও সহপাঠীরা তাদের স্টলে আসলে তারা তাদের স্টল কীভাবে সাজিয়েছে সেটা ব্যাখ্যা করবে।
- তারা এই কাজ করতে গিয়ে কী ধরনের অভিজ্ঞতা ও অনুভবের মধ্য দিয়ে গেছে তাও বলবে।
- কিছুক্ষণ পর পর স্টলের ২ জন শিক্ষার্থী পরিবর্তন হবে, যারা অন্য সটলে ঘুরছিল তারা ফিরে স্টলে আসবে যাতে অন্যরাও মেলায় ঘোরার সুযোগ পায়।
- এভাবে সবাই কোনো কোনো সময় স্টলে থাকবে এবং সবাই মেলায় ঘুরবে।

- শিক্ষার্থীরা মেলার পর আত্মপরিচয়ের মেলা আয়োজন থেকে যা শিখেছে সে সম্পর্কে ২ পাতার অ্যাসাইনমেন্ট লিখে জমা দেবে।

পারদর্শিতার নিরদেশক-৫ এর ৬ মাস এর পর সামষ্টিক মূল্যায়নঃ

মেলার কার্যক্রমের মূল্যায়ন আমরা ৬ মাস শেষের সামষ্টিক মুল্যায়নের রেকর্ড হিসেবে ব্যবহার করব। এজন্য আমরা প্রতিটি দলকে নিচের রুব্রিক্স ব্যবহার করে মূল্যায়ন করতে পারিঃ

	প্রারম্ভিক	বিকাশমান	দক্ষ
সামাজিক পরিচয়ের বিভিন্ন উপাদান এর সন্নিবেশ করা	শুধুমাত্র এক ধরনের সামাজিক পরিচয়ের উপাদান তাদের স্টলে প্রদর্শন করেছে	২ বা ৩ ধরনের সামাজিক পরিচয়ের উপাদান তাদের স্টলে প্রদর্শন করেছে	কম পক্ষে ৪ ধরনের সামাজিক পরিচয়ের উপাদান তাদের স্টলে প্রদর্শন করেছে
সামাজিক পরিচয়ের উপাদান সম্পর্কে বোধগম্যতা	প্রদর্শিত একটি নিদর্শনের ও সামাজিক পরিচয়ের উপাদান ব্যখজা করতে পারেনি	প্রদর্শিত নিদর্শনের অর্ধেক বা এর ছেয়ে কম এর সামাজিক পরিচয়ের উপাদান ব্যখজা করতে পেরেছে	প্রদর্শিত সব নিদর্শনের সামাজিক পরিচয়ের উপাদান ব্যখজা করতে পেরেছে

একই নির্দেশকের ১২ মাস শেষের মূল্যায়ন এর জন্য আমরা নিচের ছক ও নির্দেশাবলী ব্যবহার করবো-

আত্ম পরিচয়ের ব্যক্তিগত পরিচয়ের মূল্যায়নের মতই একই ভাবে কিছু বিবৃতি সম্বলিত ছক শিক্ষার্থীরা পূরণ করবে যেখানে সামাজিক পরিচয় সংক্রান্ত বিবৃতি থাকবে। সেটিও একইভাবে মূল্যায়ন করবেন শিক্ষক।

বিবৃতি	সম্পূর্ণ একমত	একমত	ভিন্নমত	সম্পূর্ণ ভিন্নমত
১/ সামাজিক পরিচয় নয়, বরং নিজের ব্যক্তিগত পরিচয়ের কারণে আমরা ক্রিকেট খেলায় বাংলাদেশ দলকে সমর্থন করি।				
২/ আমাদের দেশ, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি সবই আমাদের সামাজিক পরিচয়কে নির্ধারণ করে।				
৩/ আমার নৃ-গোষ্ঠীগত পরিচয় আমার সামাজিক পরিচয়ের একটি অংশ।				
৪/ আমি এশিয়া মহাদেশের বাংলাদেশে নিদির্ষ্ট একটি জায়গায় বাস করি- এই ভৌগলিক পরিচয় আমার সামাজিক পরিচয়ের অংশ নয়।				
৫/ মুক্তিযুদ্ধ আমার সামাজিক পরিচয় নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছে।				

৬/ আনিকা বরিশালের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে এটি তার সামাজিক পরিচয়ের অংশ।				
৭/ আঞ্চলিক ভাষায় কথা বললে সামাজিক মর্যাদা কমে যাওয়া উচিত।				
৮/ সামাজিক পরিচয়ের বিভিন্ন উপাদান যেমন- ভাষা, সংস্কৃতি এগুলো পরিবর্তনশীল				
৯/ হেইসাং দক্ষিন কোরিয়ায় বাস করে। আমার বয়সী। ওর ভাষা, সংস্কৃতি, নৃ-গোষ্ঠীক পরিচয় সবই আমার থেকে ভিন্ন। তাই সে আমার বন্ধু হতে পারে না।				
১০/ আমার চাকমা বন্ধু "অন্বেষা" কিছু সামাজিক পরিচয়ের উপাদানে আমার থেকে ভিন্ন। আবার কিছু ক্ষেত্রে একই রকম।				
১১। আমি আমার থেকে ভিন্ন সামাজিক পরিচয়ের মানুষদের সাধা করি।				

ব্যক্তিগত ও সামাজিক আত্নপরিচয়ের জন্য আলাদাভাবে প্রতি শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত পয়েন্টের ভিত্তিতেতার জন্য স্তর নির্ধারন করবেন শিক্ষক

পারদর্শিতার নির্দেশকের ৫ এর স্তর নির্ধারণ এর রুব্রিক্স:

প্রাপ্ত পয়েন্ট	**অর্জিত স্তর**
১১-২২ পয়েন্ট	প্রারম্ভিক
২৩-৩৪ পয়েন্ট	বিকাশমান
৩৫-৪৪ পয়েন্ট	দক্ষ

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠোমো

যোগ্যতা-৬.৫ : সামাজিক কাঠামো কীভাবে বিভিন্ন সময় ও ভৌগলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে বিভিন্নভাবে গড়ে ওঠে এবং কাজ করে তা অন্বেষণ করতে পারা

এই যোগ্যতার জন্য সামগ্রিক কার্যাবলীর ধারনাঃ

এই যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার জন্য প্রথমেই সাধারণভাবে তাদের "কাঠামো" সম্পর্কে ধারনা গঠনের জন্য বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাড়ি-ঘর, স্থাপনার গঠনপ্রণালী ও কার্যকারিতা আলোচনা ও উপস্থাপনা করতে দেবো। এরপর প্রথমে তাদেরকে প্রাকৃতিক কাঠামো এবং তারপর সামাজিক কাঠামো ও তার বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে বোঝার জন্য বিভিন্ন কাজ করতে দেয়া হবে। সবশেষে শিক্ষার্থীরা প্রাচীন সমাজের সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন উপাদান অনুসন্ধানী প্রজেক্টের মধ্য দিয়ে অন্বেষণ করবে ও বিভিন্ন মাধ্যমে উপস্থাপন করবে।

থিম: পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের স্থাপনা

কাঠামো সম্পর্কে ধারনা তৈরি

এই সেশনে আমরা শিক্ষার্থীদের **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুশীলন বই** থেকে বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ঘর ও অন্যান্য স্থাপনার ছবি দেখাব। ছবিগুলো নিয়ে শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করবে। তারা পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা করে বিভিন্ন ধরণের ঘর-বাড়ি/দালান-কোঠা প্রভৃতির কাঠামো, কোন ধরণের ঘর কী কাজে ব্যবহৃত হয়, ভৌগোলিক অবস্থা, আবহাওয়া, সময় ও ব্যবহার অনুযায়ী কীভাবে ঘরের কাঠামো ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে তা অনুধাবন করবে। অতঃপর বিভিন্ন বস্তুর কাঠামো ও তার কার্যকারিতার সাথে সম্পর্ক কী তা অনুধাবন করবে।

কাঠামো সম্পর্কে ধারনা গঠনের কার্যাবলী: সেশন- ৭০

থিম: পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের স্থাপনা

সেশন ১: ছবি দেখে দলীয় কাজ ও উপস্থাপনা

এই সেশনে আমাদের করণীয়:

- আমরা প্রথমে আন্তরিকভাবে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবো এবং সেশনে স্বাগত জানাবো।
- এরপর আমরা শিক্ষার্থীদের বলবো যে, আজ আমরা দলগতভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ও বিভিন্ন সময়ের ঘর-বাড়ী ও বিভিন্ন স্থাপনা (ইগলু, তাবু, জাপানী, চাইনীজ, গুহা, গ্রিনহাউজ, হাসপাতাল, কারাগার, কারখানা, মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ইত্যাদি) নিয়ে কাজ করবো। আমরা চাইলে নিজেরাও বইয়ের বাইরে থেকে প্রাসঙ্গিক ছবি সেশনের আগেই সংগ্রহ করে সেশনে নিয়ে শিক্ষার্থীদের দেখাতে পারি।
- ক্লাসে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনা করে তাদেরকে ৫-৮ জনের দলে বিভক্ত হতে সহযোগিতা করি।
- শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে বইতে দেয়া ছবিগুলো দেখবে কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার জন্য আলোচনা করবে।

ক্রম	প্রশ্ন	উত্তর
১	ঘর-বাড়ী/দালান-কোঠাগুলোর আকার/আকৃতি দেখতে কেমন?	
২	কী দিয়ে তৈরি করা হয়?	
৩	কী কাজে ব্যবহার করা হয় ?	
৪	আবহাওয়া/ পরিবেশের সাথে কোন সম্পর্ক আছে কী? থাকলে কী ধরণের সম্পর্ক রয়েছে?	
৫	কী কাজে ব্যবহার করা হয় সে অনুযায়ী ঘর-বাড়ী/দালান-কোঠাগুলোর গঠনে পার্থক্য রয়েছে কি? থাকলে কী ধরণের পার্থক্য রয়েছে?	

- আলোচনায় প্রাপ্ত ফলাফল শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে সবার উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করবে। এক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিতে হবে যে, কোন বিষয় আগের কোন দল ইতোমধ্যেই বলে ফেললে একই কথা পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই।
- আমরা শিক্ষার্থীদের আলোচনা থেকে সারসংক্ষেপ করার মাধ্যমে নিচের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবো-

শিক্ষার্থীরা সিধান্তে পৌঁছাবে:

সবকিছুরই একটি কাঠামো বা আকার-আকৃতি থাকে। সময় এর সাথে সাথে, স্থানভেদে এবং ব্যবহারের ধরন অনুযায়ী কাঠামো ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং পরিবর্তিতও হয়।

থিম: বাংলাদেশ ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ভূমিরূপ

প্রাকৃতিক কাঠামো সম্পর্কে ধারনা তৈরি

এ পর্যায়ে আমরা শিক্ষার্থীদের কাঠামো ও তার কার্যকারিতা সম্পর্কে ধারণা আরো বিস্তৃত করার জন্য কয়েকটি প্রাকৃতিক কাঠামো যেমন পর্বতমালা, মহাসাগর-সাগর, নদী, আগ্নেয়গিরি, মরুভূমি, মালভূমি, বনভূমি ইত্যাদির গঠন (নির্দিষ্ট কাঠামো গড়ে উঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার প্রভাব) ও সে অনুযায়ী কিভাবে কার্যকারিতা নির্ভরশীল সে উপলব্ধিটি গভীর করার জন্য পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন কার্যক্রমের ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীদের যেতে সহযোগিতা করবো।

প্রাকৃতিক কাঠামো সম্পর্কে ধারনা গঠনের কার্যাবলী: সেশন ৭১-৭৩

থিম: বাংলাদেশ ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ভূমিরূপ

সেশন -৭১: ছবি দেখে উন্মুক্ত আলোচনা ও ভূমিরূপের অভিধান তৈরি

সেশন- ৭২: অনুমানের খেলা ও ম্যাপে ভূমিরূপ চিহ্নিত করা

সেশন-৭৩: বিশ্ব ভ্রমন লুডো খেলা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে আলোচনা

সেশন-৭১: ছবি দেখে উন্মুক্ত আলোচনা ও ভূমিরূপের অভিধান তৈরি

ছবি দেখে উন্মুক্ত আলোচনা

এই সেশনে আমাদের করণীয়:

- চলুন প্রথমেই আমরা শিক্ষার্থীদের তাদের **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুশীলন বই** থেকে ভূমিরূপের বিভিন্ন ছবি গুলো দেখতে বলি এবং কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করি

শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশ্ন
- এসব ভৌগলিক অবস্থানের নাম জানো কি? - এগুলোর কোনোটায় কি তোমরা গিয়েছ? সেগুলো কীরকম? সেগুলোর অবস্থান কোথায়? - এদের মধ্যে কি কোনো মিল/অমিল খুঁজে পাচ্ছ? - কি/ কি মিল/অমিল খুঁজে পাচ্ছ? - এছাড়াও আরও ভিন্ন ধরনের কী কী জায়গা সম্পর্কে তোমরা জানো?

এই প্রশ্নোত্তর এর মধ্য দিয়ে আমরা শিক্ষার্থীদের “ভূমিরূপ” সম্পর্কে ধারনা দেবো।

ভূমরিূপঃ

ভূমিরূপের অভিধান তৈরি:

ভূমিরূপের ধারনাতো শিক্ষার্থীরা পেলো। এবারে বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ সম্পর্কে তারা জানবে- জানবে তাদের নাম, বৈশিষ্ট্য, কীভাবে তৈরি হয়। এজন্য তাদেরকে আমরা একটি মজার কাজ করতে দেবো। সেটি হল ভূমিরূপের অভিধান বানানো।

এই সেশনে আমাদের করণীয়:

- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আমরা বলব- “কেমন হবে বলতো যদি আমরা প্রত্যেকে একটি করে জানা অজানা ভূমিরূপের অভিধান বানাই?”
- এবারে আমরা শিক্ষার্থীদের অভিধান মানে কি তা বুঝিয়ে বলবো। আর কিভাবে ভূমিরূপের অভিধান তৈরি করবে সে বিষয়ে তাদের নির্দেশনা দেব।

ভূমিরূপের অভিধান তৈরির নির্দেশনা

এক্ষেত্রে অভিধান তৈরির জন্য তারা প্রত্যেকে একটা ডায়েরি আনবে যা আমরা তাদের আগের ক্লাসে বলে দেব। এপর্যায়ে তারা সবাই মিলে বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপের নাম বোর্ডে লিখবে। একই নামের পুনরাবৃত্তি যেন না হয় সেটি তাদের বলে দেবো। এবারে যে নামগুলো তারা লিখলো, সেগুলো **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুসন্ধানী পাঠ** বইয়ের সাহায্যে খুঁজে বের করবে। তারপর তাদের নিজেদের ডায়েরিতে লিখবে ও ছবি আঁকবে। অভিধানটি কেমন হবে তার একটি নমুনা তাদের **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুশীলন** বইয়ে দেয়া আছে। যদি তারা এমন কোনো ভূমিরুপের নাম লিখে যা তারা বুকলেটে খুঁজে না পায় তখন আমরা শিক্ষকেরা তাদের সাহায্য করে দেব। একাজে তারা বুকলেটে এ দেয়া ভূমিরূপের তথ্য ছাড়াও চাইলে ইন্টারনেট, লাইব্রেরি, পত্রিকা, মানচিত্র, অন্য কোনো বই, ভিডিও, অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাক্ষাতকার থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। তারা ছবি হাতে আঁকতে পারে বা অন্য কোনো উৎস থেকেও নিতে পারে। সেক্ষেত্রে তারা ছবি কোথা থেকে নিয়েছে তা যেন তারা উল্লেখ করে তথ্যসূত্র হিসেবে সেটি মনে করিয়ে দিতে হবে (তারা এটি ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ে শিখে থাকবে)। প্রত্যেক শিক্ষার্থী অবশ্যই তাদের অভিধানের উপরের শিরনাম পৃষ্ঠাটি ও সূচিপত্র তৈরি করবে।
কোন কোন বিষয়গুলো অবশ্যই তাদের বানানো অভিধানে থাকবে তা বোর্ডে লিখে দেবোঃ

-ভূমিরূপের নাম (শিরনাম হিসেবে)
-ভূমিরূপের সংজ্ঞা
-ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্য
-আমাদের দেশে এ রূপ ভমিরূপ থাকলে তার উদাহরণ
-পৃথিবীতে এ ধরনের বিখ্যাত ভূমিরূপ এর উদাহরণ
- কোনো মজার ঘটনা বা বিষয় থাকলে তার উল্লেখ

ভবিষ্যতে যদি নতুন আরো কোনো ভূমিরুপ সম্পর্কে তারা জানতে পারে তবে যেন তা অভিধানে সংযুক্ত করতে পারে সে বিষয়টি তাদের বুঝিয়ে বলবো।
একে অন্যের অভিধানটি যেন মাঝে মাঝে তারা বিনিময় করে সেটি তাদের বলে দেব। তার মাধ্যমে একজনের যদি কোনো ভুমিরূপ বাদ পড়ে যায় তা সংযুক্ত করার সুযোগ পাবে।

সেশন-৭২: অনুমানের খেলা ও ম্যাপে ভূমিরূপ চিহ্নিত করা

অনুমানের খেলা
এই সেশনে করনীয়

- এবারে চলুন একটু যাচাই করে দেখি শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ভূমিরূপ সম্পর্কে কতটুকু জানল ও বুঝলো। এটিতো একটি পরীক্ষার মাধ্যমেই করা যায়। কিন্তু আমরা তা না করে একটি খেলার মধ্য দিয়ে করলে কেমন হয়? শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার ভয়ের বদলে বরং আনন্দ নিয়ে মূল্যায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে এবং এর মধ্য দিয়ে তাদের শিখনও স্থায়ী হবে।

শিখনের মূল্যায়ন:

খেলার মাধ্যমে মূল্যায়নঃ

- এজন্য শিক্ষার্থীরা ৪/৫ জনের কয়েকটি দলে বিভক্ত হবে। প্রত্যেক দলকে একটি করে ভূমিরূপের নাম কাগজে লিখে ভাজ করে দিব (মূল ভূমিরূপ গুলো)। তারা সেটি গোপন রাখবে।
- প্রথমে একটি দলকে সামনে ডাকবো। অন্য আরেকটি দলকে বলবো তাদেরকে মোট ৮ টি প্রশ্ন করে তারা কোন ভূমিরূপ তা বের করার চেষ্টা করতে। এমন প্রশ্ন যেন করে যার উত্তর হ্যাঁ বা না দিয়ে দেয়া যায় (যেমন- তোমরা কি পানি?)। প্রশ্ন করে তারা বোঝার চেষ্টা করবে সামনে থাকা দলটি কোন ভূমিরূপ।
- সামনে থাকা দল টি হ্যাঁ বা না দিয়ে তাদের উত্তর দেবে। তারা মোট ৮ টি প্রশ্ন করতে পারবে। এর মধ্যে তারা সঠিক ভূমিরূপ এর নাম টি বলতে পারলে জিতে যাবে।
- এভাবে প্রত্যেক দল সামনে আসবে, অন্য আরেকটি দল প্রশ্ন করার সুযোগ পাবে। এক দান খেলা অনুশীলন এর জন্য খেলতে দিন।

মূল্যায়ন ক্ষেত্র / দলের নাম	প্রাপ্ত পয়েন্ট									
	পাদ্মা	মেঘনা	যমুনা	-	-	-	-	-	-	-
যখন প্রশ্ন করে অন্য দল কোন ভূমিরূপ তা জানার চেষ্টা করবে: ১। সঠিকভাবে প্রশ্ন করতে পারা, ভূমিরূপের যা যা বৈশিষ্ট্য জানতে চাওয়া দরকার সে অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে										
২। অন্য দলের উত্তর গুলো জেনে সে অনুযায়ী সঠিক সিধান্তে পৌঁছানো										
যখন একটি ভূমিরূপের প্রতিনিধিত্ব করবে এবং অন্য দলের প্রশ্নের উত্তর দেবে: ৩। সঠিক উত্তর দেয়া (হ্যাঁ বা না)										
মোট প্রাপ্ত পয়েন্ট										

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	দক্ষ/পারদর্শী (পয়েন্ট ৩)	অন্তবর্তিকালীন (পয়েন্ট ২)	প্রারম্ভিক (পয়েন্ট ১)
যখন প্রশ্ন করে অন্য দল কোন ভূমিরূপ তা জানার চেষ্টা করবে: ১। সঠিক ভাবে প্রশ্ন করতে পারা, ভূমিরূপের যা যা বৈশিষ্ট্য জানতে চাওয়া দরকার সে অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে	প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করছে এবং পর্যায়ক্রমিক ভাবে প্রশ্ন করছে (যেন ক্ষেত্রকে ছোট করে এনে সঠিক সিধান্তে পৌছাতে পারে)	প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করছে কিন্তু ধারাবাহিক ভাবে নয়, বরং এলোমেলো	প্রশ্ন গুলো প্রাসঙ্গিক অ নয় ধারাবাহিকও নয়
২। উত্তর গুলো জেনে সে অনুযায়ী সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো	৫টি প্রশ্নের আগেই সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে পেরেছে	৫টি প্রশ্নের মধ্য দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে পেরেছে	৫টি প্রশ্নের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেনি
যখন একটি ভূমিরূপের প্রতিনিধিত্ব করবে এবং অন্য দলের প্রশ্নের উত্তর দেবে: ৩। সঠিক উত্তর দেয়া (হ্যাঁ বা না)	৫ টি প্রশ্নের প্রতিটির উত্তরই সঠিক ভাবে দিতে পেরেছে	৩ বা ৪ টি প্রশ্নের প্রতিটির উত্তরই সঠিক ভাবে দিতে পেরেছে	০-২ টি প্রশ্নের প্রতিটির উত্তরই সঠিক ভাবে দিতে পেরেছে

মূল্যায়ন রুব্রিক্স

এই রুব্রিক্স ব্যবহার করে আমরা উপরের ছকটি পূরণ করবো।

ম্যাপে ভূমিরূপ চিহ্নিত করা

এবারে আমরা চাই শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের বিশেষ বিশেষ ভূমিরূপ সম্পর্কে জানবে, মানচিত্রে অবস্থান চিহ্নিত করতে পারবে এবং ভূমিরূপের সাথে সম্পর্কিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কেও জানবে। তারা বাংলাদেশের বিশেষ বিশেষ ভূমিরূপ এর তালিকা মানচিত্রে চিহ্নিত করবে এবং এ সর্ম্পকিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের তালিকা তৈরি করবে।

এই সেশনে করণীয়

- এজন্য প্রথমেই তাদের বা তাদের নানা বাড়ী, দাদা বাড়ি, মামা বাড়ি ইত্যাদি পরিচিত পরিবেশের ভূমিরূপ নিয়ে জিজ্ঞাসা করবো। তারা তাদের পরিচিত ভূমিরূপ সম্পর্কে বলবে। আবার বিভিন্ন ঋতুতে এগুলোর পরিবর্তন এবং ভিন্নতা সম্পর্কেও জানতে চাইবো। আলোচনা করে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের বিশেষ বিশেষ ভূমিরূপ এর একটি তালিকা তৈরি করবে এবং সেগুলো মানচিত্রে চিহ্নিত করবে। সব শেষে আমরা বাংলাদেশের বিশেষ বিশেষ ভূমিরূপ এর একটি মানচিত্র (শিক্ষকের নিজের তৈরি করা বা কেনা) টাঙাবো। শিক্ষার্থীরা নিজেদের করা মানচিত্রের সাথে মিলিয়ে নেবে।

সেশন-৭৩ বিশ্ব ভ্রমন লুডো খেলা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে আলোচনা

এই সেশনে করণীয়

- এবারে চলুন শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করি এইসব ভূমিরূপ এর কি কোন পরিবর্তন ঘটতে পারে যা থেকে আমাদের বিপদের সম্ভাবনা থাকে? যেমন নদীতে পরিবর্তন, সমুদ্রের ঢেউ, ইত্যাদি। এখান থেকে তাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধারনা দেব আমরা।
- তারপর তারা বিভিন্ন দুর্যোগের নাম চিন্তা করে বলবে যেগুলো ভূমিরূপের সাথে সম্পর্কিত এবং তা লিখবে।

ভূমিরূপ	এ সম্পর্কিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ
নদী	নদী ভাঙ্গন, বন্যা...

- এবারে শিক্ষার্থীদের ৮ টি দলে ভাগ করে বাংলাদেশের ৮ টি বিভাগের ভূপ্রকৃতির বিশিষ্ট্য একে ও রঙ করে চিহ্নিত করে তার সাথে সম্পর্কিত বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর ছবিও যুক্ত করতে বলবো। এজন্য তাদের ৮টি বিভাগের আলাদা মানচিত্র দেওয়া যেতে পারে। তারা চাইলে বিভিন্ন বই যেগুলো খুললে ভেতর থেকে কোন কিছুর ছবি বা লেখা অংশ উচু হয়ে উঠে (পপ-আপ বই) সেরকম বইয়ের মতো করে বিভাগের উপরে কাগজ যুক্ত করে তাতে বৈশিষ্ট্য লিখতে পারে। এমন ভাবে সেটি লাগাবে যেন সেটি পৃষ্ঠার মত উলটে নিচের লেখা পড়া যায়। কাজ শেষে সব গুলো একসাথে করে তারা দেয়ালে জোড়া লাগিয়ে মানচিত্র পূরণ করবে। সবাই সবারটা দেখবে,আলোচনার মাধ্যমে নতুন কিছু পেলে তা যোগ করবে।

বিশ্ব ভ্রমন লুডো খেলা

এই সেশনে করণীয়

- বাংলাদেশের ভূমিরূপ তো জানলো শিক্ষার্থীরা। তার সাথে এলাকা ভিত্তিক দুর্যোগগুলোও। এবারে তাদের আমরা কিছুটা পরিচিত করবো বিশ্ব-ভূপ্রকৃতির সাথেও। এবারো খুশিআপা, মানে আমরা, শিক্ষার্থীদের এক মজার শিখন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাব। শিক্ষার্থীরা খেলবে বিশ্ব ভ্রমণ বা পৃথিবীর ভূমিরূপ লুডো। এজন্য চলুন তাদের খেলার নিয়ম কানুন জানিয়ে দেই। শিক্ষার্থীদের আগের দিনই বলে দেব তাদের যে বিশ্ব ভ্রমণ লুডো দেয়া হয়েছে সেটি যেটি শক্ত কোন কাগজের বোর্ডে সুন্দর করে আঠা দিয়ে একটি লুডো বানিয়ে নিয়ে আসে। সেই সাথে লুডো খেলার গুটি আর ছক্কাও বানাতে বা বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসতে ভুল না করে।

বিশ্ব ভ্রমন লুডো খেলা

আপনাদের এবং সকল শিক্ষার্থীদের একটি করে আলাদাভাবে ছাপানো বিশ্ব ভ্রমণ লুডো বই ও শিক্ষক সহায়িকার সাথে দেয়া হবে। তবে শুধু ছাপানো কাগজ দেয়া হবে। আপনারা শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিবেন যেন তারা সুন্দরভাবে লুডোটি বানাতে পারে।

বিশ্বভ্রমণ লুডো খেলার নিয়মাবলী

-খেলাটি শিক্ষার্থীরা ৫-৬ জনের দলে ভাগ হয়ে খেলবে।
-প্রতিটি বোর্ডে দুটো দল খেলতে পারবে।
-প্রতি দলের একজন ক্যাপ্টেন থাকবে।
-টসের মাধ্যমে নির্ধারণ হবে, কোন দল আগে খেলা শুরু করবে।
-১ পড়লে বিশ্বভ্রমণের যাত্রা শুরু করতে পারবে, তার আগে নয়। যাত্রা শুরুর স্থান ঢাকা।
-দলের যে কোন একজন খেলা শুরু করবে। কে শুরু করবে তা ক্যাপ্টেন নির্বাচন করবে।
-খেলা সঠিক নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্যে প্রত্যেক বোর্ডের একজন রেফারী নির্ধারণ করতে হবে। রেফারী কে হবে তা দুই দলের ক্যাপ্টেন ঠিক করবে। যে রেফারী হবে সে খেলায় অংশ নিতে পারবে না। একজন শিক্ষার্থী কে কত পয়েন্ট পেল তার হিসাব রাখবে।
-প্রতি স্টেশনে যেখানে থামবে সেখানে একটি ঘটনার সম্মুখীন হবে। সেখানে তাকে একটি প্রশ্ন করা হবে। সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে সে কয় পয়েন্ট আগাবে বা কোথায় যাবে এবং না পারলে কয় পয়েন্ট পিছাবে বা কোথায় যাবে তা একটি তালিকায় দেয়া আছে (বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য পরিশিষ্ট - ২ দ্রষ্টব্য)।
-১০০ পয়েন্ট এ আছে আন্দামান ও নিকোবর দীপপুঞ্জ এখানে সকল খেলোয়াড়কে পৌঁছাতে হবে। যে দল সর্বপ্রথম ১০০ পয়েন্টে পৌঁছাবে সেই দল জয়ী হবে।

সেশণ- ৭৪
শিক্ষা সফর:

আমরা পরিশিষ্টতে সংযুক্ত শিক্ষা সফরের পরিকল্পনা অনুযায়ী অনেক আগে থেকেই শিক্ষা সফরের কাজ শুরু করবো। এ কাজে শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকদের নিয়ে কমিটি তৈরি করে যতটা সম্ভব শিক্ষার্থীদের দিয়ে আয়োজন সম্পন্ন করে রাখবো। সফরের দিনও শিক্ষার্থীদের সব রকম কাজের সাথে যুক্ত রাখবো।

সর্তকতা: নিরাপত্তার বিষয়টিতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

সতীর্থ মূল্যায়ন:

মূল্যায়ন রুব্রিক্স:

শিক্ষা সফরের পরিকল্পনা:

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	প্রাপ্ত পয়েন্ট			
	শিক্ষার্থী-১ (রাবেয়া)	শিক্ষার্থী-২ (আনুচিং)	শিক্ষার্থী-৩ (...)	শিক্ষার্থী-৪
মোট যে কয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে	IIII IIII IIII			
মোট প্রাপ্ত পয়েন্ট	১৫			

শিক্ষা সফর ছাড়া কি প্রাকৃতিক কাঠামো সম্পর্কে ধারণা তৈরি পরিপূর্ণতা পায় বলুন তো! এবারে তাই শিক্ষার্থীদের জন্য তাদেরই আয়োজনে একটি শিক্ষা সফর এর পরিকল্পনা করা যাক।

এ সেশনে করনীয়

- শিক্ষার্থীদের বলবো এসো সবাই মিলে একটি শিক্ষা সফরের পরিকল্পনা করি। নিচের ছক বা এ ধরনের ছক ব্যবহার করে পরিকল্পনাটি করা যায়-

স্থান নির্বাচন	দিন, তারিখ সময়	যানবাহন	শিক্ষক মণ্ডলী	খাবার	চাঁদা
			১। ২। ৩। ...	-সকাল -দুপুর -বিকাল/সন্ধ্যা	

- শিক্ষাসফর শেষে শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে নিজের একটি ভ্রমণ ডায়েরি তৈরি করবে। সেখানে তারা সফরের সময় যে যে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছে, যা যা দেখেছে তার বর্ণনা ছোট ছোট প্যারা আকারে লিখবে। সেখানে তারা তাদের দেখা দৃশ্য এবং ভূমিরুপের হাতে আঁকা ছবি/ ছবি তুলে লাগিয়ে দেবে। ভবিষ্যতে যখনই তারা কোনো ভ্রমণে যাবে তাদের ডায়েরিতে তাদের অভিজ্ঞতা লিখে রাখবে। শিক্ষা সফরের পরিকল্পনা করার জন্য একটি নমুনা চেকলিস্ট পরিশিষ্ট - ১ দেওয়া আছে।

থিম: কল্পিত ডেমরা গ্রামের ধর্মগোলার গল্প

সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে ধারনা তৈরি

শিক্ষার্থীরা সাধারণ ভাবে কাঠামো এবং তারপর প্রাকৃতিক কাঠামো সম্পর্কর শিখেছে। এবারে তারা শিখবে সামাজিক কাঠামো এবং তার বিভিন্ন উপাদান, সেগুলোর গড়ে ওঠা এবং কাজ করা।

সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে ধারনা গঠনের কার্যাবলী: সেশন ৭৫-৭৮

থিম: কল্পিত ডেমরা গ্রামের ধর্মগোলার গল্প
সেশন-৭৫: “ধর্মগোলার গল্প” নিয়ে দলীয় আলোচনা ও বক্তৃতা
সেশন-৭৬: মুক্ত আলোচনা, বক্তৃতা্ ও শিক্ষক-শিক্ষার্থী সংলাপ
সেশন-৭৭: নিজ এলাকার সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া নিয়ে কাজ ও সামাজিক কাঠামো ও এর ভূমিকা নিয়ে বক্তৃতা ও সংলাপ
সেশন-৭৮: আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, ও বক্তৃতা

সেশন-৭৫: “ধর্মগোলার গল্প” নিয়ে দলীয় আলোচনা ও বক্তৃতা

এ সেশনে করনীয়:

আমরা আগেই জেনেছি ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারনা হল পরিবর্তন। এরই ধারাবাহিকতায় শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তন এবং এদের মধ্যাকার আন্তঃসম্পর্ক অনুসন্ধান করবে এবং নিজস্ব গন্ডিতে ছোট ছোট কাজ বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে তারা একদিন বিশ্বনাগরিক হিসেবে দায়িত্বপালন করতে সক্ষম হবে। এই ধারাবাহিকতায় তাদেরকে আমরা কিছু একক ও দলীয় কাজ করতে দেব

প্রথমেই শিক্ষার্থীদের সামাজিক কাঠামো অনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করবো এবং সে উদ্দ্যেশে তাদের বই এ দেয়া “ধর্মগোলার গল্প” টি পড়তে বলবো।

ধর্মগোলার গল্প

ডেমরা একটা গতানুগতিক গ্রাম। গ্রামের জীবন জীবিকার প্রধান অবলম্বন কৃষি। গ্রামের মানুষ একতাবদ্ধ, সমাজের রীতিনীতি ও নিয়মকানুন এবং পরোপকারের সংস্কৃতি মেনে চলে। যেকোন উৎসব একসাথে উৎযাপন করে। একবার খুব বন্যা হয়। গোটা গ্রাম ডুবে যায়। মানুষ আশ্রয় নেয় স্কুলের পাকা দালানে। খাবারের সমস্যা ছিলো। সরকারি ত্রাণসামগ্রী, এন.জি.ও থেকে প্রাপ্ত রসদ ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহায়তা পেয়ে গ্রামবাসী বন্যা মোকাবেলা করে। বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র কয়েক সপ্তাহ থাকতে হয়েছিলো বিধায় গ্রামে চোরের উপদ্রপ বাড়ে। আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য সদর থেকে পুলিশ আসে। বন্যার সময়ে ত্রান বিতরণে ইউনিয়ন পরিষদকে তৎপর দেখা যায়। শিক্ষা বিভাগের তৎপরতায় লেখাপড়ার ক্ষতি খানিকটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়। আসল সমস্যা শুরু হয় তার পরে। বন্যায় অপুষ্ট ধানসহ সকল ফসল ডুবে গিয়েছিলো। গুদামে থাকা ধানও নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। ফলে আকস্মিকভাবে খাদ্য সংকট দেখা দেয়। গ্রামে ঐতিহ্যবাহী সমাজ টিকে ছিলো। সবাই বিশ্বাস করতো একা একা ভালো থাকা যায় না। সব মানুষের উপকারের জন্য কাজ করতে পারা কে মানুষ গর্বের বিষয় বলে ভাবতো। ভালো কাজ মনে করতো। গ্রামের সব মানুষ বসলেন। একজন বললেন, দু'একজন ছাড়া আমাদের সবারই খাবার বাড়ন্ত (শেষ হয়ে যাচ্ছে)। একা একা এই সমস্যা মোকাবেলা করা কঠিন হবে। কারণ কারো কাছে চাল আছে, কারো কাছে ডাল, কারো বা আছে সবজি। কারো কাছেই খাবার তৈরি করার মতো সব কিছু একসাথে নেই। কিন্তু আমরা প্রত্যেকে সবার চাল, ডাল, সবজি, তেল, লবন ইত্যাদি একসাথে করে রান্না করতে পারি। তারপর প্রত্যেক পরিবারের প্রয়োজন অনুযায়ী বিতরণ করতে পারি, তাহলে আপাতত সমস্যার সমাধান করা যাবে। সবাই হয়ত সমান পরিমাণ খাদ্যপণ্য দিতে পারবেনা, যারা পারবেনা তারা শ্রম দেবে, জ্বালানী সংগ্রহ করবে, রান্নায় সাহায্য করবে বা বিতরণের কাজে লাগবে। সবার অংশগ্রহণটাই আসল কথা। খাদ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে শিশু, সন্তানসম্ভবা নারী, অসুস্থ্য ও বৃদ্ধ। তারপর অন্যরা। এভাবে সেই সমস্যা বেশ খানিকটা সমাধান করা গিয়েছিলো। তবে এরকম ঘটনা তো আবারও ঘটতে পারে। তখন কী হবে? এজন্য সমাজের সব মানুষ আবার বসলেন একসাথে। তারা ঠিক করলেন, তারা আকালের (দুর্ভিক্ষ/ফসলহীন) সময়ের জন্য ফসলের একটি গোলা তৈরি করবেন। এই গোলার নাম দেয়া হলো ধর্মগোলা। গ্রামে নতুন ধান উঠলে প্রত্যেক পরিবার থেকে একমন ধান/চাল, গম, ডাল, সরিষা বা অন্য কোন খাদ্যশস্য একসাথে করে একটা স্থানে রাখা হবে। আকালের সময় যে যার প্রয়োজনমতো সেখান থেকে ধান/চাল ধার করবে। আকাল পার হয়ে গেলে আবার যে যা নিয়েছিলো তা ফেরৎ দিয়ে দেবে। ফলে ধর্মগোলায় সবসময় সংকটের জন্য ধান/চাল মজুদ থাকবে। ধান/চাল সংরক্ষনের জন্য গোলাঘর তৈরি করা হয়। সমাজের প্রতিটা পরিবার এই ধর্মগোলা সমিতির সদস্য। একটা পরিচালন কমিটি করা হয়। পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও সমসংখ্যায় এই কমিটির সদস্য হয়। ধান সংগ্রহ, সংরক্ষন, ধার দেওয়া ও ধার শোধ করার জন্য নানান নিয়মকানুন ও রীতিনীতি তৈরি হয়। এই ব্যবস্থা খুব ভাল কাজে দিয়েছিলো। রাষ্ট্রের পাশাপাশি সামাজিক কাঠামোকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে সংকট মোকাবেলা করা যায়- এ তারই একটা উদাহরণ। বাংলাদেশের নানান প্রান্তে এই উদ্যোগকে রাইস ব্যাংকও বলা হয়।

দলীয় আলোচনা:

- এবারে ছক ব্যবহার করে ধর্মগোলা গল্পে সমাজের কী কী প্রতিষ্ঠান ও আইন-কানুনের কথা বলা হয়েছে তা খুঁজে বের করতে বলি-

ক্রম	কাজ / ভূমিকার নাম	সমাজের প্রতিষ্ঠান বা মূল্যবোধ-রীতিনীতির নাম
১	গ্রামের মানুষকে একতাবদ্ধ হতে কী সহায়তা করেছিলো?	সমাজের নিয়ম-কানুন, রীতিনীত, পরোপকারের সংস্কৃতি
২	বন্যার সময় মানুষ কোথায় আশ্রয় নিয়েছিলো?	
৩	ত্রাণ সামগ্রী কার কাছ থেকে এসেছিলো?	
৪	ত্রাণ সামগ্রী কে বিতরণে তৎপর ছিলো?	
৫	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ কে করে?	
৬	পড়ালেখার ক্ষতি কার তৎপরতায় খানিকটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল?	
৭	গ্রামে কী টিকে ছিল?	
৮	ধর্মগোলা কারা মিলে তৈরি করেছিলো?	

ছকটি ব্যবহার করে গল্পে সমাজের যে সকল প্রতিষ্ঠান ও নিয়ম-কানুন, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের কথা বলা আছে তা চিহ্নিত করবে শিক্ষার্থীরা দলে। শিক্ষার্থীদের বলবো এবার চলো সমাজ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা জেনে নিই।

সমাজ থেকে সামাজিক কাঠামো

সেশন-৭৬: মুক্ত আলোচনা, বক্তৃতা ও শিক্ষক-শিক্ষার্থী সংলাপ

এই সেশনে করনীয়:

- মুক্ত আলোচনা করে শিক্ষার্থীদের সমাজ, সামাজিক কাঠামোর ব্যাপারে প্রথমে আগ্রহী করে তুলব

মুক্ত আলোচনার জন্য প্রশ্ন

- সমাজ কী?
- কাদের নিয়ে, কী কী উপাদানে একটা সমাজ গড়ে ওঠে?
- কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটা সমাজ গড়ে ওঠে?

- শিক্ষার্থীদের বলবো- এইসব প্রশ্নের উত্তর বোঝার জন্য আমাদের সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে জানা দরকার। সমাজ কীভাবে সংগঠিত হয়- সামাজিক কাঠামো সেই উত্তর দেয়।

সামাজিক কাঠামো সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থিতিশীল আয়োজন। যার মধ্যে মানুষ একত্রে বসবাস করে ও মানুষে-মানুষে মিথস্ক্রিয়া বা আদান-প্রদান ঘটে, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, নিয়মকানুন ও রীতিনীতি তৈরি হয়।

- এবার এই ধারণা কাজে লাগিয়ে "ধর্মগোলা" গল্পটি থেকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং মানুষে-মানুষে পারস্পরিক আদান-প্রদান বা মিথস্ক্রিয়া খুঁজে বের করতে বলবো শিক্ষার্থীদের।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং মানুষে-মানুষে পারস্পরিক আদান-প্রদান বা মিথস্ক্রিয়া

- ধর্মগোলা গল্পে বন্যার কবলে পড়ে গ্রামের মানুষের যখন খাবারের অভাব দেখা দিলো। তখন সমাজের সবগুলো পরিবার যার কাছে যা খাবার ছিলো তাই সমাজের সবার জন্যে এক জায়গায় জড়ো করে খাবার তৈরি করেছিল।
- যাদের কাছে কোন খাবার ছিল না তারা শ্রম দিয়ে বা কাজ করে সমাজের কল্যাণে ভূমিকা রেখেছিলো।
- সমাজের মানুষের সাথে কিন্তু অনেক প্রতিষ্ঠানও মানুষের উপকার করতে কাজ করেছে। যেমন-সরকার ত্রাণ সরবারহ করছে ঐ এলাকায়। আবার ইউনিয়ন পরিষদ সেই ত্রাণ মানুষের কাছে পৌছে দিয়েছে।
- এর সাথে স্কুল, শিক্ষা বিভাগ, পুলিশসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও সমাজের সকলের মঙ্গালের জন্য কাজ করেছে।

- এবারে শিক্ষার্থীদের আলোচনায় নতুন প্রশ্ন যোগ করবো- এবার তাহলে বল তো, ডেমরা গ্রামের মানুষে-মানুষে আর মানুষে-প্রতিষ্ঠানে এই মিথস্ক্রিয়া গড়ে উঠলো কিভাবে? অর্থাৎ কেন মানুষ ও প্রতিষ্ঠানগুলো পারস্পরিক যোগাযোগ বা মিথস্ক্রিয়া করলো?

কারণ ওরা বিশ্বাস করতো একা একা ভালো থাকা যায় না! এবং ওরা অন্য মানুষের উপকার করতে গর্ব বোধ করতো! ভালো কাজ মনে করতো।

আর এই যে কোনো একটা বিশ্বাস, ভাল বা মন্দ মনে করা, এগুলোই মানুষের আচরন কেমন হবে তা ঠিক করে দেয়। কেননা অধিকাংশ মানুষই সমাজে সবার কাছে ভালো বলে পরিচিত হতে চায়। তখন তারা সমাজের সবাই যে সব কাজকে ভালো বলে মনে করে তাই করার চেষ্টা করে। এই সব বিশ্বাস এবং ভালো-মন্দের বোধকে আমরা মূল্যবোধ বলে জানি।

আর সমাজে যে সব কাজ ভাল বা মন্দ নয় কিন্তু সমাজের মানুষ বহু বছর ধরে করতে অভ্যস্ত তা সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান রীতি-নীতি হিসেবে পরিচিত। আর এই সবকিছুর মিথস্ক্রিয়াতেই গড়ে উঠে সামাজিক কাঠামো।

সেশন-৭৭: নিজ এলাকার সামাজিক মিথস্ক্রিয়া নিয়ে কাজ ও সামাজিক কাঠামো ও এর ভূমিকা নিয়ে বক্তৃতা ও সংলাপ

এ সেশনে করনীয়:

- এবারে শিক্ষার্থীদের বলবো তাদের নিজের এলাকার সমাজ থেকে কোনো একটি সম্মিলিত উদ্যোগ বা অন্য যে কোনো বিষয় চিহ্নিত করতে। তারপর শিক্ষার্থীরা সেই উদ্যোগে বা বিষয়ে সেই সমাজের মানুষে-মানুষে ও মানুষে-প্রতিষ্ঠানে যে মিথস্ক্রিয়া তা অনুসন্ধান করবে। তারা খাতায় বা পোস্টারে যার যার এলাকার সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও মানুষে-মানুষে মিথস্ক্রিয়ার বর্ণনা লিখবে:

- এবারে সামাজিক রীতি নীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি বোঝানোর জন্য তাদেরকে একটি চিন্তামূলক প্রশ্ন দেয়া যেতে পারে-

চিন্তামূলক প্রশ্ন

- আচ্ছা বলো তো আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষেরা কী পোশাক পরে আর নারীরা কী পোশাক পরে?
- কিন্তু কে ঠিক করলো মেয়েরা কী পোশাক পড়বে আর ছেলেরা কী? [আমাদের বাবা-মায়ের কাছ থেকে আমরা শিখি।]
- তাহলে, বাবা-মা জানলেন কী করে কার কোন পোশাক পড়া উচিত? [দাদা-দাদী, নানা-নানীদের কাছ থেকে]
- যদি আবারো জিজ্ঞাসা করি যে দাদী-নানীরা জানলেন কিভাবে?

আমাদের তখন অতীত খুঁজতে হবে। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের জন্মের আগেই অনেক সামাজিক আচরণ কেমন হবে তা নির্ধারিত হয়ে যায়।

- শিক্ষার্থীদের সাথে এই আলোচনা, সংলাপ ও বক্তৃতার মধ্য দিয়ে নিচের ধারনার অবতারণা করব:

সামাজিক কাঠামো ও এর ভূমিকা

আসলে, আমরা জন্মগ্রহণের আগেই সমাজ কোন প্রক্রিয়ায় সংগঠিত হবে বা সামাজিক কাঠামো নির্ধারিত হয়ে গেছে। সামাজিক কাঠামো আমাদের আচার-আচরণকে ঠিক করে দেয়। আমাদের কোন পরিস্থিতিতে কী করা উচিৎ, কী বলা উচিৎ, কী পোশাক পড়া উচিৎ, কার সাথে কেমন আচরণ করা উচিৎ- প্রায় সবই সামাজিক কাঠামো দ্বারা পূর্ব নির্ধারিত। আমরা সাধারণত তা অনুসরণ করি মাত্র। তবে সামাজিক কাঠামোও পরিবর্তনশীল। খুব ধীরে হলেও তা বদলায়।

সামাজিক কাঠামোর উদ্দেশ্য থাকে একটা দলে বসবাসরত মানুষের সম্মিলিত লক্ষ্য পূরণ করা। সবাইকে সমাজের একজন মানুষ হিসেবে যে ভূমিকা পালন ও মর্যাদা অর্জন করতে হয়, তার জন্য প্রস্তুত হতে সাহায্য করা। সংস্কৃতি ও রীতিনীতির সাথে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করা। সে অর্থে, পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত সামাজিক দল ও সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ, যার মধ্যে মানুষ বাঁচে, বেড়ে ওঠে ও এর অংশ হয়- এই সবকিছুর সম্মিলিত রূপকে সামাজিক কাঠামো বলা যায়। এইসব সামাজিক দলের মধ্যে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ক্লাব প্রভৃতি অন্তর্ভূক্ত থাকে। বিভিন্ন ব্যক্তি নিজের পরিচিত মানুষের গন্ডি ও তার বাইরেও অপরিচিত গন্ডিতেও ব্যক্তি পর্যায়ে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত হন। এই দলসমূহ সমাজের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন তৈরির জন্য মানুষে-মানুষে সর্ম্পক তৈরি, বৃদ্ধি, নিরাপদে থাকা ও অন্যদের কাছে নিজেকে উপস্থাপন করার সুযোগ সৃষ্টি করে। এর মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমষ্টির অংশ হিসেবে সে নিজেকে উপস্থাপন করে।

ধরা যাক, শাপলা ১২ বছরের একজন বালিকা, যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী হিসেবে জীবনের এমন একটা পর্যায়ে এসেছে। সে বুঝতে শিখছে যে সে একজন স্বতন্ত্র বা আলাদা ব্যক্তি। শাপলা স্কুলের ফুটবল/ কাবাডি দলে যোগ দেয়। কারণ সে খেলাটা উপভোগ করে। এভাবে খেলতে খেলতে তার কিছু বন্ধু তৈরি হয়। সময়ের সাথে সাথে, এই ফুটবল/কাবাডি দলটি শাপলাকে একজন ভাল খেলোয়াড় হিসেবে দেখতে পায়। এবং একইসাথে সামাজিকভাবে একজন দলীয় খেলোয়াড় (টিমমেট) হিসেবে গড়ে তোলে। তার দলের খেলোয়াড়, কোচ, শিক্ষক, ও অন্য দলের খেলোয়াড়দের সাথে যোগাযোগ এর মধ্যে দিয়ে তার ব্যক্তিগত বিকাশ ঘটে। এই বিকাশ একজন ব্যক্তি হিসেবে তাকে অনন্য (অন্যদের চেয়ে আলাদা) করে তোলে। অন্যদিকে তার বোন বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্য হয়। তার বন্ধু, পরিচিত জন, যোগাযোগ সবই বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে। ফলে, একই পরিবারের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও তার ব্যক্তিগত বিকাশ ঘটে শাপলার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে। দুই বোনের সামাজিক যোগাযোগ ও মিথস্ক্রিয়া অর্থাৎ সামাজিক কাঠামো ভিন্ন হবার কারণে দুই জন দুই রকম মানুষ হিসেবে গড়ে উঠে। এরকম ঘটনা সমাজের সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। যার মধ্যে দিয়ে বোঝা যায়, সামাজিক কাঠামো ব্যক্তি ও সমাজের সব মানুষের জন্য কতটা শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক কাঠামোর উপাদানসমূহ

সেশন-৭৮: আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, ও বক্তৃতা

এ সেশনে করনীয়:

- আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, ও বক্তৃতা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে, ছক দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের সামাজিক কাঠামর দুই ধরনের উপাদান সম্পর্কে ধারনা গঠনে সহায়তা করবো। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ধারনা নিচে দেয়া হল:

সামাজিক কাঠামোর উপাদানসমূহকে মোটাদাগে দুই বর্গে ভাগ করা যায়।

১) সামাজিক বিধি-রীতিনীতি, মূল্যবোধ ও বিশ্বাস- মানুষের চিন্তা ও আচরণ কেমন হবে তা নির্ধারণে ভূমিকা পালন করে। আর মানুষের চিন্তা ও আচরণে যার মধ্যে সামাজিক কাঠামো সংকেত আকারে লেখা কিংবা লুকানো থাকে।

২) সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন-পরিবার, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রচার মাধ্যম, সরকার ও রাষ্ট্র- যাদের মাধ্যমে সামাজিক কাঠামো নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয়। কয়েকটি উপাদানের সমন্বয়ে সামাজিক কাঠামো গড়ে উঠে। তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উপাদান হলো: সামাজিক ভূমিকা, সামাজিক মর্যাদা, সামাজিক নেটওয়ার্ক, দল ও প্রতিষ্ঠান।

একটি লেখচিত্রের মাধ্যমে বিষয়টা আমরা দেখাতে পারি:

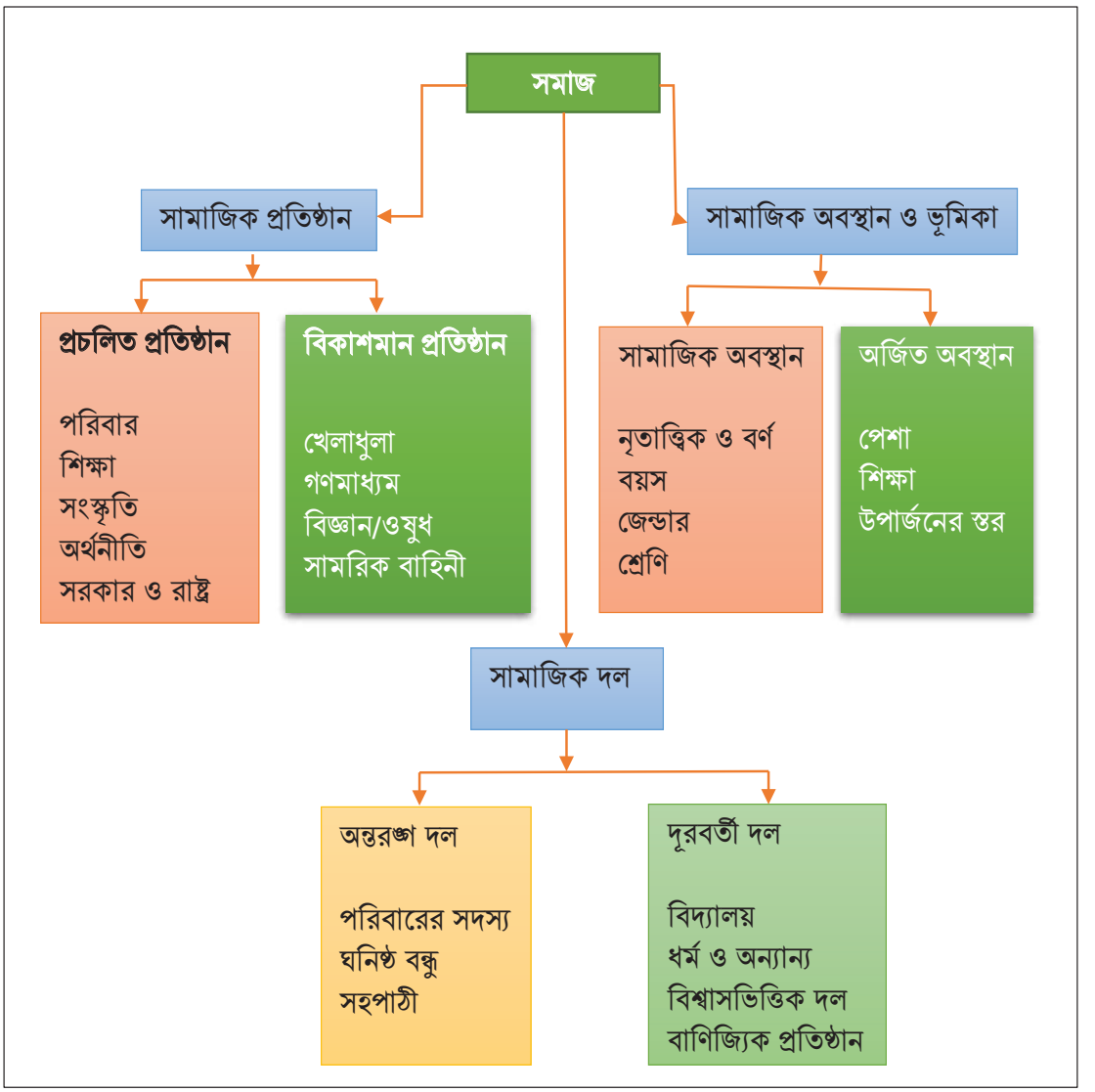

সামাজিক ভূমিকা

একজন মানুষ কি করে ও কী কী কাজ একজন ব্যক্তির কাছ থেকে আশা করা যায়- তার সাথে ব্যক্তির ভূমিকা সম্পর্কিত। ধরা যাক, অভিরাম রাস্তায় ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করেন। এমন হতে পারে যে, তার এই কাজকে সমাজে নিচু চোখে দেখা হয়। আবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে তার কাজকে অপরিহার্য বিবেচনা করা হতে পারে। কারণ পরিচ্ছন্নতা ছাড়া দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে।

সামাজিক মর্যাদা

সমাজে বা একটি দলের মধ্যে ব্যক্তির অবস্থান বোঝার জন্য সামাজিক মর্যাদাকে একটি পরিমাপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মর্যাদা মাপার জন্য সম্পত্তি, পদবি, পারিবারিক ঐতিহ্য (খানদান), শিক্ষাগত যোগ্যতা ও আরো কিছু বিষয়: যেমন, কী কাপড় পরিধান করে, কি খাবার খায়, শিল্প-সংস্কৃতির সাথে যোগাযোগ -এসব বিষয় খেয়াল করা হয়।

সামাজিক নেটওয়ার্ক বা আন্তঃযোগাযোগ

বিভিন্ন দলের ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে সামাজিক নেটওয়ার্ক বা আন্তঃযোগাযোগ গড়ে ওঠে। কীভাবে এই দলগুলোর মিথস্ক্রিয়া ঘটে এবং সমাজে এই বিষয়কে কীভাবে দেখা হয় তা সামাজিক নেটওয়ার্ক বা আন্তঃযোগাযোগের প্রধান বিবেচ্য। ধরা যাক, মুনিয়া স্কুলের সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের সদস্য। হতে পারে এই কারনেই তাকে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাথে তার যোগাযোগ করতে হয়। এই ক্লাবের সদস্য হওয়ার কারণে তার সামাজিকীকরনের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের সাহচর্য্যে আসার সুযোগ তৈরি হয়। কাজেই মুনিয়া বুঝতে পারে তার ক্লাবকে বাইরের ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান কীভাবে দেখে।

দল ও প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠান বলতে সামাজিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী ধরণকে বোঝানো হয়। এধরণের কিছু গতানুগতিক প্রতিষ্ঠান আমরা দেখতে পাই। পরিবার, সংস্কৃতি, রাজনীতি বা আইন,সরকার, রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও শিক্ষা। দল ও প্রতিষ্ঠান বৃহত্তর সামাজিক কাঠামো ও কী কী সম্পর্ক তৈরি হবে তার সুযোগ তৈরি করে। ধরা যাক, ক্লাসে ৪২ জন শিক্ষার্থী আছে। এর মানে হচ্ছে, শিক্ষক তার ৪২ জন ছাত্র-ছাত্রীর মাধ্যমে কমপক্ষে ৪২ জন অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আবার বৃহত্তর অর্থে (মা অথবা বাবা) ৪২ টি পরিবারের সাথে শিক্ষকের যোগাযোগ ও জানাশোনার সুযোগ আছে।

সামাজিক কাঠামো হিসেবে পরিবার

সামাজিক কাঠামোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাথমিক উদাহরণ হলো পরিবার। একজন মানুষের জন্য প্রথম সামাজিক দল বা সংগঠন হচ্ছে পরিবার। কাজেই মানুষের পরিবার নামের সংগঠন আছে। আবার একই সাথে সে এই সংগঠনের সদস্য। পরিবার একজন ব্যক্তির সবকিছুকে আকৃতি/অবয়ব দেয়। ব্যক্তি কীভাবে কথা বলবে, কী পরিধান করবে, কী কী বিকাশ করবে ইত্যাদি। একজন মানুষ পরিবারের মাধ্যমে বুঝতে পারে বৃহত্তর সমাজের মধ্যে তাকে কী ভূমিকায় অবতীর্ন হতে হবে, সে কী হবে, কী করলে তাকে ভালো বা খারাপ মনে করা হবে। এই কারণে তার অবস্থান কী হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়। গনেশ এর পরিবার তাকে শিক্ষা দিলো যে, গনেশ যদি বাইরের লোকদের সাথে যোগাযোগের সময় নম্র ও ভদ্র থাকে, তাহলে তাকে সবাই ভাল বলবে। তার মিথস্ক্রিয়া সহজ হবে। কাজের ক্ষেত্রে সুবিধা তৈরি হবে ঘনিষ্ট কাজের সম্পর্ক তৈরি অন্যদিকে গনেশ যদি পরিবার থেকে অন্যদের সাথে যোগাযোগ বা চলাফেরার সময় রুঢ় বা খারাপ আচরণ করে, তবে তার সম্পর্কে ভাল ধারণা হবে না।

সামাজিক কাঠামোর উদাহরণ

সামাজিক কাঠামোর উদাহরণ হিসেবে আমরা নিচের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে উল্লেখ করতে পারি।

পরিবার	সংস্কৃতি	আইন	সরকার	রাষ্ট্র	প্রভৃতি

কারণ প্রতিটি কাঠামোরই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও ভূমিকা রয়েছে। এ কাঠামোগুলো সামগ্রিকভাবে একটি দলগত ঐক্য ও নিরাপত্তার বোধ দেয়। যেমন,

পরিবার: আমাদের শৈশব-কৈশোরে মৌলিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দেয়।

সরকার: সরকার আইন-কানুন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যেমন-পুলিশ, আনসার প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যক্তিকে সারাজীবন নিরবচ্ছিন্নভাবে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দেয়।

রাষ্ট্র: রাষ্ট্র নিজেই বৃহত্তর একটি সামাজিক কাঠামোর অংশ । একই সাথে সামাজিক কাঠামো নিজেই আবার রাষ্ট্রের মূলনীতিগুলো গড়ে উঠতে ভূমিকা রাখে। আবার অন্য দিকে, রাষ্ট্র তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক কাঠামোকে পরিবর্তন করতে ভূমিকা রাখে। নাগরিকদের নানান সেবা (শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্য, বাসস্থান, নিরাপত্তা, যোগাযোগ, বিনোদন প্রভৃতি) প্রদান করার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র তার অস্তিত্ব আমাদের সামনে দৃশ্যমান করে।

আইন-কানুন ও মূল্যবোধ, রীতি-নীতি, প্রথা:

সামাজিক কাঠামো স্থানীয় ও জাতীয় আইন কানুন এবং মূল্যবোধ রীতি নীতি ও প্রথা দ্বারা পরিচালিত হয়। মানুষ নিজে সামাজিক কাঠামোর অংশ হিসেবে এইসব নিয়মকানুন, মূল্যবোধ, রীতিনীতি ও প্রথাকে মেনে চলে। জীবনযাপনের নানান বিষয়ে যেমন-ঝগড়া, দ্বন্দ্ব, জমিজমার মালিকানা, উত্তরাধিকার ও বিভিন্ন সুযোগ সংক্রান্ত বিষয় গুলো এই কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

সংস্কৃতি:

সংস্কৃতি হচ্ছে দলগতভাবে কোনো এলাকার মানুষের আচরণের বিশেষ প্যাটার্ন বা ধরণ। আমরা প্রতিদিনের জীবন যাপনে যা কিছু করি কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা সমাজে থাকার কারণে যদি তা অন্যদের চেয়ে আলাদা বা বিশেষভাবে করি তবে তা আমাদের সংস্কৃতির অংশ। আমাদের জীবনের সাথে সম্পর্কিত প্রায় সব আচরণই আমাদের সংস্কৃতির অংশ। যেমন-আমরা কী ধরণের খাবার খাই, কীভাবে খাই, ভাষা, পোশাক, খেলাধূলা, আচার-অনুষ্ঠান, শিল্প-সংস্কৃতি, ধর্মীয় ও অন্যান্য বিশ্বাসসহ আরো অনেক কিছু। এক এক দেশের বা একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মাঝে সংস্কৃতির পার্থক্য থাকতে পারে। যেমন বাংলাদেশের সমূদ্র উপকূলীয় এলাকায় এক ধরণের সংস্কৃতি, আবার উত্তর বঙ্গ বা পাহাড়ী এলাকায় আবার ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই সব বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি নিয়েই আমাদের বাংলাদেশের সংস্কৃতি।

ধর্মসহ অন্যান্য বিশ্বাসভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ বিশ্বাস, বিধিনিষেধ, জীবনবিধান ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রদানের মাধ্যমে একটা সম্প্রদায়কে পরিচালিত করে এবং লালনও করে। যে জীবনবিধান ও দৃষ্টিভঙ্গি সেই সম্প্রদায়ের অনুসারীদের পালন করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূলত এসব বিধান বিশ্বাস ও রীতিনীতি মেনে চলার মধ্যে দিয়ে মানুষ ঐ ধর্ম সম্প্রদায়ের কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করতে পারে। আবার অনেক সময় কোনো এক দেশের, অঞ্চল বা বিশ্বাসের সংস্কৃতিকে অন্য কোনো দেশের, অঞ্চলের বা বিশ্বাসের মানুষের কাছে বিচিত্র বা মজার মনে হতে পারে। আবার আমাদের সংস্কৃতিও অন্যদের কাছে বিচিত্র বা চমকপ্রদ মনে হতে পারে।

যেমন-

১। ভেনিজুয়েলাতে যদি তোমাকে তোমার কোনো বন্ধুর বাসায় নিমন্ত্রণ করা হয়, আর তুমি যদি ঠিক সময়ে গিয়ে হাজির হও, তাহলে তোমাকে ওরা ভাববে তুমি পেটুক আর লোভী। ঠিক সময়ের চেয়ে একটু দেরি করে যাওয়াটাই সেখানকার সংস্কৃতি।

২। অন্যদিকে চীনে গিয়ে কোনো বন্ধুকে ভুলেও অভিনন্দন জানাতে ফুলের তোড়া উপহার দেয়া যাবে না। কারণ চীনের সংস্কৃতি অনুযায়ী শুধু মৃত মানুষকেই ফুলের তোড়া দেয়ার প্রচলন।

কিন্তু প্রত্যেকের কাছেই তার নিজের সংস্কৃতি তার কাছে খুবই ভালো এবং উপযোগী মনে হয়। এজন্য সংস্কৃতির কোনো ভাল বা মন্দ বিচার করা চলে না। এক দেশের বা ধর্মীয় ও অন্যান্য বিশ্বাসের সংস্কৃতির সাথে অন্য দেশের বা ধর্মীয় ও অন্যান্য বিশ্বাসের কোনো রকম তুলনা করা চলে না। পৃথিবীতে এত বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি আছে বলেই পৃথিবীটা এত সুন্দর মনে হয়।

থিম: সমাজ, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি, সরকার- আগে কেমন ছিল?

অতীতের সামাজিক কাঠামো অনুসন্ধান

অতীতের সামাজিক কাঠামো অনুসন্ধানের কার্যাবলী: সেশন ৭৯-৮০

থিম: সমাজ, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি, সরকার- আগে কেমন ছিল?
সেশন ৮০-৭৯: অনুসন্ধানী প্রজেক্ট ও ফলাফল উপস্থাপনা

সেশন ৭৯-৮০: অনুসন্ধানী প্রজেক্ট ও ফলাফল উপস্থাপনা

এ সেশনে করনীয়:

- শিক্ষার্থীদের দুইটি ছবি দেখাই-প্রাচীন কালের ছবি।

প্রাচীন সমাজ জীবনের ছবি	প্রাচীন সভ্যতার ছবি

তাদের এ বিষয়ে আগ্রহী করে তুলতে কিছু প্রশ্ন করি:

আগের সমাজ এখনকার সমাজ থেকে কি ভিন্ন?
ভিন্ন হলে কী কী ভিন্নতা দেখছো?
সে সময়কার রাষ্ট্র, আইন, সংস্কৃতি, ধর্ম এগুলো ও কি ভিন্ন ছিল?
কি রকম ছিল সেগুলো?

অতীতের সামাজিক কাঠামো অনুসন্ধান

এ সেশনে করনীয়:

- শিক্ষার্থীদের বলবো, আমরা কি কি নিয়ে অনুসন্ধান করব সেটা বুঝতে চলো আগে একটু এই শ্রেণিতে শেখা আগের কিছু ধারনা গুলো আরেকটু ঝালাই করে নেই। এ পর্যায়ে আমরা নিজেরাই একটি প্রাকৃতিক ও একটি সামাজিক কাঠামোর নাম বলবো। তারপর তারা একেকজন একেকটি কাঠামোর নাম বলবে। দুইজন মিলে বোর্ডে সেগুলো লিখতে থাকবে।

নদী,	সমুদ্র,	মরুভূমি,	সমতল ভূমি,	পর্বত,
সরকার,	আইন,	রাষ্ট্র,	সংস্কৃতি,	ভাষা,
উৎপাদন ব্যবস্থা,	পরিবহন,	শিক্ষা,	ধর্ম,	পরিবার,
সমাজ				

এবারে আমরা শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করব এগুলোর মধ্যে কোনগুলো সামাজিক (অর্থাৎ মানুষের তৈরি) আর কোনগুলো প্রাকৃতিক বা ভৌগলিক তা বোর্ডে চিহ্নিত করবে।

- এবারে আসুন অনুসন্ধানী কাজের দল তৈরি করি। একেক দল এক একটি কাঠামো নির্বাচন করবে তাদের অনুসন্ধানের বিষয় হিসেবে।
- এবারে তারা এই বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য অনুসন্ধানী প্রশ্ন তৈরি করবে। (প্রয়োজন হলে 'বিজ্ঞানের চোখে চারপাশ দেখি' অধ্যায়টি একটু পড়ে দেখতে বলতে পারি আমরা)। প্রশ্নের মাধ্যমে তারা অতীতে বিভিন্ন সময়ে এই কাঠামো কিভাবে গড়ে উঠেছে, কাজ করছে, এখনকার সাথে মিল, অমিল ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন করবে। যেমন-

অনুসন্ধানী প্রশ্নের নমুনা

১) প্রাচীন কালে সমাজ কীভাবে গড়ে উঠেছিল? সমাজ কীভাবে কাজ করতো? এখনকার সাথে মিল বা অমিল গুলো কী কী?

২) প্রাচীন সভ্যতায় আইন কেমন ছিল? এখনকার সাথে তার কী মিল বা অমিল আছে?

৩) প্রাচীন সভ্যতায় সংস্কৃতি কেমন ছিলো? বর্তমানের মানুষের সংস্কৃতির সাথে তার উপাদানসমূহের কী মিল বা অমিল আছে?

- প্রতিটি প্রশ্ন অনুসন্ধান করতে হলে সেটাকে ভেঙ্গে আরও ছোট ছোট ও সুস্পষ্ট প্রশ্ন তৈরি করতে হবে যেগুলোর উত্তর আমরা অনুসন্ধান করে (যেমন-বই পড়ে, সাক্ষাতকার নিয়ে, পর্যবেক্ষণ করে) বের করতে পারব। একটি প্রশ্নের জন্য কিছু সুস্পষ্ট অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন তাদেরকে করে দেখাব আমরা। যেমনঃ

প্রশ্নঃ প্রাচীন সভ্যতাগুলোতে সংস্কৃতি কেমন ছিলো ? এখনকার সাথে তার উপাদানসমূহের কী কী মিল বা অমিল আছে?

অনুসন্ধানের প্রশ্ন-১ প্রাচীন সভ্যতাগুলোর সংস্কৃতি কেমন ছিলো? সেই সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদনগুলো কেমন ছিলো?

এটি অনুসন্ধানের জন্য শিক্ষার্থীরা এরকম ছক ব্যবহার করতে পারেঃ

সভ্যতা	স্থান	সময়কাল	সাংস্কৃতিক উপাদান বা চর্চা	প্রাচীন মানুষের জীবনে এর প্রভাব

শিক্ষার্থীদের বলবো যে, অন্যান্য বই, ইন্টারনেট, পত্রিকা, ম্যাগাজিন প্রভৃতি উৎস থেকে যেমন আমরা এ বিষয়ে তথ্য পেতে পারি তেমনি আবার আমাদের ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ের

অধ্যায় ১-ইতিহাস জানা যায় কীভাবে?

অধ্যায় ২- মানুষ ও সমাজ এলো কোথা থেকে?

অধ্যায় ৩- সভ্যতার বিকাশ - এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে নগরায়ন ও রাষ্ট্র

অংশগুলো থেকে এ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবো।

অনুসন্ধানের প্রশ্ন-২ পৃথিবীর যে সব দেশে বা স্থানে প্রাচীন সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিল সেসব স্থানে বর্তমানকালে মানুষের সংস্কৃতি ও তার উপাদানগুলো কেমন?

বিভিন্ন বই পড়ে, ইন্টারনেট থেকে, নিজেরা পর্যবেক্ষণ করে, বড়দের সাক্ষাতকার নিয়ে তারা তথ্য সংগ্রহ করবে। তথ্য সংগ্রহের জন্য অনুসন্ধানের প্রশ্ন-১ এ ব্যবহৃত ছক এর মত ছক তৈরি করে অনুসন্ধানের প্রশ্ন-২ এর তথ্য সংগ্রহের জন্যও ব্যবহার করা যাবে।

অনুসন্ধানের প্রশ্ন-৩ বর্তমানকালে ও অতীত কালের মানুষের জীবনে সংস্কৃতিগত কী কী মিল অমিল দেখা যায়?

শিক্ষার্থীদের জানাবো যে **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুসন্ধানী পাঠ** বইয়ের অন্যান্য অংশগুলোও আমাদের অতীতের সামাজিক কাঠামোসমূহ সম্পর্কে আমাদের অনুসন্ধান করতে সহযোগিতা করতে পারে। কাজেই **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুসন্ধানী পাঠ** বইয়ের নিচের অংশগুলো নিয়ে কাজ করতে পারে শিক্ষার্থীরা। অংশগুলো হচ্ছে-

অধ্যায় ২- মানুষ ও সমাজ এলো কোথা থেকে?

অধ্যায় ৩- সভ্যতার বিকাশ - এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে নগরায়ন ও রাষ্ট্র

অধ্যায় -৪ বাংলাদেশের মানুষের পরিচয়ের ইতিহাস: রূপান্তর, বৈচিত্র্য ও সম্মিলন

প্রতিফলন

এবারেও কিন্তু অনুসন্ধানী কাজের প্রক্রিয়াটির প্রতিফলন করবে শিক্ষার্থীরা। অর্থাৎ প্রতি ধাপে- কি কি কাজে অসুবিধা বা চ্যালেঞ্জ অনুভব করেছে, কেন? কিভাবে তা থেকে বের হল, কোন কাজ গুলো করতে কেমন লেগেছে? ভবিষ্যতে আবার এই কাজটি করলে কি কি কাজ তারা ভিন্ন ভাবে করবে, আর সর্বোপরি আমার নিজের অনুভূতি-কেমন লাগল কাজটি করে।

- এরপর প্রতিটি দল কে বলবো অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ফলাফল বিভিন্ন উপায়ে উপস্থাপন করতে। যেমন- সময় রেখা (টাইম লাইন) তৈরি করে কোন সময়ে কী কী ধরনের সমাজ ছিল তা দেখানো যায়। অভিনয় করে বিভিন্ন সময়ের আইন আর তাদের পার্থক্যও দেখানো যায়। এছাড়া পোস্টার এ উপস্থাপন করে, সে সময়কার বিভিন্ন নিদর্শন এর রেপ্লিকা প্রদর্শন করে, গান গেয়ে, কমিক্স এর বই বানিয়ে, ভিডিও বানিয়ে, নানা সৃজনশীল উপায়ে তাদের ফলাফল উপস্থাপন করতে আমরা শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করব।

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর আন্তঃসম্পর্ক এবং আমাদের দায়িত্বশীলতা

প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে এদের আন্তঃসম্পর্ক উদঘাটন করা এবং দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা

শিক্ষার্থীদের এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য ৩টি ধাপ অনুসরণ করতে হবে। প্রথমে শিক্ষার্থীদের সামাজিক পরিবেশের কাঠামোর সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের কাঠামোর সম্পর্ক অন্বেষনের সুযোগ করে দেবো।

প্রথম ধাপে: শ্যামলী গল্পে বণ্যপ্রাণি বিলুপ্ত হওয়ার কারণ হিসেবে যে ছবি গুলো দেখেছে সেগুলো ব্যবহার করবো। এগুলো দেখে, শিক্ষার্থীরা সেখান থেকে কারখানার মাধ্যমে দূষনের বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবে এবং তাদের অভিজ্ঞতা জানাবে। পরে তারা সরাসরি একটি কারখানা পরিদর্শনের মাধ্যমে সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তনে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর প্রভাব অনুসন্ধান করবে। এরপর শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে সামাজিক পরিবেশের কাঠামোর সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের কাঠামোর সম্পর্ক এবং এদের স্থানীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে প্রভাব অনুসন্ধানের কাজটি করবে।

দ্বিতীয় ধাপে: আমরা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরণের কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রাকৃতিক কাঠামোর বিভিন্ন পরিবর্তন এর প্রভাব সামাজিক পরিবেশে কি ধরণের পরিবর্তন আনে সে বিষয়টি খুঁজে বের করতে উৎসাহিত করবো।

এবং **৩য় ধাপে:** এসকল বিষয় উপলব্ধির মাধ্যমে তারা স্থানীয় পর্যায়ে দায়িত্বশীল আচরণের প্রকাশ ঘটাবে।

সামাজিক পরিবেশের কাঠামোর সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের কাঠামোর সম্পর্ক অনুসন্ধান----------

কার্যাবলী:সেশন ৮১-৯০

থিম: সামাজিক কাঠামোর উপাদান হিসেবে কারখানা পরিদর্শন

সেশন ৮১: আন্ত:সম্পর্ক অনুধাবন এবং কারখানা পরিদর্শনের পরিকল্পনা

সেশন ৮২: কারখানা পরিদর্শন।

সেশন ৮৩: পরিদর্শন পরবর্তী দলীয় উপস্থাপনা

থিম: স্থানীয় পর্যায় এর প্রভাব ও ফলাফল এর সাথে বৈশ্বিক পর্যায়ের সম্পর্ক স্থাপন

সেশন ৮৪: স্থানীয় পর্যায় এর প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্কিত পরিক্ষণ

সেশন ৮৫ ও ৮৬: বৈশ্বিক পর্যায়ের প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্কিত কমিক্স পাঠ ও শব্দের খেলা

থিম: প্রাকৃতিক কাঠামোর পরিবর্তনের সাথে সামাজিক জীবনের প্রভাব অনুসন্ধানে নদী নিয়ে কাজ

সেশন ৮৭: রিভার পাজল খেলা ও ভূমির ব্যবহার অনুসন্ধান।

সেশন ৮৮ : নদীর পরিবর্তনের উপর মানুষের জীবনের প্রভাব অনুসন্ধান

সেশন ৮৯: নদী তীরবর্তী সভ্যতা নিয়ে অনুসন্ধান মূলক কাজ

থিম: শিক্ষার্থীদের দায়িত্বশীলতার প্রকাশ:

সেশন ৯০: নিজেদের এলাকাকে ভালো রাখার উপায় অনুসন্ধান এবং বাস্তবায়ন

থিম: সামাজিক কাঠামোর উপাদান হিসেবে কারখানা পরিদর্শন

সেশন ৮১: আন্ত:সম্পর্ক অনুধাবন এবং কারখানা পরিদর্শনের পরিকল্পনা

এই সেশনে করণীয়:

এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা সামাজিক পরিবেশের কাঠামোর সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের কাঠামোর সম্পর্ক অনুসন্ধানের কাজটি করবে।

- এর অংশ হিসেবে শ্রেণিতে তারা শ্যামলী গল্পে বণ্যপ্রাণি বিলুপ্ত হওয়ার কারণ হিসেবে যে ছবিগুলো দেখেছে সেগুলো আবার দেখবে। সেখান থেকে কারখানার মাধ্যমে দূষণের বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার জন্য এ বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতার কথা বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে জানতে আমরা চাইবো। আগে থেকেই একটি ইট ভাটার ছবি সংগ্রহ করে রাখবো এবং শ্রেণিতে দেখাবো। যেখানে উক্ত কারখানা থেকে মাটি, পানি ও বায়ু দূষণের দিকটি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে।
- আমরা যেসকল বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারি- ১. তোমাদের জানা মতে কারখানা গুলোতে কী কী ধরণের পণ্য উৎপাদিত হয়? ২. কী কী ধরণের কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়? ৩. দ্রব্য রূপান্তরে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো কি কি? এবং তাদের উৎস কোথায়? ৪. চূড়ান্ত পণ্যের সাথে আরো কি কি ধরণের জিনিস তৈরি হতে পারে? সেগুলো কি কি সমস্যা তৈরি করতে পারে?..... এ আলোচনার মাধ্যমে আমরা তাদের মূলত কারখানায় ব্যবহৃত কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাত করণে প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন জ্বালানী এবং আর্বজনা এ তিনটি বিশেষ দিক তুলে আনবো।
- পরে শিক্ষার্থীরা এসকল বিষয় সরাসরি দেখে অনুসন্ধানের জন্য আমাদের সহায়তায় এলাকার কাছাকাছি কোনো কারখানা (ইটভাটা, পোশাক কারখানা অথবা যেকোনো কারখানা) পরিদর্শনে যাবে।
- পরিদর্শনে যাওয়ার আগে করণীয়: পরিদর্শনে যাওয়ার আগে তারা কলকারখানার দ্বারা প্রাকৃতিক পরিবেশের কোন কোন ধরণের প্রভাব পড়েছে সে সকল বিষয়ের উপর দলে আলোচনা করে প্রশ্ন তৈরি করবে।
- আমরা লক্ষ্য রাখবো তাদের প্রশ্নে যেন কাঁচামাল, জ্বালানী ও বর্জ্য এর উৎস এবং এদের পরিবেশের উপর প্রভাবের বিষয়টি উঠে আসে।

পরিদর্শনের জন্য প্রশ্নঃ

১.
২.
৩.
৪.
৫.....

- পরে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রশ্ন সমূহ বিশ্লেষন করে সেখানে সন্নিবেশিত মূল (Key points) বিষয় গুলো খুঁজে বের করবে।

কাঁচামাল বিষয়ের অনুসন্ধানের ছক

কাঁচামাল	কাঁচামালের উৎস	কাঁচামাল সংগ্রহ ও ব্যবহারের কারণে পরিবেশের উপর প্রভাব	ফলাফল

কাঁচামাল ব্যবহার করে দ্রব্য তৈরিতে প্রয়োজনীয় জ্বালানী/ শক্তি বিষয়ক অনুসন্ধানের ছক

জ্বালানী/ শক্তি	জ্বালানী/ শক্তির উৎস	জ্বালানী/ শক্তি সংগ্রহ ও ব্যবহারে পরিবেশের উপর প্রভাব	ফলাফল

বর্জ্য বিষয়ক অনুসন্ধানের ছক

বর্জ্য	বর্জ্য এর উৎস	পরিবেশের উপর বর্জ্য এর প্রভাব	ফলাফল

কাঁচামাল বিষয়ের ছকে আমরা লক্ষ্য রাখবো সঠিক ভাবে উৎসগুলো উঠে আসছে কিনা। যেমন তারা অনেক জিনিসের নাম লিখতে পারে যা হয়তো উৎস না বুঝিয়ে কাঁচামালের নাম বোঝায় যেমন ইটভাটায় গেলে তারা হয়ত কাঁচামালের উৎসের জায়গায় মাটি লিখলো, কিন্তু আমরা তাদের ফিডব্যাক দেবো যে এটা আসলে মাটিটা কোন জায়গা থেকে এসেছে সেই জায়গার নাম লিখতে হবে। হয়তো সেটা পাহাড়/ কৃষিজমি হতে পারে। আবার তারা ছকে এসব উপাদান থেকে উৎস গুলো সংগ্রহ করার ফলে পরিবেশের উপর যে যে প্রভাব পড়ে তা লিখবে এবং এসব প্রভাব পড়ার ফলাফল কি হতে পারে তা ফলাফলের ঘরে লিখবে।

- একইভাবে তারা তাদের কারখানায় দেখা নির্দিষ্ট দ্রব্য তৈরি করতে বা তৈরি হতে যে যে জ্বালানী গুলো লাগছে তাদের উৎস, প্রভাব ও ফলাফল সুনির্দিষ্ট ভাবে লিখতে পারছে কিনা সেটা খেয়াল রাখবো।
- সবশেষে তারা তাদের দেখা কারখানায় দ্রব্য তৈরির পাশাপাশি যে যে বর্জ্য তৈরি হচ্ছে সেগুলো পরিবেশের উপর কি কি ধরণের প্রভাব ফেলতে পারে এবং এই প্রভাব পড়ার ফলে পরিবেশের

উপর কি ধরণের বিরূপ ফলাফল পড়তে পারে তা লিখবে। আমরা তাদের লেখা যদি সঠিক নাও হয় তাহলেও আমরা ভুল শব্দটি বলবো না বরং এটা বলতে তাদের চিন্তা করার পথটি যেন সঠিক দিকে হয় আমরা সেদিকে বেশি নজর দেবো।

সেশন ৮২: কারখানা পরিদর্শন ও সেশন ৮৩: পরিদর্শন পরবর্তী দলীয় উপস্থাপনা

এই সেশনে করণীয়:

এই সেশনে তারা কারখানা পরিদর্শনে যাবে এবং অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার ধাপ অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষন, উপস্থাপন এবং সব শেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

** আমরা আমাদের সুবিধা অনুযায়ী এলাকার যেকোনো একটি কারখানা পরিদর্শনের জন্যে আগেই নির্বাচন করে রাখতে পারি এবং অবশ্যই শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়টি সবার আগে বিবেচনায় রাখবো।

আমরা তাদের বলবো আগামী ক্লাসে আমরা পরিবেশ এর উপর আরো কোনো প্রভাব আছে কিনা তা কিছু পরীক্ষণের মাধ্যমে অনুসন্ধান করবো।

পুরো পরিদর্শন কাজের প্রক্রিয়ায় একজন শিক্ষার্থী কতটুকু অংশগ্রহণ করছে তা একদলের শিক্ষার্থীরা অন্য দলের শিক্ষার্থীদের ভালো মূল্যায়ন করতে পারবে। পৃষ্ঠা ১১৭-১১৮ এর রূব্রিক্স অনুযায়ী তাদের সঠিক ভাবে মূল্যায়নে উৎসাহিত করবো আমরা। প্রত্যেক দল অন্য দলের বন্ধুদের পারদর্শিতার স্তরটি ১১৭-১১৮ পৃষ্ঠায় চিহ্নিত করবে। এটি তারা করবে দলে আলোচনা করে। শিক্ষার্থীদের বলতে হবে এর উদ্দেশ্য বন্ধুদের আরও ভালো কাজ করতে সাহায্য করা।

বন্ধুর দলের কাজের মূল্যায়ন করি

বন্ধুদের উপস্থাপনা মন দিয়ে শুনে বোঝার চেষ্টা করি। নিচের ছকে কারখানা পরিদর্শনের প্রতি ধাপে পরিদর্শনকারীর কাছ থেকে যে প্রত্যাশা/আদর্শ কাজ তা দেয়া আছে। সেগুলো বিবেচনা করে প্রতি দলের পরিদর্শন প্রক্রিয়াকে কিভাবে আরও উন্নয়ন করা যায়, কি করলে বা না করলে আরও ভাল হত এবং কেন এগুলো বুঝিয়ে বলি, আর খুব ছোট ও সংক্ষেপ করে নিচের চার্টে লিখি। বন্ধুদের ভাল কাজের প্রশংসা করতেও ভুলবোনা আমরা। প্রতি ধাপে তাদেরকে কাজটি সঠিকভাবে করতে পেরেছে/আংশিক পেরেছে/আর অনেক সাহায্যের দরকার- এই ৩ টির কোন একটি লিখতে পার তাদের কাজটি আদর্শের সাথে বিবেচনা করে।

আদর্শ/ প্রত্যাশা	**কারখানা পরিদর্শনের প্রশ্ন** (প্রশ্নটি বা প্রশ্ন গুলো সুনির্দিষ্ট, আকর্ষণীয় ও পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে সমাধান যোগ্য)	**কাঁচামাল সম্পর্কিত তথ্য** (কাঁচামালের উৎস, এটি সংগ্রহ ও ব্যবহারের কারণে পরিবেশগত প্রভাব ও ফলাফল তুলে ধরতে পেরেছে)	**দ্রব্য তৈরিতে ব্যবহৃত জ্বালানী সম্পর্কিত তথ্য** (জ্বালানীর উৎস, এটি সংগ্রহ ও ব্যবহারের কারণে পরিবেশগত প্রভাব ও ফলাফল তুলে ধরতে পেরেছে)	**বর্জ্য সম্পর্কিত তথ্য** (বর্জ্যের উৎস ও পরিবেশের সাথে বর্জ্যের প্রভাব ও ফলাফল তুলে খরতে পেরেছে।)	**তথ্য সংগ্রহ** (পরিকল্পনা অনুযায়ী তথ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে ও রেকর্ড করতে পেরেছে)	**তথ্য বিশ্লেষণ** (সঠিক উপায়ে তথ্য সাজিয়ে/ হিসাব নিকাশ করে অনুসন্ধানী প্রশ্নের উত্তর/ সমাধান করতে পেরেছে)	**ফলাফল উপস্থাপন** (স্পষ্ট ভাবে ও আকর্ষণীয় উপায়ে লকারখানার সাথে পরিবেশের প্রভাব ও ফলাফল উপস্থাপন করেছে)	**মন্তব্য/ ফিডব্যাক**
দল-১								
দল-২								
দল-৩								
দল-৪								
দল-৫								

থিম: স্থানীয় পর্যায় এর প্রভাব ও ফলাফল এর সাথে বৈশ্বিক পর্যায়ের সম্পর্ক স্থাপন

সেশন ৮৪ : স্থানীয় পর্যায় এর প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্কিত পরিক্ষণ

এই সেশনে করণীয়:

কারখানা পরিদর্শনের মাধ্যমে তারা একটি নির্দিষ্ট এলাকার পরিবেশের উপর প্রভাব ও ফলাফল চিহ্নিত করতে পেরেছে। এখন তাদের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এই প্রভাব গুলো অনুধাবন করার ব্যাপারে আমরা নজর দেবো। এরই আলোকে আমরা তাদের ১১৮-১১৯ পৃষ্ঠায় যে ৩টি পরীক্ষণ আছে সেগুলো করতে সাহায্য করবো। খেয়াল রাখবো যেন ১ ও ২ নং পরীক্ষনে তারা সঠিক ভাবে সময় ও ৩ নং পরীক্ষণে সঠিকভাবে তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারে। তাপমাত্রা পরিমাপ করার আগে একবার অবশ্যই তাদের থার্মোমিটারের ব্যবহার করা শিখিয়ে দেবো।

এ পর্যায়ে আমরা শিক্ষার্থীদের তাদের অনুসন্ধানের ফলাফল যে শুধু স্থানীয় পর্যায়ের নয় তা যে বিশ্বব্যাপী সে বিষয় টি অনুধাবন করাবো। এর অংশ হিসেবে তাদের কিছু পরীক্ষনের অয়োজন করে দেবো।

- এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের তিনটি দলে ভাগ হতে সহযোগিতা করবো।

১। একটি দল বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে একটি গাছের ছায়া যুক্ত স্থানে ও এক খন্ড বরফ একটি পাত্রে
২। একটি ঘড়ি নিয়ে, একটি দল রোদের মধ্যে এক খন্ড বরফ একটি পাত্রে ও একটি ঘড়ি নিয়ে
৩। ৩ নং দল দুটি থার্মোমিটার ও একটি মুখবন্ধ কাঁচের গ্লাস একটি থার্মোমিটার নিয়ে যাবে

১ ও ২ নং দল তাদের বরফটি সম্পূর্ণ গলে যাওয়ার সময় পরিমাপ করবে। ৩ নং দল তাদের দুটি থার্মোমিটার এর একটিকে এমনি রোদের মধ্যে রাখবে এবং অন্যটি কাচেঁর গ্লাসে রেখে মুখ বন্ধ করে রোদের মধ্যে রেখে দেবে এবং কিছুক্ষন পর পর তাপমাত্রার পরিমান রেকর্ড করবে। পরবর্তী ১০-১৫ মিনিট তারা যার যার অবস্থানে অপেক্ষা করবে।

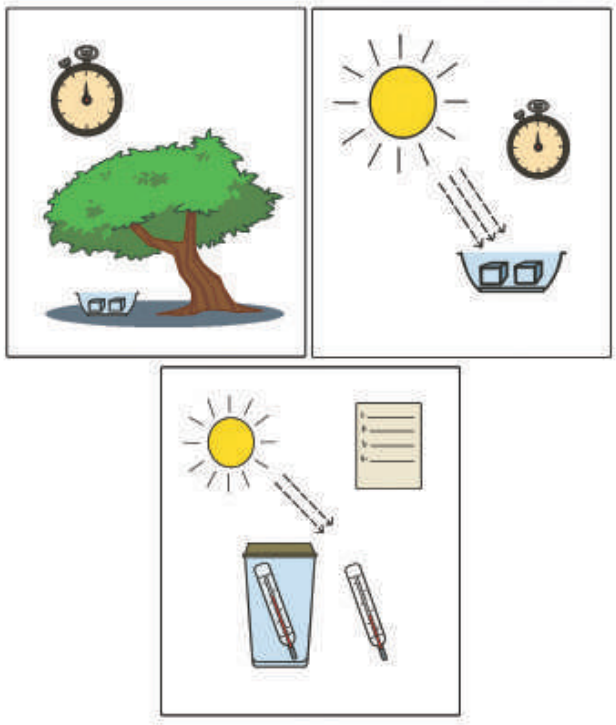

চিত্র: পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে সামাজিক প্রভাবের পরীক্ষণ

- এর পর ৩টি দলই ক্লাসে এসে তাদের অভিজ্ঞতা কারণসহ চার্ট পেপারে লিখে অন্য দুই দলের সাথে শেয়ার করবে।
- ১ ও ২ নং দলের অভিজ্ঞতা:

১ নং দল	বরফ গলার সময়	কারণ
২ নং দল		

- ৩ নং দলের অভিজ্ঞতা:

১ নং থার্মোমিটার	১০-১৫ মিনিট পরে তাপমাত্রা -------
২ নং থার্মোমিটার	১০-১৫ মিনিট পরে তাপমাত্রা--------

সেশন ৮৫ ও ৮৬ : বৈশ্বিক পর্যায়ের প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্কিত কমিক্স পাঠ

প্রতিফলন: কারখানা পরিদর্শন থেকে শুরু করে এতসময় তারা যে যে কাজ গুলো করেছে সবই হচ্ছে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর প্রভাব। এসকল কাজের প্রত্যেকটি ধাপে আমরা মানুষরা যে আমাদের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে বারবার ব্যবহার করছি এবং তার ফলেই যে প্রকৃতিতে বিশ্বব্যাপী একটা বিরূপ প্রভাব পড়ছে সেই বিষয়টা তারা যেন উপলব্ধি করতে পারে এবং তাদের প্রতিফলন ডায়েরিতে তা নোট নিতে পারে (প্রতিটি আলাদা কাজ করার সময়) সেই বিষয়টি আমরা গুরুত্বের সাথে ফিডব্যাক দেবো।

এই সেশনে করণীয়:

- এখন আমরা তাদের দলে ভাগ করে যে বিষয় নিয়ে তারা এতক্ষণ পরীক্ষা করেছে সে বিষয়গুলো বিশ্বব্যাপী যে নামে পরিচিত সে বিষয়ে তাদের অবগত করার জন্য তাদের **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুশীলন বইয়ে** যে কমিক্স টি আছে সেটি পড়তে দেবো।
- পরে কমিক্সে পৃথিবী দূষিত হওয়ার যে যে কারণ তারা দেখেছে সে সম্পর্কিত বিষয়গুলো ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করার সুযোগ তৈরি করে দেবো।
- কমিক্স এবং এর আগে তারা যে যে পরিক্ষণ গুলো করেছে তার আলোকে তাদের **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুশীলন বইয়ে ১৭৩ পৃষ্ঠায়** যে ছকটি আছে সেটি তারা পূরণ করবে। কাজটি করার পর তারা সেটি ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করবে। আমরা এটা তাদের মনে করিয়ে দেবো যে এই ছক পূরণ ও ব্যাখ্যা তারা শুধু কমিক্স এর আলোকে নয় বরং এতসময় তারা যে যে কাজ গুলো করেছে সবগুলো অভিজ্ঞতার আলোকেই করতে হবে। আমরা তাদের সবল ও দূর্বল দিক গুলো আলোচনা করে বলে দেবো।

দূষণ	গ্রিন হাউজ ইফেক্ট	গ্লোবাল ওয়ার্মিং	জলবায়ু পরিবর্তন
১.	১.	১.	১.
২.	২.	২.	২.
৩.	৩.	৩.	৩.
.....	.....	.....	.....

সেশন ৮৬: স্থানীয় পর্যায়ে দায়িত্বশীলতার দৃষ্টান্ত

শব্দের খেলার কাজ শেষে আমরা তাদের সাথে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে এই সকল বিষয়ের প্রভাব আমাদের পৃথিবীতে পড়ছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর জন্য দায়ী আমরা মানুষরাই তা উপলব্ধি করতে সহযোগিতা করবো।

- এর অংশ হিসেবে আমরা ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুশীলন বইয়ের ৬৮ পৃষ্ঠা থেকে যে ছবিগুলো শিক্ষার্থীরা দেখেছিল তা আবার দেখতে দেব এবং তারা আরো একবার অনুধাবন করবে এ সকল কাজের জন্য আমরাই দায়ী এবং সমাধান আমাদেরকেই বের করতে হবে।
- এ পর্যায়ে তারা পূর্বে বন্যপ্রাণি সংরক্ষন ক্লাবে যে যে কাজের তালিকা তৈরি করেছিল সেখান থেকে একটি কাজ তারা বেছে নেবে । শিক্ষার্থীরা দলে বসে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কাজের ক্ষেত্র নির্বাচন করবে।

থিম: প্রাকৃতিক কাঠামোর পরিবর্তনের সাথে সামাজিক জীবনের প্রভাব অনুসন্ধানে নদী নিয়ে কাজ

সেশন ৮৭: রিভার পাজল খেলা ও ভূমির ব্যবহার অনুসন্ধান।

এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা প্রাকৃতিক কাঠামোতে যদি কোনো পরিবর্তন হয় সেটি যে সামাজিক পরিবেশেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া রাখে সেই বিষয় নিয়ে কিছু কাজ করবে। এরই আলোকে তারা প্রথমে একটি রিভার পাজল দিয়ে তাদের মতো করে প্রত্যেকের একটা নদী বানাবে এবং নদীর গতিপথ রচনা করবে। আমরা তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী রিভার পাজলটি সাজাতে সাহায্য করবো। পরে তারা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে ১২১ পৃষ্ঠায় যে ছকটি আছে তা এককভাবে পূরণ করবে। আমরা শুধু তাদের পাঠ্যপুস্তকে লেখা কথপোকথনের মাধ্যমে তাদের ভাবতে সাহায্য করবো। আমরা তাদের এটা মনে করিয়ে দেবো যে শুধু নদী নয় বরং অন্য যেকোনো প্রাকৃতিক কাঠামোতে পরিবর্তন হলে আমাদের সামাজিক জীবনে তার প্রভাব পড়বে। এই সেশনে আমরা শিক্ষার্থীদের পূর্বের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রাকৃতিক কাঠামোতে যদি পরিবর্তন হয় তাহলে এর প্রভাব সামাজিক পরিবেশে পড়ে তা অনুধাবন করতে সাহায্য করবো।

- এ বিষয়টি অনুধাবনের জন্য তারা পূর্বে পড়া শ্যামলী গল্প অনুসারে প্রাকৃতিক কাঠামোতে পরিবর্তন হলে সামাজিক পরিবেশে কি ধরনের প্রভাব পড়ে তা দলীয় আলোচনা করে চিহ্নিত করবে।
- এ পর্যায়ে আমরা শিক্ষার্থীদের পূর্বে জানা প্রাকৃতিক কাঠামোগুলোর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কাঠামো- নদী নিয়ে উন্মুক্ত অলোচনা করবো। এ আলোচনায় নদীর ধারের ভূমি এবং ভূমি ব্যবহার, বসতি, শহর, গ্রাম, খামার, কারখানা এবং বাড়ি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। আমরা বোর্ডে শিক্ষার্থীদের ধারণা তালিকাভুক্ত করবো।
- পরে তাদের দলে ভাগ হতে বলবো এবং প্রত্যেক দলকে তাদের রিভার পাজল এর হাতে আঁকা ছবি লাইন বরাবর কেটে টুকরোগুলো তৈরি করতে বলবো। এখন শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দ-মতো রিভার পাজল এর টুকরোগুলো সাজাবে। প্রতিটি দলকে "উৎস" অংশটি, একটি নদীর শুরুতে, অর্থ্যাৎ তাদের ব্যবহৃত পোস্টার পেপারের শীর্ষের কাছে এবং "মুখ" অংশটি, নদীর শেষ, নীচের কাছে রাখতে বলবো। তারপর বাকি অংশগুলিকে তারা তাদের পছন্দ মত সাজিয়ে দেখাবে । শিক্ষার্থীদের তাদের নিজ নিজ বানানো নদী একটি পোস্টার পেপারে টেপ দিয়ে আটকে দিতে বলবো।

- পরবর্তী ধাপে শিক্ষার্থীরা পাজলের টুকরোগুলোর সাহায্যে নদী পাড়ের ভূমি কোন কোন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে তা দলীয় আলোচনার মাধ্যমে একটি পোস্টার পেপারে লিপিবদ্ধ করবে।

সেশন ৮৮ : নদীর পরিবর্তনের উপর মানুষের জীবনের প্রভাব অনুসন্ধান

এ পর্যায়ে আমরা তাদের নদীর সাথে মানুষ এবং পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক অনুধাবন করতে সহযোগিতা করবো। এর অংশ হিসেবে তাদের বলতে পারি তোমরা যে নদীর মডেল বানিয়েছ এখন ভাবো তো এখানে যদি নদীটি না থাকে/ নদীর গতিপথের কোনো পরিবর্তন হয় তাহলে কেমন হবে?

- পরে তাদের কয়েকটি ছবি দেখাবো যেখানে নদীভাঙন, নদীর শুকিয়ে যাওয়া ও গতিপথ পরিবর্তন দেখা যাবে।

** চাইলে পূর্বেই আমরা এ সংক্রান্ত ছবি সংগ্রহ করে তাদের শ্রেণিতে দেখাতে পারি।

- এখন আমরা তাদের এ বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করতে পারি-

১. ছবি তে নদীর কী কী অবস্থা দেখা যাচ্ছে?

২. এর কী কী প্রভাব আমাদের সামাজিক জীবনে পড়বে?

- এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে নদীর শুকিয়ে যাওয়া, গতিপথ পরিবর্তন ও নদী ভাঙন বিষয়ে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে সামাজিক জীবনে এর প্রভাব সম্পর্কে পোস্টার পেপারে লিপিবদ্ধ করবে ও উপস্থাপন করবে।

নদীর অবস্থা	কারণ	সামাজিক জীবনে প্রভাব
নদীভাঙন		
নদীর শুকিয়ে যাওয়া		
গতিপথ পরিবর্তন		

- এখন শিক্ষার্থীরা সামাজিক জীবনে যে প্রভাব বের করেছে এরকম কোনো প্রভাব তাদের কারো জীবনে বা অন্য কারো জীবনে ঘটতে দেখেছে কিনা তার অভিজ্ঞতার কথা অন্যদের সাথে বিনিময় করবে।
- আমরাও এ ধরনের কোনো বাস্তব গল্প যেমন নদী ভাঙনের ফলে জীবিকা বা ঠিকানা পরিবর্তনের গল্প তাদের শোনাতে পারি।

সেশন ৮৯: নদী তীরবর্তী সভ্যতা নিয়ে অনুসন্ধান মূলক কাজ

এরপর আমরা তাদের প্রাচীন মানুষের জীবনে নদীর প্রভাব সংক্রান্ত একটি অনুসন্ধানের কাজ করতে দেবো। একাজটি তারা অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার ধাপ অনুসরণ করেই করবে। (বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে চারপাশ দেখি তে বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়া আছে।) এর মাধ্যমে তারা এটা বুঝতে পারবে যে যেসব স্থানে প্রাকৃতিক পরিবেশ বসবাসের অনুকুলে ছিলো, বাঁচার জন্য যেসব উপাদান দরকার সেগুলো পরিমিত ছিলো সেখানেই মূলত সভ্যতার বিকাশ গড়ে উঠেছে। আমরা লক্ষ্য রাখবো তাদের উপস্থাপনায় যেন এই বিষয়টির প্রতিফলন ঘটে। এ সেশনে আমরা তাদের নদীর এমন প্রভাব যে পূর্বেও ছিল সে বিষয়টি অনুসন্ধান করতে সাহায্য করবো।

- শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে দলগতভাবে প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত নদী তীরে যে সকল সভ্যতা গড়ে উঠেছে এবং এসকল সভ্যতাগুলো কীভাবে নদী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল তা তারা একটি অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করে খুঁজে বের করবে।
- অনুসন্ধানের জন্যে তথ্য তারা এ সম্পর্কিত সহায়ক বই, ইন্টারনেট এবং বুকলেটের মাধ্যমে সংগ্রহ করবে এবং তথ্য বিশ্লেষন ও উপস্থাপন অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার ধাপ অনুসরন করে সম্পন্ন করবে।

থিম: শিক্ষার্থীদের দায়িত্বশীলতার প্রকাশ:

সেশন ৯০: নিজেদের এলাকাকে ভালো রাখার উপায় অনুসন্ধান এবং বাস্তবায়ন

- এ পর্যায়ে আমরা তাদের উপলব্ধি করতে সাহায্য করবো যে মানব বসতিগুলো আগে গড়ে উঠেছিল তা উপযুক্ত পরিবেশ ছাড়া টিকে থাকতে পারেনি। তাহলে আমরা আমাদের এলাকার বসতিগুলো বসবাসের উপযুক্ত রাখার জন্যে কি কি কাজ করতে পারি?
- কাজের ক্ষেত্র নির্বাচনে তারা পূর্বে বন্যপ্রাণি সংরক্ষন ক্লাবে যে যে কাজের তালিকা তৈরি করেছিল সেখান থেকে একটি কাজ বেছে নিতে পারে যা তারা নিরাপত্তার সাথে করতে পারে এবং এ কাজে তারা এলাকার বয়স্ক অভিজ্ঞ মানুষ/ তাদের অবসরপ্রাপ্ত মানুষেরা বা দাদা দাদি বা সমপর্যায়ের মানুষদের যেন যুক্ত রাখে সে বিষয়টি আমরা খেয়াল রাখবো।

নির্দেশক ৮-১১ এর জন্য মূল্যায়নঃ

এক্ষেত্রে বিভিন্ন শিক্ষঙ্কালিন মূল্যায়ন থেকে ৫০% তথ্য নিব আমরা। আর বাকি ৫০% এর জন্য আলাদা একটি সামষ্টিক মূল্যায়নের পরিকল্পনা করবো জার মধ্য দিয়ে এই ৪ টি নির্দেশক ই মূল্যায়ন সম্ভব। এরকম সম্ভব্য একটি প্রজেক্ট এবং তার জন্য রুব্রিক্স দেয়া হল-

এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন ও পারদর্শিতার মূল্যায়নের জন্য তারা একটি প্রকল্প পরিচালনা করবে। নাম- "আমার স্বপ্নের এলাকা" বা "আমার এলাকাকে যেমন দেখতে চাই"।

ধাপ-১: প্রথমে শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে তাদের এলাকার বা আশে পাশের কোনো একটি বাস্তব সমস্যা চিহ্নিত করবে। সমস্যাটি এমন হবে যেন তার সাথে কোন সামাজিক এবং প্রাকৃতিক উভয় ধরনের উপাদান/ কাঠামো জড়িত। এক্ষেত্রে তারা নিচের ছকটি পূরণ করবে যেন তারা যে সঠিকভাবে সমস্যা যুক্ত একটি অবস্থা চিহ্নিত/নির্বাচন করতে পেরেছে তা নিশ্চিত করা যায়।

আমার স্বপ্নের এলাকা

আমার এলাকায় চিহ্নিত সমস্যা:

কেন এই অবস্থাটি সমস্যা যুক্ত: (কী ধরনের ক্ষতি হচ্ছে? কীসের/ কার? এটি সমাধান না হলে কি হবে?)

এর সাথে সম্পর্ক যুক্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান/কাঠামো/উপাদান:

এর সাথে সম্পর্ক যুক্ত প্রাকৃতিক প্রতিষ্ঠান/কাঠামো/উপাদান:

ধাপ-২: এবারে শিক্ষার্থীরা এই সমস্যাটি নিয়ে অনুসন্ধান করবে আগের মত বৈজ্ঞানিক ধাপ অনুসরণ করে। ("বৈজ্ঞানিক ধাপ অনুসরণ করে সামাজিক অনুসন্ধান" থিমটির মূল্যায়নোটও এর মাধ্যমে হবে। রুব্রিক্স দেওয়া আছে)। এক্ষেত্রে তারা নির্দিষ্ট সমস্যা সংক্রান্ত নিচের বিষয়গুলো অনুসন্ধান করবে:

১/ বর্তমান অবস্থা ও কার্যকারিতা

২/ সংশ্লিষ্ট সামাজিক ও প্রাকৃতিক কাঠামো সমূহের পারস্পারিক প্রভাব

৩/ সময়ের সাথে পরিবর্তন (স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে)

৪/ স্থান ভেদে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বা রুপ (অন্য এলাকা, জেলা বা সম্ভব হলে অন্য দেশে)

৫/ আমার ও অন্যদের জীবনে এদের প্রভাব

ধাপ-৩: এবারে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে তারা সমস্যা সমাধানের অথবা এলাকার সেই সমস্যা যুক্ত অবস্থার উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা করবে। কি কি পরিবর্তন দরকার এবং কে সেই পরিবর্তন করতে পারে তা লিখবে।

বর্তমান অবস্থার ছবি	আমরা যেমন দেখতে চাই

ধাপ-৪: এবারে তারা সমস্যাটি সমাধানের জন্য অবস্থার উন্নয়নের জন্য সীমিত পরিসরে বয়স উপযোগী কোন দলীয় উদ্যোগ নিবে। কোনো একটি কাজ নিজেরা করবে যেমন- পুরাতন কাগজ, পলিথিন ইত্যাদি দিয়ে ময়লা ফেলার বড় ঝুড়ি তৈরি করা। এলাকার সচেতনতা মূলক পোস্টার তৈরি করে লাগানো, কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করার জন্য চিঠি লেখা, সংবাদ সম্মেলন করা ইত্যাদি। এই কাজ তারা দলীয়ভাবে এবং কোনো একটি ক্লাবের মাধ্যমে করবে।

সমস্যা	সমস্যা দূরীকরনে করনীয় বা যে ধরনের পরিবর্তন দরকার	আমি কোনো ভূমিকা রাখতে পারি কি? কী ভূমিকা?

পারদর্শিতার নির্দেশকের ৮-১১ এর স্তর নির্ধারণ এর রুব্রিক্স:

পারদর্শিতার নির্দেশক	মূল্যায়ন রুব্রিক্স	প্রারম্ভিক	বিকাশমান	দক্ষ
৮। ভিন্ন ভিন্ন সময় ও ভৌগলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর গঠন ও কার্যকারিতা অনুধাবন করে নিজস্ব পরিসরে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারছে।	৮.১। সময় ও অবস্থা অনুযায়ী উপযুক্ত সমস্যা নির্ধারণ করেছে যার মধ্যে প্রাকৃতিক ও সামাজিক উভয়য় কাঠামো বা উপাদান জড়িত। (ধাপ -১ এর ওয়ার্ক শিট দেখে) ৮.২। সমস্যাটির সাথে জড়িত প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান এর গঠন ও কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারছে (ধাপ-২ এর অনুসন্ধান ও তার উপস্থাপনা দেখে) ৮.৩। সমস্যা সমাধানে কার্যকর পরিকল্পনা করে বাস্তবায়নে বয়স উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে (ধাপ ৩ এর পরিকল্পনা এবং ধাপ ৪ এর বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করে)			
৯। বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কীভাবে ব্যক্তির অবস্থান ও তার ভূমিকাকে প্রভাবিত করে তা অনুধাবন করতে পারছে।	৯। অনুসন্ধানের মাধ্যমে নিজ জীবনে এবং অন্যদের জীবনে সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পেরেছে। (ধাপ-২ এ অনুসন্ধান অ তার উপস্থাপনা দেখে)			
১০। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে এদের আন্তঃসম্পর্ক উদঘাটন করতে পারছ।	১০.১। সময়ের সাথে সাথে নির্ধারিত সমস্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রাকৃতিক অ সামাজিক উপাদান/কাঠামোর পরিবর্তন অনুসন্ধান করতে পেরেছে। (ধাপ-২ এ অনুসন্ধান অ তার উপস্থাপনা দেখে) ১০.২। সংশ্লিষ্ট সামাজিক ও প্রাকৃতিক কাঠামো সমূহের পারস্পারিক প্রভাব অনুসন্ধান করতে পেরেছে। (ধাপ-২ এ অনুসন্ধান অ তার উপস্থাপনা দেখে)			
১১। স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনায় নিয়ে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে।	১১.১। স্থান ভেদে সংশ্লিষ্ট সামাজিক অ প্রাকৃতিক কাঠামোর পরিবর্তন অনুসন্ধান করতে পেরেছে। (ধাপ- এর অনুসন্ধান অ তার উপস্থাপনা দেখে) ১১.২ সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনায় স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট মাথায় রেখেছে।			

মূল্যায়ন রুব্রিক্স:

মূল্যায়ন রুব্রিক্স	প্রারম্ভিক (১ পয়েন্ট)	বিকাশমান (২ পয়েন্ট)	দক্ষ (৩ পয়েন্ট)
৮.১। সময় ও অবস্থা অনুযায়ী উপযুক্ত সমস্যা নির্ধারণ করেছে যার মধ্যে প্রাকৃতিক ও সামাজিক উভয় কাঠামো বা উপাদান জড়িত। (ধাপ -১ এর ওয়ার্ক শিট দেখে)	সমস্যাটি সময় অথবা অবস্থা অনুযায়ী উপযুক্ত নয় এবং এর সাথে প্রাকৃতিক অথবা সামাজিক যেকোনো এক ধরনের কাঠামো জড়িত ।	সমস্যাটি সময় ও অবস্থা অনুযায়ী উপযুক্ত হলেও এর সাথে প্রাকৃতিক অথবা সামাজিক যেকোনো এক ধরনের কাঠামো জড়িত।	সমস্যাটি সময় ও অবস্থা অনুযায়ী উপযুক্ত এবং এর সাথে প্রাকৃতিক ও সামাজিক দুই ধরনের কাঠামো জড়িত।
৮.২। সমস্যাটির সাথে জড়িত প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান এর গঠন ও কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারছে (ধাপ- ২ এর অনুসন্ধান ও তার উপস্থাপনা দেখে)	সমস্যাটির সাথে জড়িত প্রাকৃতিক অথবা সামাজিক যেকোনো একটি উপাদান এর গঠন অথবা কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারছে	সমস্যাটির সাথে জড়িত প্রাকৃতিক অথবা সামাজিক উপাদান এর গঠন ও কার্যকারিতা দুটোই ব্যাখ্যা করতে পারছে	সমস্যাটির সাথে জড়িত প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান এর গঠন ও কার্যকারিতা দুটোই ব্যাখ্যা করতে পারছে
৮.৩। সমস্যা সমাধানে কার্যকর পরিকল্পনা করে বাস্তবায়নে বয়স উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে (ধাপ ৩ এর পরিকল্পনা এবং ধাপ ৪ এর বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করে)	সমস্যা সমাধানে কার্যকর কোন পরিকল্পনা করতে পারেনি এবং বাস্তবায়নে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।	সমস্যা সমাধানে কার্যকর পরিকল্পনা করলেও বাস্তবায়নে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।	সমস্যা সমাধানে কার্যকর পরিকল্পনা করে ছে এবং বাস্তবায়নে বয়স উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
মোট পয়েন্ট	৩ থেকে ৪ পয়েন্ট পেলে প্রারম্ভিক	৫ থেকে ৬ পেলে বিকাশমান	৭ থেকে ৯ পেলে দক্ষ
৯। অনুসন্ধানের মাধ্যমে নিজ জীবনে এবং অন্যদের জীবনে সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পেরেছে। (ধাপ-২ এ অনুসন্ধান অ তার উপস্থাপনা দেখে)	নির্ধারিত সামাজিক অথবা রাজনৈতিক কাঠামোর প্রভাব ব্যাখ্যা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছে না।	নিজ জীবনে নির্ধারিত সামাজিক অথবা রাজনৈতিক কাঠামোর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারলেও বৃহত্তর ক্ষেত্রে এর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারছে না।	নিজ জীবনে এবং অন্যদের জীবনে নির্ধারিত সামাজিক অথবা রাজনৈতিক কাঠামোর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পেরেছে।
১০.১। সময়ের সাথে সাথে নির্ধারিত সমস্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান/কাঠামোর পরিবর্তন অনুসন্ধান করতে পেরেছে। (ধাপ-২ এ অনুসন্ধান অ তার উপস্থাপনা দেখে)	সময়ের সাথে সাথে নির্ধারিত প্রাকৃতিক অথবা সামাজিক যেকোনো একটি উপাদান/কাঠামোর ও পরিবর্তন অনুসন্ধান করতে পারেনি।	সময়ের সাথে সাথে নির্ধারিত প্রাকৃতিক অথবা সামাজিক যেকোনো একটি উপাদান/কাঠামোর পরিবর্তন অনুসন্ধান করতে পেরেছে।	সময়ের সাথে সাথে নির্ধারিত প্রাকৃতিক ও সামাজিক উভয় উপাদান/কাঠামোর পরিবর্তন অনুসন্ধান করতে পেরেছে।

১০.২। সংশ্লিষ্ট সামাজিক ও প্রাকৃতিক কাঠামো সমূহের পারস্পারিক প্রভাব অনুসন্ধান করতে পেরেছে। (ধাপ-২ এ অনুসন্ধান অ তার উপস্থাপনা দেখে)	সংশ্লিষ্ট সামাজিক ও প্রাকৃতিক কাঠামোর কোনটির র প্রভাবই অন্যটির উপর অনুসন্ধান করে বের করতে পারেনি।	সংশ্লিষ্ট সামাজিক ও প্রাকৃতিক কাঠামোর যেকোনো একটির প্রভাব আরেকটির উপর কীভাবে পড়ে তা অনুসন্ধান করে নির্ধারণ করতে পেরেছে	সংশ্লিষ্ট সামাজিক ও প্রাকৃতিক কাঠামো সমূহের পারস্পারিক প্রভাব অনুসন্ধান করে নির্ধারণ করতে পেরেছে।
মোট পয়েন্ট	২ থেকে ৩ পয়েন্ট পেলে প্রারম্ভিক	৪ থেকে ৫ পেলে বিকাশমান	৬ পেলে দক্ষ
১১.১। স্থান ভেদে সংশ্লিষ্ট সামাজিক ও প্রাকৃতিক কাঠামোর পরিবর্তন অনুসন্ধান করতে পেরেছে। (ধাপ- এর অনুসন্ধান অ তার উপস্থাপনা দেখে) ১১.২ সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনায় স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট মাথায় রেখেছে।	সংশ্লিষ্ট সামাজিক ও প্রাকৃতিক কাঠামোর পরিবর্তন যথাযথ ভাবে উপস্থাপন করতে পারেনি।	শুধুমাত্র স্থানীয় প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট সামাজিক ও/অথবা প্রাকৃতিক কাঠামোর পরিবর্তন উপস্থাপন করতে পেরেছে	স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট সামাজিক ও প্রাকৃতিক কাঠামোর পরিবর্তন উপস্থাপন করতে পেরেছে
মোট পয়েন্ট	২ থেকে ৩ পয়েন্ট পেলে প্রারম্ভিক	৪ থেকে ৫ পেলে বিকাশমান	৬ পেলে দক্ষ

সবশেষে আমরা **পারদর্শিতার নির্দেশকের ১০-১১ এর স্তর** নির্ধারণ এর রুব্রিক্স টি আছে সেটি পূরণ করতে দেবো। এটি তারা এই অধ্যায়ে যে সকল কাজ করেছে তার মাধ্যমে করবে। এটার মাধ্যমে আমরা তাদের সামাজিক ও প্রাকৃতিক কাঠামো ও এদের আন্তঃসম্পর্ক অনুধাবন করতে পারছে কিনা এবং সেই অনুসারে নিজস্ব গন্ডিতে দায়িত্বশীল আচরন করতে পারছে কিনা তা আমরা মূল্যায়ন করতে পারবো। আমরা এই অংশটিকে সামষ্টিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে গণ্য করবো।

একীভূত শিখন-শিক্ষন এর নীতি: হাঁটা চলায় সমস্যা আছে এমন শিক্ষার্থীদের জন্য কারখানা পরিদর্শনের সময় দলীয়ভাবে কাজ করার এমনভাবে সুযোগ করে দেবেন যেন সে দলীয়ভাবে কাজটি করতে পারে।

পারদর্শিতার নির্দেশকের ১০-১১ এর স্তর নির্ধারণ এর রুব্রিক্স (শিখনকালীন ও সামষ্টিক):

শিখন ক্ষেত্র	কাজে অংশগ্রহণের ধরণ		
১. সমাজে মানুষের বিভিন্ন কর্মকান্ড প্রাকৃতিক পরিবেশকে কিভাবে প্রভাবিত করে তার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে পারছে।	প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর মানুষের বিভিন্ন কর্মকান্ড এর প্রভাব ও ফলাফল চিহ্নিত করতে পারছে এবং এদের মধ্যাকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারছে।	প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর মানুষের বিভিন্ন কর্মকান্ড এর প্রভাব ও ফলাফল চিহ্নিত করতে পারছে, কিন্তু প্রভাব ও ফলাফলের মধ্যকার সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করতে পারছেনা।	প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর মানুষের বিভিন্ন কর্মকান্ডের শুধু প্রভাব চিহ্নিত করতে পারছে কিন্তু এর ফলাফল এবং মধ্যকার সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করতে পারছে না।
২. প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে স্থানীয় ও বৈশ্বিকভাবে বিভিন্ন ধরণের পরিবেশ দূষণ, গ্রীনহাউজ ইফেক্ট, গ্লবাল ওয়ার্মিং ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও ফলাফল অনুধাবন করে ব্যাখ্যা করতে পারছে।	প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে স্থানীয় ও বৈশ্বিকভাবে বিভিন্ন ধরণের পরিবেশ দূষণ, গ্রীনহাউজ ইফেক্ট, গ্লবাল ওয়ার্মিং ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও এর ফলাফল অনুধাবন করে ব্যাখ্যা করতে পারছে।	প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে স্থানীয় ও পৃথিবীতে বিভিন্ন পরিবেশ দূষণ, গ্রীনহাউজ ইফেক্ট, গ্লবাল ওয়ার্মিং ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও ফলাফল অনুধাবন করতে পারছে কিন্তু ব্যাখ্যা করতে পারছে না।	প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে স্থানীয় ও পৃথিবীতে বিভিন্ন পরিবেশ দূষণ, গ্রীনহাউজ ইফেক্ট, গ্লবাল ওয়ার্মিং ও জলবায়ু পরিবর্তনের কাজ গুলো করতে পেরেছে কিন্তু প্রভাব ও ফলাফল অনুধাবন করতে পারছে না এবং ব্যাখ্যা ও করতে পারছে না।
৩।প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব সামাজিক জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা চিহ্নিত করতে পারছে।	মানচিত্র ও ছক ব্যবহার করে প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন পরিবর্তন এবং সামাজিক জীবনের উপর তার প্রভাব সফল ভাবে সনাক্তকরণ করতে পারছে এবং তার ফলাফল ও ব্যাখ্যা করতে পারছে ।	মানচিত্র ও ছক ব্যবহার করে প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন পরিবর্তন এবং সামাজিক জীবনের উপর তার প্রভাব সফল ভাবে সনাক্তকরণ করতে পারছে কিন্তু ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারছে না।	মানচিত্র ও ছক ব্যবহার করে প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন পরিবর্তন এবং সামাজিক জীবনের উপর তার প্রভাব সফল ভাবে সনাক্তকরণ করতে পারেনি এবং ফলাফল ও ব্যাখ্যা করতে পারছে না।।
৪. স্থানীয় ও বিশ্বপর্যায়ে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন উপলব্ধি করে নিজের চারপাশের পরিবেশ রক্ষার্থে একক ও দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারছে।	বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাবের মাধ্যমে নিজের এলাকায় পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজের পরিকল্পনা করতে পারছে এবং তা বাস্তবায়নে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে।	বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাবের মাধ্যমে নিজের এলাকায় পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে কিন্তু নিজ উদ্যোগে কোনো কাজের পরিকল্পনা করতে পারছে না।	বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাবের মাধ্যমে নিজের এলাকায় পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজে অংশগ্রহণ করেছে কিন্তু সক্রিয় মনোভাব ছিলো না।

সমাজ ও সম্পদের কথা

যোগ্যতা- ৬.৮: সময় ও অঞ্চলভেদে সম্পদ ব্যবস্থাপনার কাঠামো কীভাবে গড়ে ওঠে তা অন্বেষণ করতে পারা

এই যোগ্যতার জন্য সামগ্রিক কার্যাবলির ধারণা:

এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য আমরা বই থেকে শিক্ষোর্থীদের বিভিন্ন ছবি দেখিয়ে ছবির জিনিসগুলোকে শনাক্ত করতে বলবো। দলীয় কাজের মাধ্যমে জিনিসগুলোর বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করে সম্পদের ধারণার সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করাবো। কুইজে অংশ নিয়ে প্রশ্নের উত্তর দেয়া, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত জিনিসের তালিকা করতে দেয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের সম্পদের বিবরণ দেবো। এরপর নিকটস্থ কারখানা পরিদর্শন করাবো এবং অ্যাসাইনমেন্ট করানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সম্পদের অতীত ও বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা দেবো।

সেশন ৯১:

সম্পদের ধারণা

এই সেশনে আমরা শিক্ষার্থীদের কিছু ছবি দেখাবো এবং ছবির জিনিসগুলো আমাদের কী কাজে লাগে তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের দলে কাজ করতে দেবো। দলীয় কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ছবিগুলো বিভিন্ন সম্পদের তা বুঝতে পারবে এবং সম্পদ মূলত তিন ধরনের (প্রাকৃতিক সম্পদ, মানবসম্পদ, রূপান্তরিত সম্পদ) তা বুঝতে পারবে। কুইজে অংশ নেয়া এবং বিভিন্ন ধরনের সম্পদের নামের তালিকা তৈরি করার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সম্পদের সাথে পরিচিত হবে।

এই সেশনে করণীয়:

ছবি দেখা:

- সেশনের শুরুতে আমরা ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুশীলন বইয়ের ‘সমাজ ও সম্পদের কথা’ অংশ থেকে শিক্ষার্থীদের কিছু ছবি দেখাবো।
- শিক্ষার্থীরা ছবি দেখবে।
- আমরা তাদের কাছে জানতে চাইবো তারা কী দেখছে এবং এই ছবিগুলোকে একত্রে কী বলে?
- শিক্ষার্থীরা ছবিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলবে।
- শিক্ষার্থীদের বলা বৈশিষ্ট্য থেকে বুঝিয়ে বলবো ছবির জিনিসগুলোকে একত্রে সম্পদ বলে। এই আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে, আমরা আমাদের চারপাশে যা কিছুই দেখি না কেন, সবই আমাদের সম্পদ।

সম্পদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ:

- শিক্ষার্থীদেরকে ৪/৫ জনের দলে ভাগ করে দেবো।
- দলে বসে শিক্ষার্থীরা ছবিগুলোকে ধরন অনুযায়ী ভাগ করে সাজাবে।
- আমরা শিক্ষার্থীদের কাজের প্রশংসা করবো এবং সম্পদগুলো ভাগ করার সময় কোন কোন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীরা কাজ করেছে তা জানতে চাইবো।
- শিক্ষার্থীদের আলোচনা থেকে উঠে আসবে- কোনো সম্পদ আমরা প্রকৃতি থেকে পাই, কোনো সম্পদ মানুষ নিজে, আবার কোনো কোনো সম্পদ মানুষ তৈরি করেছে। এসব বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে সম্পদকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় (প্রাকৃতিক সম্পদ, মানবসম্পদ, রূপান্তরিত সম্পদ)।
- এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আরো সম্পদের নাম বের করে আনার জন্য আমরা বলবো, এবার চলো আমরা বিভিন্ন ধরনের সম্পদের আরো কিছু উদাহরণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করি।
- শিক্ষার্থীদের তিন ধরনের সম্পদের আরো উদাহরণ খুঁজে তালিকা তৈরি করতে বলবো।
- শিক্ষার্থীরা দলে বসে নতুন নতুন সম্পদের নাম খুঁজে বের করবে এবং তালিকা তৈরি করবে।
- আমরা কিছু দল থেকে শুনবো এবং তিন ধরনের সম্পদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা স্পষ্ট হয়েছে কিনা যাচাই করবো।

সম্পদের শেণিবিভাগ নিয়ে কুইজ:

- কুইজ আয়োজন করার জন্য আমরা আগে থেকেই বিভিন্ন ধরনের ২০টি সম্পদের নাম লিখে তালিকা তৈরি করে রাখবো।
- শিক্ষার্থীদের ইনক্লুশনের নিয়ম মেনে প্রতি দলে ৬ জন করে দলে ভাগ করে দিবো।
- এরপর আমরা একটি একটি করে সম্পদের নাম বলবো, যে দলের সদস্যরা নিশ্চিত জানে এটি কোন ধরনের সম্পদ তারা হাত তুলবে।
- যারা আগে হাত তুলবে সেই দল আগে উত্তর দেয়ার সুযোগ পাবে। উত্তর সঠিক হলে প্রতি সঠিক উত্তরের জন্য ০৫ নম্বর করে পাবে।
- উত্তর ঠিক না হলে পরবর্তী দল উত্তর দেওয়ার সুযোগ পাবে, তারা ০৫ নম্বর পাবে। তারাও না পারলে পরবর্তী দলের কাছে যাবে।
- এভাবে একে একে ২০টি সম্পদের নাম বলে সম্পদের ধরণ জানতে চাইবো।
- যে দল সর্বোচ্চ নম্বর পাবে তারা বিজয়ী হবে।
- যেসব সম্পদের ধরনের নাম কোনো দল বলতে পারেনি সেই সব সম্পদের ধরনের নাম আমরা বলে দিবো।

সেশন ৯২-৯৩:

প্রাকৃতিক সম্পদ, পণ্য, দ্রব্য ও বাজার

নবায়ন যোগ্য ও অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ, পণ্য, দ্রব্য, বাজার এসব বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা পাবে।

এই সেশনে করণীয়:

প্রাকৃতিক সম্পদ, পণ্য, দ্রব্য ও বাজারের ধারণা:

- নবায়ন যোগ্য ও অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ, পণ্য, দ্রব্য, বাজার সম্পর্কে **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুশীলন বই** থেকে শিক্ষার্থীদের একজন একজন করে পড়তে বলবো। অন্য শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে।

দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকা তৈরি:

- এরপর দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিস সম্পর্কে ধারণা পেতে আমরা আরো একটি কাজ করতে বলবো। শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে ঘুমানো পর্যন্ত কী কী দ্রব্য ব্যবহার করে এবং সেসব দ্রব্য কোথা থেকে আসে তার তালিকা তৈরি করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা সবাই তাদের ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুশীলন বইয়ের সমাজ ও সম্পদের কথা অংশ থেকে সারণী ব্যবহার করে দলে বসে প্রতিদিন ব্যববহারের দ্রব্যের তালিকা তৈরি করবে। পাশের কলামে কোন দ্রব্য কোথা থেকে পায় তাও লিখবে।
- এরপর প্রতিটি দল তাদের প্রস্তুত করা তালিকা উপস্থাপন করবে।
- সবার উপস্থাপনা শোনার পর আমরা যেসব দ্রব্য ব্যবহার করি তার অনেকগুলো যে কারখানায় উৎপাদন হয় তা বলবো।
- শিক্ষার্থীরা কখনো কারখানা পরিদর্শনে গেছে কিনা জানতে চাইবো।
- পরবর্তী ক্লাসে শিক্ষার্থীদের নিকটস্থ কারখানা পরিদর্শনে নিয়ে যাবো। সেজন্য সবাইকে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুশীলন বইয়ে এবং এই শিক্ষক সহায়িকার পরিশিষ্টতে উল্লিখিত নির্দেশিকাসমূহ অনুসারে প্রস্তুতি নিয়ে আসতে বলবো। শিক্ষক অর্থাৎ আমরা অবশ্যই অন্ততঃ তিন সপ্তাহ আগে থেকে পরিদর্শনের প্রস্তুতি গ্রহণ করবো। তিনটি বিষয় অবশ্যই নিশ্চিত করার পর শিক্ষার্থীদের নিয়ে পরিদর্শন বা শিক্ষা ভ্রমণে যাবো। বিষয় তিনটি হলো-
  - » শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যাবতীয় যোগাযোগ ও অন্যান্য আয়োজন সম্পন্ন করা
  - » অভিভাবকদের সম্পত্তিপত্রে স্বাক্ষর গ্রহণ করা
  - » পরিদর্শন বা শিক্ষাভ্রমণের প্রয়োজনীয় পরিবহন, খাবার ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করা

সেশন ৯৪-৯৮:

সম্পদের উৎপাদন সম্পর্কিত

এই সেশনে শিক্ষার্থীরা নিকটস্থ কোনো কারখানা পরিদর্শন করবে। আইসক্রিম/বিস্কুট/সাবান উৎপাদন কারখানা /গার্মেন্টস/ ইট ভাটা পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বর্তমানে উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানবে। অতীতের উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন তৈরি করবে।

এই সেশনে করণীয়:

- আমরা ক্লাসের সবাইকে কারখানা পরিদর্শনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলবো। প্রস্তুতি হিসেবে শিক্ষার্থীরা 'বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে চারপাশ দেখি' তে শেখা অনুসন্ধানের ধাপ অনুসরণ করে অনুসন্ধানের পরিকল্পনা প্রস্তত করবে।
- ক্লাসের সব শিক্ষার্থী, যেসব অভিভাবক ও স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক যারা সময় পাবেন তাদের সবাইকে নিয়ে নিকটস্থ কোনো আইসক্রিম/বিস্কুট/সাবান উৎপাদন কারখানা /গার্মেন্টস/ ইট ভাটা পরিদর্শনে নিয়ে যাবো।

- কারখানা ভ্রমণের সময় আমরা খেয়াল করবো শিক্ষার্থীরা সবাই ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুশীলন বইয়ের সমাজ ও সম্পদের কথা অংশে উল্লিখিত অনুসন্ধান ছকের মতো পর্যবেক্ষণের বিষয়গুলো দেখছে ও নোট নিচ্ছে। সাবইকে নোট নিতে উৎসাহিত করবো।
- পরবর্তী ক্লাসে সবাই তাদের কারখানা পরিদর্শনের অনুসন্ধানের চিত্র বিভিন্ন মাধ্যম (মাল্টিমিডিয়া/ পোস্টার ইত্যাদি) ব্যবহার করে উপস্থাপন করবে।
- সবার উপস্থাপন শেষে সবাইকে বুঝিয়ে বলবো বর্তমানে কারখানায় উৎপাদন কীভাবে হয়।
- তারপর জানতে চাইবো অতীতে কীভাবে উৎপাদন হতো?
- শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে দেবো এবং অতীতের উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানী কার্যক্রম চালানোর জন্য নির্দেশনা দিবো।

- শিক্ষার্থীরা ৫/৬ জনের দলে ভাগ হবে।
- দলে বসে সবাই অতীতে কীভাবে উৎপাদন হতো তা জানার জন্য অনুসন্ধানী কার্যক্রমের জন্য অনুসন্ধানী পশ্ন তৈরি করবে।
- সব দল থেকে অনুসন্ধানী প্রশ্ন তৈরি করে সবাই মিলে চূড়ান্ত অনুসন্ধানী প্রশ্ন তৈরি করবে।
- শিক্ষার্থীরা ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুসন্ধানী পাঠ বইসহ অন্যান্য বই, পত্রিকা বা ইন্টারনেটসহ যে কোন নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে অতীতের উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে। এ কাজে তারা অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ের নিচে উল্লিখিত অংশগুলো ব্যবহার করার নির্দেশনা দিবেন।

অধ্যায় ১ - ইতিহাস জানা যায় কীভাবে?

অধ্যায় ২- মানুষ ও সমাজ এলো কোথা থেকে?

অধ্যায় ৩- সভ্যতার বিকাশ - এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে নগরায়ন ও রাষ্ট্র

অধ্যায় -৪ বাংলাদেশের মানুষের পরিচয়ের ইতিহাস: রূপান্তর, বৈচিত্র্য ও সম্মিলন

- এভাবে অতীতের উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করে প্রাপ্ত তথ্য বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে শ্রেণি কক্ষে উপস্থাপন করবে এবং আমাদের কাছে জমা দিবে। আমরা সেগুলো সংরক্ষণ করবো।
- এবার আমরা রিপোর্টে উল্লিখিত অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ভূমিকা অভিনয়ের মাধ্যমে অতীতের উৎপাদন পদ্ধতিগুলো উপস্থাপন করবো।

নির্দেশক ১২ এর জন্য মূল্যায়নঃ

এক্ষেত্রে বিভিন্ন শিক্ষঙ্কালিন মূল্যায়ন থেকে ৫০% তথ্য নিব আমরা। আর বাকি ৫০% এর জন্য আলাদা একটি সামষ্টিক মূল্যায়নের পরিকল্পনা করবো জার মধ্য দিয়ে এই নির্দেশক মূল্যায়ন সম্ভব। এরকম সম্ভব্য একটি অ্যাসাইনমেন্ট এবং তার জন্য রুব্রিক্স দেয়া হল-

শিক্ষার্থীরা এই সংক্রান্ত একটি ছোট লিখিত এসাইনমেন্ট করবে এবং তা জমা দেবে। এসাইনমেন্ট:

- প্রথমে দল গঠন করবে। তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য কোনো জিনিস, বাজার থেকে কেনা পণ্য, কোনো খাবার ইত্যাদি থেকে একটি নিদির্ষ্ট জিনিস/ খাদ্য নির্বাচন করবে। যেমন- পিঠা, মোবাইল ফোন, চিরুনি, চিপস এরকম যেকোনো কিছু।
- এবারে অনুসন্ধান করবে:

১। এই দ্রব্যটি কোথা থেকে আসলো তা একদম শেষ পর্যন্ত চিহ্নিত কর। যেমন- পিঠা বাবা তৈরি করেছে। কিন্তু এটি তৈরিতে কী ব্যবহৃত হয়েছে? সেগুলো কোথা থেকে এলো? দোকান? দোকানে সেটি কিভাবে এলো? এভাবে একদম এর সাথে সম্পর্কযুক্ত উপাদান গুলোর উৎস খুজে বের করো।

২। এর সাথে কোন/ কোন কোন (একাধিক হতে পারে) উৎপাদন ব্যবস্থা জড়িত ছিল এবং কীভাবে?

৩। এই উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে কে/ কারা নিযুক্ত ও কীভাবে?

৪। সময়ের সাথে সাথে এই উৎপাদন ব্যবস্থার কিধরণের পরিবর্তন ঘটেছে?

৫। দেশের অন্য স্থানে বা দেশের বাইরে এই উৎপাদন ব্যবস্থার ভিন্ন ভিন্ন রূপ উদ্ঘাটন।

পারদর্শিতার নির্দেশকের ১২ এর স্তর নির্ধারণ এর রুব্রিক্স:

মূল্যায়ন রুব্রিক্স	প্রারম্ভিক (১ পয়েন্ট)	বিকাশমান (২ পয়েন্ট)	দক্ষ (৩ পয়েন্ট)
১২.১। যথাযথ ভাবে দ্রব্য বা পণ্যটির উৎস (সমূহ) চিহ্নিত করতে পেরেছে।	মূল উৎস সনাক্ত করতে পারেনি।	ধাপ গুলো সঠিক ভাবে সনাক্ত করতে না পারলেও মূল উৎস সনাক্ত করতে পেরেছে।	পর পর সবগুলো ধাপ সহ মূল উৎস সনাক্ত করতে পেরেছে।
১২.২। দ্রব্যটির সাথে এক বা একাধিক উৎপাদন ব্যবস্থা কীভাবে সম্পর্কযুক্ত তা ব্যাখ্যা করতে পেরেছে।	দ্রব্যটির সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত কোন উৎপাদন ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে সনাক্ত করতে পারেনি।	দ্রব্যটির সাথে এক বা একাধিক উৎপাদন ব্যবস্থা সনাক্ত করতে পারলেও কীভাবে সম্পর্কযুক্ত তা ব্যাখ্যা করতে পারেনি।	দ্রব্যটির সাথে এক বা একাধিক উৎপাদন ব্যবস্থা কীভাবে সম্পর্কযুক্ত তা ব্যাখ্যা করতে পেরেছে।
১২.৩। বিভিন্ন মানুষ কিভাবে এই উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত আছে তা ব্যাখ্যা করতে পেরেছে।	উৎপাদন ব্যবস্থাটির সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন মানুষদের সঠিক ভাবে সনাক্ত করতে পারেনি।	উৎপাদন ব্যবস্থাটির সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন মানুষ সনাক্ত করতে পারলেও কিভাবে এই উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত আছে তা ব্যাখ্যা করতে পারেনি।	উৎপাদন ব্যবস্থাটির সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন মানুষ কিভাবে এই উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত আছে তা ব্যাখ্যা করতে পেরেছে।
১২.৪। সময় ও স্থান ভেদে এই উৎপাদন ব্যবস্থা কেমন ছিল তা তুলে ধরতে পেরেছে।	সময় বা স্থান কোন প্রেক্ষিতেই উৎপাদন ব্যবস্থাটির পরিবর্তন বা ভিন্নতা যথাযথ ভাবে তুলে ধরতে পারেনি।	শুধু মাত্র সময় বা শুধুমাত্র স্থান ভেদে উৎপাদন ব্যবস্থাটির পরিবর্তন বা ভিন্নতা তুলে ধরতে পেরেছে।	সময় ও স্থান ভেদে এই উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন বা ভিন্নতা তুলে ধরতে পেরেছে।
মোট পয়েন্ট	৪ থেকে ৬ পয়েন্ট পেলে প্রারম্ভিক	৭ থেকে ৯ পেলে বিকাশমান	১০ থেকে ১২ পেলে দক্ষ

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট - ১

পরিকল্পনা

ভ্রমণের আগে

- বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরিকল্পনায় সুবিধাজনক সময়ে ভ্রমণের জন্য সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারন
- শিক্ষাভ্রমণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুযায়ী ভ্রমণের স্থান নির্ধারণ
- শিক্ষাভ্রমণের গন্তব্যস্থান নিয়ে গবেষণা/বিশেষ ভাবে জানা (উচ্চতর শ্রেণির শিশু সহকারে)
- গন্তব্য স্থানে প্রবেশ /পরিদর্শনের জন্যে অনুমতি গ্রহণ
- জেলা পুলিশ/ট্যুরিস্ট পুলিশ/প্রশাসনকে অবহতিকরন
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিলে বিদ্যালয়ের ভ্রমণ কমিটি গঠন
- শিক্ষা ভ্রমণের লক্ষ্য উদ্দেশ্য মাথায় রেখে বিস্তারিত ভ্রমণ সূচি প্রণয়ন (সংযুক্তি)
- প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ (বই, কাগজ, কলম, রেফারেন্স বই ইত্যাদি) তালিকাকরণ
- বাজেট প্রণয়ন, শিক্ষকদের দায়িত্ববন্টন, শিক্ষার্থীদের দল গঠন
- যাতায়ত, থাকা, খাওয়া ও সার্বিক নিরাপত্তা
- অভিভাবকদের উদ্দেশ্য চিঠি (সংযুক্তি)
- শিক্ষার্থীদের অরিয়েন্টেশন (শিক্ষাভ্রমণে কেনো যাচ্ছি, কি করবো, কি করবো না ইত্যাদি)
- গন্তব্যস্থানের প্রতিনিধির সঙ্গে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ
- অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন- প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স, খেলাধুলা, বাদ্যযন্ত্র, ডিভাইজ, ব্যানার তালিকাকরণ
- খাবারের ম্যেনু নির্বাচন (স্থানীয় খাবারের অগ্রাধিকার)

ভ্রমণের দিন

- নির্দিষ্ট স্থানে অভিভাবক কর্তৃক শিক্ষার্থী হস্তান্তর– নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষা
- যানবাহনে মালামাল উঠানো
- শিক্ষকদের দায়িত্ববন্টন শ্রেণি অনুযায়ী শিশুর হাজিরা
- গন্তব্য স্থানের টিকিট সম্ভাব্য ক্ষেত্রে রাস্তায় টোল

শিক্ষাভ্রমণের সময়

- পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী থাকার স্থানে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক নিযুক্তকরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের ভাগ করা
- বিস্তারিত ভ্রমণসূচী অনুযায়ী কাজ
- শিক্ষার্থীদের সার্বক্ষণিক খেয়াল রাখা (নিরন্তর খবরদারী নয়) ও কাজে উৎসাহিত করা
- নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ
- প্রোজেক্ট/অ্যাসাইনমেন্ট অনুযায়ী কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও সাহায্য
- দলগত কাজ সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ
- গল্প, আড্ডা, খেলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

ভ্রমণ শেষে

- অভিভাবকের কাছে শিশু হস্তান্তর
- শিক্ষার্থীদের কাজের প্রদর্শনীর আয়োজন
- বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে খরচের হিসাব
- এই ভ্রমণের অংশগ্রহণে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন

বিশেষ লক্ষ্যণীয়-

- কেউ যেনো বুলির স্বীকার না হয়
- নিয়ম ভেঙ্গে দলছুট যেনো না হয়
- রাতে ঘুমানোর স্থানে মেয়েদের নিরাপত্তা
- মেয়ে শিক্ষার্থীর মাসিক হলে করণীয়
- অবৈধ কোনো কিছু সঙ্গে আছে কিনা বা করছে কি না

পরিশিষ্ট- ২

বিশ্বভ্রমণ লুডো খেলার নিয়মাবলী

একক ভাবে খেলার নিয়ম	দলীয় ভাবে খেলার নিয়ম
▪ প্রতিটি বোর্ডে সর্বোচ্চ ৪ জন ও সর্বনিম্ন ২ জন খেলতে পারবে। ▪ ১ পড়লে বিশ্বভ্রমণের যাত্রা শুরু করতে পারবে, তার আগে নয়। যাত্রা শুরুর স্থান ঢাকা। ▪ মৌখিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নির্ধারণ হবে কে আগে খেলা শুরু করবে। ▪ খেলাটি গল্পে যে যে নিয়ম গুলো সংযুক্ত আছে সেই নিয়ম অনুসারে খেলতে হবে। ▪ ১০০ পয়েন্ট এ আছে আন্দামান ও নিকোবর দীপপুঞ্জ এখানে সকল খেলোয়াড়কে পৌঁছাতে হবে। যে সর্বপ্রথম ১০০ পয়েন্টে পৌঁছাবে সেই জয়ী হবে।	▪ খেলাটি শিক্ষার্থীরা ৫-৬ জনের দলে ভাগ হয়ে খেলবে। ▪ প্রতিটি বোর্ডে দুটো দল খেলতে পারবে। ▪ প্রতি দলের একজন ক্যাপ্টেন থাকবে। ▪ টসের মাধ্যমে নির্ধারণ হবে, কোন দল আগে খেলা শুরু করবে। ▪ ১ পড়লে বিশ্বভ্রমণের যাত্রা শুরু করতে পারবে, তার আগে নয়। যাত্রা শুরুর স্থান ঢাকা। ▪ দলের যে কোন একজন খেলা শুরু করবে। কে শুরু করবে তা ক্যাপ্টেন নির্বাচন করবে। ▪ খেলা চলাকালীন যে কোন সময় খেলোয়াড় বদল হতে পারবে। তবে একজন বদলী হলে সে পুনরায় আর খেলার সুযোগ পাবে না। ▪ খেলাটি গল্পে যে যে নিয়ম গুলো সংযুক্ত আছে সেই নিয়ম অনুসারে খেলতে হবে। ▪ খেলা সঠিক নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্যে প্রত্যেক বোর্ডের একজন রেফারী নির্ধারণ করতে হবে। রেফারী কে হবে তা দুই দলের ক্যাপ্টেন ঠিক করবে। যে রেফারী হবে সে খেলায় অংশ নিতে পারবে না। ▪ ১০০ পয়েন্ট এ আছে আন্দামান ও নিকোবর দীপপুঞ্জ এখানে সকল খেলোয়ার কে পৌঁছাতে হবে। যে দল সর্বপ্রথম ১০০ পয়েন্টে পৌঁছাবে সেই দল জয়ী হবে।

লুডু খেলার শর্তাবলী :

লুডু খেলার সময় নিচের শর্তগুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে। তাতে যেসব প্রশ্ন দেয়া আছে, যে সব পরিস্থিতির কথা বলা আছে খেলার সময় ঐসব স্থানে গেলে যে সব শর্ত বা অবস্থার কথা বলা হয়েছে তা সত্য ধরে নিয়ে খেলতে হবে। তবে এই নিয়ম, প্রশ্ন ও স্থানগলো কিছু নমুনা শর্তাবলী মাত্র। তোমরা কিছু দিন পর পর অবশ্যই নতুন নতুন শর্তাবলী তৈরি করবে এবং খেলাটিকে সব সময় আনন্দময় করে তুলবে।

অসুবিধাজনক স্থান:

১. অজন্তা গুহা, ঔরঙ্গাবাদ (এ গুহায় এসে বের হওয়ার পথ পেতে একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্ন: অজন্তা গুহা কিসের জন্য বিখ্যাত?) প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে ২ ঘর এগিয়ে তাজমহল এ যাবে, না পারলে ২ ঘর পিছিয়ে বঙ্গোপসাগর এ যাবে।

২. মাউন্ট এভারেস্ট (এ পর্বতশৃঙ্গে এসে পৌঁছালে এটি পার হতে তাকে দুই দিন অবস্থান করতে হবে। সেই কারনে সে দুই দান খেলতে পারবে না।)

৩. মাওসিনরাম (বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাতের স্থান। এখানে এসে প্রবল বৃষ্টিপাতের মাঝে পড়বে। একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে একটি ছাতা পাবে এবং পরবর্তী ৫ ঘর এগিয়ে উলানবাতারে পৌঁছাবে, আর না পারলে ৫ ঘর পিছিয়ে কাবুল মরুভূমিতে যাবে। প্রশ্ন: অতি বৃষ্টিপাতের ফলে কি কি অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে?

৪. চীনের মহাপ্রাচীর (এই প্রাচীর পার হতে তার অবশ্যই একজন গাইড লাগবে। গাইড পেতে ১ ফেলতে হবে। ১ না পড়া পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারবে না।)

৫. মাউন্ট ফুজি (আগ্নেয়গিরি, জাপান) (আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত থেকে বাঁচতে তাকে অগ্নুৎপাত শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ফলে সে একদান খেলা থেকে বিরত থাকবে।)

৬. পশ্চিম সাইবেরিয়ান সমভূমি (রাশিয়া) (প্রশ্ন: সমভূমির মূল বৈশিষ্ট্য গুলো কি কি? প্রশ্নটির উত্তর পারলে ১ ঘর এগিয়ে ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলওয়ে (রাশিয়া) তে যাবে, না পারলে ১ ঘর পিছিয়ে বৈকাল হ্রদ এ যাবে।)

৭. গ্রীস (অ্যাথেন্স, মাউন্ট অলিম্পাস) (এখানে যে সভ্যতা পরিচিত তার দুটি উল্লেখযোগ্য দিক উল্লেখ করো। প্রশ্নটির উত্তর পারলে সে আবার খেলার সুযোগ পাবে, না পারলে ১ দান খেলা থেকে বিরত থাকবে।)

৮. ডেথ ভ্যালি, ক্যালিফোর্নিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (বিশ্বের উষ্ণতম স্থান) (প্রশ্ন: পৃথিবার আর একটি উষ্ণতম স্থানের নাম বলো যা আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত, এ প্রশ্নে উত্তর দিতে পারলে ৬ ঘর এগিয়ে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে যাবে না পারলে ৬ ঘর পিছিয়ে সাউদাম্পটন দ্বীপ, কানাডাতে যাবে।)

৯. বেরিং সাগর (বেরিং প্রণালী) (প্রশ্ন: এ প্রণালী কোন দুটি মহাদেশ কে পৃথক করেছে? এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারলে সে তার দলের একজনকে ৫ দান পর্যন্ত সাহায্যকারী হিসেবে নিতে পারবে, আর না পারলে তার বিপক্ষ দল ৫ দান পর্যন্ত একজন সাহায্যকারী পাবে।)

১০. আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা (১৮০ ডিগ্রী) (মানচিত্রে এ রেখাটি কোন কোন জায়গায় বেঁকে গেছে? প্রশ্নের উত্তর পারলে সরাসরি মাইক্রোনেশিয়া তে যাবে, না পারলে লন্ডন (গ্রিনীচ, ইউকে)তে নেমে যাবে।

১১. অ্যামাজন রেনফরেস্ট (জঙ্গল এ গিয়ে সে পথ হারিয়ে ফেলবে, পথ খুঁজে পেতে তাকে ৬ ফেলতে হবে। ৬ না পড়া পর্যন্ত সে এগিয়ে যেতে পারবে না। ৬ পড়লে সে দক্ষিণ আফ্রিকায় হীরার খনির সন্ধান পাবে।)

১২. অ্যান্টার্কটিকা (তুষার ঝড় থেকে বাঁচতে তার একটি বিশেষ পরিবহনের দরকার হবে। সে তখনই পরিবহন টি পাবে যখন তার দলের যেকোনো একজন খেলোয়াড়কে ১ দানের সমপরিমান সময় বরফ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে। যদি সে পারে তবে তার দল ৬ ঘর এগিয়ে ভিক্টোরিয়া ফলস (জিম্বাবুয়ে) তে যাবে আর না পারলে তার দল ২ দান খেলতে পারবে না।

১৩. কেপ অফ গুড হোপ/ উত্তমাশা অন্তরীপ (দক্ষিণ আফ্রিকা) আটলান্টিক এবং ভারত মহাসাগরের সীমানা। (এখানে এসে সামুদ্রিক ঝড়ের মুখোমুখি হবে। পরের ধাপে যেতে খেলোয়ার কে তার নিজের জীবনের এমন একটি অভিজ্ঞতার কথা সবাই কে জানাতে হবে যা তাকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা যোগায়)।

১৪. সাহারা মরুভূমি (সাহারায় প্রচন্ড তাপ ও বালির ঝড়ের মুখোমুখি হবে। পরিত্রান পেতে ঝড় থামা পর্যন্ত ১ দিন অপেক্ষা করতে হবে। ফলে সে একদান খেলা থেকে বিরত থাকবে।

১৫. নীল নদ (মিশর) (প্রশ্ন: নীল নদের তীরে কোন সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো?) এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে ১ পয়েন্ট এগিয়ে পিরামিড দেখতে যেতে পারবে, আর না পারলে ১ পয়েন্ট পিছিয়ে সাহারা মরুভূমিতে যাবে।)

১৬. মাদাগাস্কার (সাভানা) (এই ধাপের প্রশ্ন: তৃণভূমিতে বড় বড় গাছ জন্মায় না কেন? প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে ২ পয়েন্ট এগিয়ে ফ্রাঁসোয়া পেরন জাতীয় উদ্যান (অস্ট্রেলিয়া) যাবে, না পারলে ২ পয়েন্ট পিছিয়ে আরব মরুভূমি (সৌদি আরব) এ যাবে।)

১৭. মারিয়ানা ট্রেঞ্চ (পৃথিবীর গভীরতম খাদ) (এখানে আসলে সে ৪০ পয়েন্ট পিছিয়ে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর এর খাদে পড়ে যাবে।)

সুবিধা:

১. পামির মালভূমি (তাজিকিস্তান) পৃথিবীর বৃহত্তম এই মালভূমিতে আসলে পুরস্কার স্বরূপ সে পরপর দুইবার খেলার সুযোগ পাবে।

২. ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলওয়ে (রাশিয়া) (এখানে আসলে সে ৩ পয়েন্ট পরের ধাপ কাস্পিয়ান সাগর (কাজাখস্তান) এ যেতে পারবে।)

৩. মস্কো ঘণ্টা, রাশিয়া (এখানে আসলে তার বিপক্ষ দলকে পৃথিবীর অন্য একটা বিস্ময়কর জায়গার নাম বলতে হবে। বিপক্ষ দল প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারলে তাদের দলের যেকোনো একজন খেলোয়াড় কে স্ট্যাচু হয়ে ১ দান খেলার সমপরিমান সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।)

৪. কৃষ্ণ সাগর (গ্রীস এবং ইউক্রেন এর মধ্য, স্বাস্থ্যকর স্থান) (এখানে আসলে সে একটা life পাবে। যার সুবিধা স্বরূপ পরবর্তী যেকোনো একটা অসুবিধা যুক্ত স্থানে পৌঁছালে তাকে আর সেই অসুবিধার মুখোমুখি হতে হবে না।)

৫. নেদারল্যান্ডস (ফুলের দেশ) (এখানে আসলে তাদের বিপক্ষ দল একটি সত্যি ফুল/ কাগজের তৈরি ফুল উপহার দিবে।)

৬. দক্ষিণ আফ্রিকা (ডাইমন্ড মিনারেল) (এখানে আসলে প্রচুর হিরার মালিক হবে তার দল এবং সুবিধা স্বরুপ ৫ ঘর এগিয়ে কঙ্গো রেইন ফরেস্ট (DRcongo) এ যাবে।)

৭. পিরামিড (মিশর)(পিরামিডের দেশে আসলে সে তার বিপক্ষ দলের বন্ধুদের একটি প্রশ্ন করতে পারবে। প্রশ্নটি পিরামিড/ মিশর সংক্রান্ত হতে হবে। বিপক্ষ দল যদি উত্তর না দিতে পারে তবে তারা তাদের অবস্থান থেকে ৫ ঘর পিছিয়ে যাবে।)

a. ইরাক (প্রাচীন সভ্যতা এবং তেল সম্পদ) (এই প্রত্নতাত্ত্বিক ও খনিজ সম্পদে ভরপুর দেশে আসলে ১০ ঘর এগিয়ে নাউরু (ছোটতম দ্বীপ, দক্ষিন প্রশান্ত মহাসাগর) এ যাবে।)

৮. সিডনি অপেরা হাউস (এখানে আসলে তার বিপক্ষ দল কে যেকোনো একটা কিছু অভিনয় করে দেখাতে বলবে।)

৯. কিরিবাতি (ক্রিসমাস দ্বীপ, উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর) (এখানে আসলে সে সরাসরি ১০ পয়েন্ট এগিয়ে আন্দামান নিকোবর দীপপুঞ্জে পৌছে যাবে।)

১০. আন্দামান নিকোবর দ্বীপ (এখানে আসলে তার দল একটি উদ্ধারকারী জাহাজ পাবে, এবং জাহাজে করে ঢাকা পৌঁছাবে।

পরিশিষ্ট- ৩

মূল্যায়ন: আমাদের ক্লাব কার্যক্রম কেমন চলছে?

বছর শেষে নিচের ছক ব্যবহার করে শিক্ষকের সহায়তায় আমরা আমাদের ক্লাবের কার্যক্রম ও এ থেকে আমাদের শেখাকে বিচার বিশ্লেষণ করবো। এতে করে আমরা সামনে আরো দক্ষভাবে ক্লাবের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবো।

ক. ক্লাব কার্যক্রমের বিবরণ:

ক্লাবের নাম:----------

ক্লাবের লক্ষ্য:

১. ----------

২.----------

৩. ----------

অনুষ্ঠিত মিটিং সংখ্যা:

কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের নাম:

১|

২|

৩|

৪|

বর্তমান শিক্ষাবর্ষে পরিকল্পিত কাজের বিবরণ	পরিকল্পিত কাজের বর্তমান অবস্থা সমাপ্ত/চলমান	শিক্ষকের মন্তব্য

খ. ক্লাবের সভাপতি/সহ-সভাপতি/সচিব কর্তৃক পূরণীয় (প্রত্যেক সদস্যের জন্য):

ক্লাবের নাম	ভূমিকা (যেমন-সভাপতি/সহ-সভাপতি/সচিব/ সদস্য/সদস্য নয়)	সভাতে উপস্থিতি (যেমন-মোট ৭টির মধ্যে ৫টি)	ক্লাব কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ধরণ			সভাপতি/ সহ-সভাপতি/ সচিব এর মন্তব্য ও স্বাক্ষর
			খুব সক্রিয়: উদ্যোগী, আলোচনায় অংশগ্রহণ করে, কাজে সক্রিয় থাকে	মোটামুটি সক্রিয় : কিছু কিছু কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে	ভবিষ্যতে আরো সক্রিয় অংশগ্রহণ কাম্য: শুধু কিছু বাধ্যতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে	
সুনাগরিক ক্লাব						
বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব						
বই পড়া ক্লাব						

শরণার্থী: ১৯৭১

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এবং তাদের স্থানীয় দোসরদের নৃশংসতার হাত থেকে রক্ষা পেতে এদেশের মানুষ বিভিন্ন পথে শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নেয়। ভারত সরকার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রায় ১০ মিলিয়ন (এক কোটি) শরণার্থীকে আশ্রয়, খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে।

২০২৩ শিক্ষাবর্ষ

৬ষ্ঠ- শ্রেণি

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

শিক্ষক সহায়িকা

শিক্ষাই দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারে

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

একতাই বল

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য